ইসলামের স্বরূপ

সুধীর পাল

সেভ ইন্ডিয়া মিশন

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ, ২০০৩
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০০৬

প্রকাশক ঃ সেভ ইন্ডিয়া মিশণের পক্ষে সুভাষ চক্রবর্ত্তী
পশ্চিমবঙ্গ শাখা
শ্রীখণ্ডা (বি. এস. পাড়া)
কলকাতা-৭০০১৫২
ই-মেল ঃ saveindia_mission@yahoo.com

লেজার সেটিং ঃ
কুইন প্রেস,
৩৫, মহাত্মাগান্ধী রোড,
কলকাতা-৯

ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়াকস
মুদ্রক ঃ ১১এ, গড়পার রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মূল্য ঃ ভারতে ১২ টাকা মাত্র
আমেরিকা $3.00
ইউ. কে. £2.00

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের স্বরূপ

প্রায় চোদ্দশ বছর আগে ইসলামের জন্ম হয়েছে এবং প্রায় আটশ বছর বিদেশী মুসলমান শাসকরা ভারতের বিরাট অংশে রাজত্ব করেছে এবং হিন্দুদের উপর সীমাহীন অত্যাচার চালিয়েছে। আর পাঁচটা দেশ যেমন রাজ্যবিস্তারের জন্য পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী রাজ্যকে আক্রমণ করে, তার থেকে ইসলামিক আক্রমণের প্রকৃতিগত পার্থক্যটা ভারতবাসী বুঝতে পারেনি। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ ভারতে উদ্ভূত হয়েছে এবং ক্রমে হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে গৃহীত হয়েছে। ভারতে উদ্ভূত নানা ধর্মমতের সাথে ইসলামের যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য আছে তাও ভারতবাসী সেদিন বুঝতে পারেনি। তারা মনে করেছিল শক, হূন প্রভৃতি বহিরাগত জাতির মত আরবীয় আক্রমণকারীরাও বোধহয় ভারতীয় জনসমাজে মিশে যাবে। কিন্তু তা কেন হল না, তা নিয়ে বর্তমান ঐতিহাসিকরাও ভাবেননি। আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে সুলতান মাহ্‌মুদ ও মহম্মদ ঘোরী কয়েক হাজার মাত্র মুসলমান সেনা নিয়ে ভারত আক্রমণ ও জয় করে এবং কয়েক কোটি হিন্দুকে পদানত করে কিভাবে কয়েকশ বছর রাজত্ব করতে পারল—তা নিয়েও কোন ঐতিহাসিকের মাথাব্যথা দেখা যায় না। ঐ বিদেশী আক্রমণকারীরা যখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ধ্বংস করতে লাগল এবং ব্যাপকভাবে হিন্দু নারীদের বলপূর্বক অপরহণ করে, হারেমে রেখে অকল্পনীয় অত্যাচার করতে লাগল, তখনও ভারতের মানুষ বুঝতে পারেনি যে এই মুসলিম আক্রমণকারীরা শুধুমাত্র রাজ্যবিস্তারের জন্য ভারত আক্রমণ করেনি, এর পেছনে গভীর ও ব্যাপক ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল।

আচ্ছা, ধর্মীয় উদ্দেশ্য সত্যিই ছিল কিনা তার প্রমাণ কি? তবে শুনুন, গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদের ঐতিহাসিক আল উৎবী তার 'তারিখ-ই-ইয়ামিনি' গ্রন্থে লিখেছেন, "সুলতান মাহ্‌মুদ মুর্তিপূজকদের মন্দিরগুলি ভেঙে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করলেন। শহরগুলি দখল করে নোংরা ঘৃণ্য পৌত্তলিকদের (ইসলামের চিন্তায়) ধ্বংস করে মুসলমানদের পরম সন্তুষ্ট করলেন। ইসলামের এই বিজয়সাধন করে তিনি দেশে ফিরলেন এবং প্রত্যেক বছর ভারতে এসে জেহাদ করার সংকল্প করতেন।" ডঃ টিটাসের লেখা 'ইণ্ডিয়ান ইসলাম' গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠা দেখুন। এটা ডঃ আম্বেদকরও তাঁর 'পাকিস্তান অর্ পার্টিশান অফ্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য যে এখানে মূর্তি পূজক বা পৌত্তলিক বলতে হিন্দু ও বৌদ্ধদের কথাই বলা হয়েছে।

আরো শুনুন, মহম্মদ ঘোরীর ঐতিহাসিক হাসান নিজামী তার 'তাজ-উল-মাসির' গ্রন্থে লিখেছেন, "মহম্মদ ঘোরী তাঁর তরবারির দ্বারা হিন্দুস্থানের নোংরা অবিশ্বাস (ইসলামে) এবং বহু দেবদেবী উপাসনার কণ্টক ও মূর্তিপূজার কলুষতা দূর করেন এবং একটি মন্দিরও তিনি আস্ত রাখেননি।" এটাও ড. টিটাসের উপরে উল্লিখিত বইটির ১১ পৃষ্ঠায় বলা আছে। ড. আম্বেদকর এটাও তাঁর পূর্বোক্ত বইটিতে উল্লেখ করেছেন।

তৈমুর লঙ্ তাঁর জীবনস্মৃতিতে তো আরো সরাসরি বলেছেন, "আমার হিন্দুস্থান আক্রমণের লক্ষ্যই হল ইসলামে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা, ঠিক যেরকমটি ধর্মগুরু মহম্মদ আদেশ দিয়ে গেছেন।" এটা পাওয়া যাবে লেনপুল লিখিত 'মিডিয়েভাল ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের ১৫৫ পৃষ্ঠায়। ড. আম্বেদকরও এটা উদ্ধৃত করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল কী সেই ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব? কী তার উদ্দেশ্য? কেন মুসলমানেরা মন্দির ও গ্রন্থাগার ধ্বংস করে? নারীধর্ষণের পাশবিক প্রবৃত্তি না হয় বোঝা গেল, কিন্তু সেই নারীর মুখে গোমাংস দিয়ে, তাকে কলমা পড়িয়ে মুসলমান করার গরজ কেন? কেন তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, জিজিয়া কর দিয়েও জানমালের নিরাপত্তা পেল না হিন্দুরা? কেন লক্ষ লক্ষ হিন্দুর মাথা দিয়ে স্তম্ভ তৈরী করে তারা মহোৎসবে লিপ্ত হয়? কি অপরাধ হিন্দুদের? এর উত্তর খুঁজতে হলে পেছিয়ে যেতে হবে চোদ্দশ বছর আগের আরবে, ইসলামের জন্মলগ্নে।

এই পর্যন্ত শুনেই মেকী-ধর্মনিরপেক্ষ দুর্বদ্ধিজীবীরা হাঁ হাঁ করে উঠবেন, তাঁরা বলবেন, "ভারতের মতো ধর্ম নিরপেক্ষ দেশে, ধর্ম নিয়ে কোনও আলোচনা করা চলবে না, কারুর ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া চলবে না।" বেশ, খুব ভাল কথা। ভারত কিরকম ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ, সেটাই তবে একবার দেখা যাক। একটা দেশ ধর্মের ভিত্তিতে দুইভাগ হয়েছে, মুসলমানদের জন্য পৃথক আইন করে তাদের একই সঙ্গে চারটি স্ত্রী রাখার এবং যখন তখন তাদের তালাক দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের জন্য পৃথক শিক্ষা-ব্যবস্থা অর্থাৎ মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের জমি-জমা বিক্রি সংক্রান্ত আলাদা আইন করে তাদের বিশেষ সুবিধা ও সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ মন্ত্রক এবং সংখ্যালঘু সেল তৈরী করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দুজন সংখ্যালঘুকে রাজ্যসভায় ইচ্ছামত মনোনয়ন দিতে পারেন এবং দিয়ে থাকেন। হিন্দুদের তীর্থকর দিতে হয়, তাদের মন্দিরগুলিকে আয়কর দিতে হয়, আর মুসলমানরা হজে তীর্থ করতে যাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভর্তুকি পান, মসজিদকে এক পয়সাও আয়কর দিতে হয় না। আবার এখন মুসলমানদের জন্য চাকুরী এবং সংসদে আসন সংরক্ষণ করার কথাও ভাবা হচ্ছে। পৃথিবীর অনেক ইসলামিক রাষ্ট্রেও মুসলমানরা বহুবিবাহ করতে পারে না। সুতরাং ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, না

হিন্দুবিরোধী রাষ্ট্র, না আধা ইসলামিক রাষ্ট্র তা আপনারাই বিচার করুন। যেখানে ধর্মকে ঘিরেই একটা রাষ্ট্রে সমস্ত আইন ও কর্মকাণ্ড এবং রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে, তাহলে সেই দেশে বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা-সমালোচনা করা যাবে না কেন? কেউ যদি বলে আমার ধর্মই হল অন্যধর্মের মানুষকে হত্যা করা, তাদের সম্পত্তি লুন্ঠন করা এবং অন্য ধর্মের নারীদের জোর করে ধর্ষণ করা—তাহলেও কি সেই ধর্মের সমালোচনা করা যাবে না? সেই মতবাদকে একটা ধর্ম বলে স্বীকৃতি দিতে হবে? কেন, কিসের ভয়ে? সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হবে, সেই ভয়ে? মাথার দাম ধরবে, সেই ভয়ে? কিন্তু সত্য চোদ্দশ বছর চাপা থাকলেও একদিন তা নিজেকে প্রকাশ করবেই। সেই সত্য যখন হাজার হাজর লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধ্বনিত হবে, তখন কটা খোমেইনি কয়জনের মাথার দাম ধরবে? কটা লাদেন কয় জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সত্যকে চাপা দেবে?

ইরানের শাসক আয়াতুল্লাহ খোমেইনি ইসলামের সামান্য সমালোচনাকারী ব্রিটিশ লেখক সলমন রুশদির মাথার দাম ধরাতে বিশ্বজুড়ে যে ভয়ের আবহাওয়া তৈরী হয়েছিল ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনের উপর বর্বর ইসলামিক আক্রমণের পর তা ভেঙে খান-খান হয়ে যায়। সারা পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারলো যে কেবল মুসলিম তোষণ করে কেউ বাঁচতে পারবে না। আমেরিকার মত মুসলিম তোষণকারী দেশ আর কে আছে? কাশ্মীর, বসনিয়া, কসোভো, চেচনিয়া, দাগেস্তান, সিন্‌কিয়াং, সিয়েরা লিওন, জোলো (ফিলিপিন্‌স্) প্রভৃতি যেখানেই মুসলমানরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করেছে, আমেরিকা তাদের অর্থ নিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছে। কসোভোতে তো আমেরিকা নিজে মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধেও লড়েছে। কিন্তু এত করেও সে আজও মুসলমানদের বন্ধু হতে পারল না। সারা বিশ্বের মুসলমানরা আজ আমেরিকাকে তাদের এক নম্বর শত্রু বলে মনে করে। প্রত্যেকটি অমুসলমান আমেরিকানের মাথার উপর আজ দশ হাজার ডলার (পাঁচ লক্ষ টাকা) করে দাম ধরেছে বেশ কিছু মুসলমান গোষ্ঠী। তাই আমেরিকা তথা সারা বিশ্বজুড়ে আজ প্রশ্ন উঠেছে, কি লেখা আছে কোরানে? কি বলে ইসলামিক তত্ত্ব? লক্ষ লক্ষ কপি কোরান বিক্রি হচ্ছে আমেরিকাতে। সমস্ত অমুসলমানরা আজ জানতে চাইছে কেন ইসলাম তাদের মারতে চায়। লক্ষ লক্ষ অমুসলমান আজ জেনে ফেলেছে ইসলামের তত্ত্ব। শত শত বই লেখা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে। কোরান ও ইসলামের সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্বে। মেকী ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতে সেই ঝড় ঢুকতে না দেওয়ার জন্য সংবাদ মাধ্যম, দুর্বুদ্ধিজীবী, ও রাজনীতিকদের চেষ্টার অন্ত নেই। তারা ভাঙা রেকর্ডের মতো বলে চলেছে 'ইসলাম মানে শান্তি। ইসলাম কখনও সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয় না। ইসলাম ভাল, সন্ত্রাসবাদীরা

খারাপ, তারা যে কাজ করছে, তা ইসলাম বিরোধী।'' কিন্তু তারা ভুলে গেছে যে, ইসলামের মূল স্তম্ভ বা আকর গ্রন্থ যে কোরান, তা আজ লক্ষ লক্ষ অমুসলমান পড়ে ফেলেছে, তারা জেনেছে ইসলাম মানে কী, ইসলাম কী চায়।

মুসলমানরা ইসলামের সমালোচনাকারীদের মাথার দাম ধরে ধরে দেউলিয়া হয়ে গেছে। কয়েকজন ইসলাম-বিরোধী লেখক ও রাজনীতিককে হত্যা করেও কোনও লাভ হয়নি, একজন লেখককে হত্যা করলে, তার জায়গায় দশ জন লেখকের জন্ম হচ্ছে, ঠিক রক্তবীজের মত। একটা বই ভয় দেখিয়ে বন্ধ করলে তার জায়গায় দশটা বই লেখা হচ্ছে। ইসলাম-বিরোধী কোনও বই একটা দেশে নিষিদ্ধ করলে তা একশোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। মুসলমানরা যত বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে, ইসলামের উদ্দেশ্য নিয়ে সারা পৃথিবীতে তত চর্চা হচ্ছে। শেষে এখন ইসলামের জেহাদীরা সারা পৃথিবীর প্রায় সব বড় বড় সংবাদমাধ্যমকে অর্থ ও সন্ত্রাসের দ্বারা বশীভূত করে ইসলাম বিরোধী লেখক ও রাজনীতিকদের প্রচারের আলো থেকে সরিয়ে দিচ্ছে, তা তিনি যতই খ্যাতিমান হোন না কেন, তাই আজ ইসলামের সমালোচনাকারী নয়পাল নোবেল পুরস্কার পেলেও তাঁর প্রকৃত বক্তব্য আজ পর্যন্ত কোনও টেলিভিশন বা সংবাদপত্রে দেখা যায়নি। ইংলন্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ইসলামের তত্ত্বকেই সন্ত্রাসবাদের প্রধান কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন বলে তাঁকে প্রচারের আলো থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে (দেখুন— 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকা ১২-২-০২)। কিন্তু ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার আক্রমণের ঘটনা মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে দিয়েছে। মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে বালির মধ্যে মুখ গুঁজে থেকে আত্মরক্ষা করা যায় না, সত্যের সম্মুখীন হতেই হবে। হাজার বছরের যে সন্ত্রাসের আবহাওয়া ইসলামের অদ্ভুত অমানবিক তত্ত্বকে সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা করে চলেছিল, আমেরিকার মতো দেশে এক চরম সন্ত্রাসের দমকা হাওয়া এসে সেই ভয়ের আবহাওয়া ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরির মত ইসলামের সমালোচনা আজ উপচে উঠছে দিকে দিকে। কোন লাদেন রুখবে একে? কোনও সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হয় না, ইসলামের সন্ত্রাসের বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য আজ ভাঙনের মুখে। ইসলামের রক্ষাকর্তা হিসাবে যে লাদেনকে আজ মুসলমানরা মাথায় তুলে নাচছে, সেই লাদেনই আসলে ইসলামের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে বলেছেন, ওদের ধ্বংস ওরা নিজেরা ডেকে এনেছে (They chose their own destruction)। আমেরিকার সানহোজে শহরের পুলিশ প্রধান ম্যাকনামারা বলেছেন, ''পৃথিবীর শেষ সন্ত্রাসবাদীটিকেও আমরা ধ্বংস করব''। অতএব হে কাফের (অমুসলমানগণ) মা ভৈঃ। আপনারা কোরান পড়ুন, ইসলামকে জানুন। **মনে রাখবেন আজ স্বেচ্ছায় কোরান না পড়লে এমন একটা দিন আসতে পারে যেদিন আপনাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে কোরান পড়তে হবে, সেদিন**

আপনার মুখে থাকবে গোফ কামানো দাড়ি আর মাথায় থাকবে টুপি। সেই দিনটার জন্য অপেক্ষা করবেন না। আজই কোরান পড়ুন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালান্তর প্রবন্ধে বলেছেন, মুসলমানদের সাথে যতই বন্ধুত্ব কর না কেন, তাদের যতই সাহায্য কর না কেন তারা অমুসলমানকে কিছুতেই বন্ধু বলে মনের থেকে গ্রহণ করবে না, তাদের সাথে মিলবার একটাই উপায়, তা হল, মুসলমান হয়ে যাওয়া। সুতরাং মুসলমান ধর্ম না গ্রহণ করে তুমি তাদের যতই ভালবাস না কেন, তুমি তাদের শত্রুই থেকে গেলে। আমেরিকা হল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই আজ যে সব অমুসলমান সাংবাদিক, দুর্বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক মুসলমানদের পক্ষে যতই প্রবন্ধ লিখুন, একবর্ণও কোরান না পড়েও কোরানকে মহিমান্বিত করার জন্য টেলিভিসনের আলোচনা সভাগুলিতে যতই গলা ফাটান, তারাও কিছুতেই মুসলমানদের বন্ধু হতে পারবেন না। আপনাদের সম্মিলিত চেষ্টায় যখন (যদি) ভারতে ইসলামিক শাসন স্থাপিত হবে তখন মুসলমানরা মনেও রাখবে না কোন কোন হিন্দুরা তাদের জন্য প্রবন্ধ লিখেছিল কিংবা তাদের পক্ষ নিয়ে তর্কে মেতেছিল। অন্য হিন্দুদের মতো আপনারাও তখন কাটা পড়বেন, আপনাদের চোখের সামনে আপনার বাড়ির মেয়েদেরও ধর্ষণ করা হবে। এখন পেট্রোডলার নিয়ে যে সব সম্পত্তি করছেন সে সবই মুসলমানরা যথাসময়ে দখল করবে।

অবশ্য এসব শুনলেই আবার মেকী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা হাঁ হাঁ করে উঠবেন। তাঁরা বলবেন, লেখক সন্ত্রাসবাদীদের সাথে মুসলমানদের গুলিয়ে ফেলছেন। সব মুসলমান সন্ত্রাসবাদী নয়। খুবই ঠিক কথা। সব মুসলমান নিশ্চয় সন্ত্রাসবাদী নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা কত? শতকরা কত ভাগ? সেটা কি কেউ বলে দেবেন? মগরাহাটে, বাঁকুড়ায় এবং আরো অজস্র জায়গায় ওসামা বিন লাদেনের সমর্থনে যেসব প্রকাশ্য সমাবেশ হয়েছে বা হয়ে চলেছে, সেখানে যে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার করে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মুসলমান জনগণ ভীড় করে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠছেন, তারা কারা? তারা কি সন্ত্রাসবাদী না সাধারণ মুসলমান জনগণ? লাদেনের সমর্থকদের কি সন্ত্রাসবাদী বলা যাবে না? ১১ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আক্রমণের পর প্যালেস্টাইন সহ সারা বিশ্বে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যে মুসলমান জনগণকে আনন্দে উদ্বেলিত হতে সারা পৃথিবী দেখেছে, তারাই বা কারা? সাধারণ মুসলমান না সন্ত্রাসবাদী? যদি মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মুসলমান থেকেও থাকেন, যারা জেহাদ বা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করেন না, তারাও কি পারবেন জেহাদীদের হাত থেকে অমুসলমানদের রক্ষা করতে? বাংলাদেশে দু-চার জন তথাকথিত 'শান্তিপ্রিয়' বা 'ভালোমানুষ' মুসলমান দু-চারটি উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধ লেখা ছাড়া হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আর কিছু করেছেন কখনও? দুটো প্রবন্ধ লিখে একে-৪৭ ও আর ডি এক্স মারণাস্ত্রধারী হিংস্র জেহাদী মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করা যাবে? না যদি যায়, তবে এইসব ভালোমানুষ মুসলমান হিন্দুদের কোন্ কাজে আসবে?

বাংলাদেশে সত্যিকার হিন্দু-দরদী মুসলমান থাকলে তারা প্রবন্ধ না লিখে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন করতেন। কিন্তু তা তারা কোনও দিনও করেননি। ভারতের 'ভালোমানুষ' মুসলমানরাও কি রক্তলোলুপ জেহাদী মুসলমানদের সংযত করতে কোনওদিন চেষ্টা করেছেন? জেহাদীরা বলে, তারা নাকি সারা পৃথিবীতে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই জেহাদ করছে। এই ধর্মীয় আবেদন কি 'চরম ভালোমানুষ' মুসলমানরাও অগ্রাহ্য করতে পারবেন?

অনেকে বলেন কোরানে যদি খারাপ কিছু লেখা হয়েও থাকে, তবে মনে রাখতে হবে তা লেখা হয়েছিল চোদ্দশ বছর আগে, সেই সময়ের অনেক ধ্যান ধারণাই তো আজকের যুগে গ্রহণযোগ্য মনে নাও হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে **ইসলাম ধর্ম অনুসারে কোরানের প্রতিটি বাণী, প্রতিটি অক্ষর অপরিবর্তনীয়,** যিনি মুসলমান হবেন তাকে কোরানের প্রতিটি বাণী অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে (২/১, ৬/৩৪, ৬/১১৫, ৪/১৫০, ২/৮৫, ১০/৬৪, ১৮/২৭—কোরানের অধ্যায়/বাণীসংখ্যা)। সুতরাং কোরান যত বছর আগেই লেখা হোক না কেন প্রতিটি মুসলমান আজও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোরানের প্রতিটি বাণী মেনে চলেন বা মেনে চলার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। **তাছাড়া মনে রাখতে হবে কোরান শুধু একটা ধর্মগ্রন্থই নয় পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশটি ইসলামিক দেশের সংবিধানও বটে।** সারা পৃথিবীর একশ ত্রিশ কোটি মুসলমান কী ধরণের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তা সকলের জানা প্রয়োজন। হিন্দুরা খুব কমই বেদ, গীতা প্রভৃতি সনাতন ধর্মগ্রন্থ চর্চা করে থাকেন, তাই তারা ভাবেন যে কোরানে যাই লেখা থাকুক না কেন, খুব কম মুসলমানই তা মেনে চলেন, বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষিত কিংবা পাশ্চাত্যবাসী মুসলমানরা বোধহয় একেবারেই কোরান মেনে চলেন না। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রতিটি মুসলমান, বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষত মুসলমানরা কোরানের যাবতীয় বাণী, বিশেষ করে জেহাদের তত্ত্ব অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ওসামা বিন্ লাদেনও একজন উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার। তার পরিবারও খুবই উচ্চশিক্ষিত এবং বর্ধিষ্ণু, চূড়ান্ত ধনী, কোটি পতি। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টার আক্রমণ-এর নায়ক মহম্মদ আটা ও তার সঙ্গী মুসলমানরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং যথেষ্ট সচ্ছল পরিবারের লোক ছিল। **সুতরাং কেবল 'দরিদ্র, সর্বহারা, বঞ্চিত মুসলমান জনগণই' পেটের দায়ে জেহাদ বা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে কিংবা এই জেহাদ হল ধনী ও অত্যাচারী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দরিদ্র, নিপীড়িত সর্বহারা জনগণের শ্রেণী সংগ্রাম—কমিউনিষ্টদের এই তত্ত্ব ধুলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। যারা জেহাদের কাজে কোটি কোটি ডলার খরচা করছে, তারা আর যাই হোক দরিদ্র নয়. সর্বহারাতো নয়ই।**

সবচেয়ে আশ্চর্য হল, অনেক হিন্দুকে দেখা যায়, কোরানের একটি লাইনও না পড়ে

কোরানের মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্য চীৎকার করে গলা ফাটান এবং ইসলামের সমর্থনে অদ্ভুত সব যুক্তির অবতারণা করেন।

কোরান থেকে কোনও জেহাদী আয়াতের উল্লেখ করলে ঐসব দুর্বুদ্ধিজীবীরা বলেন, "এ কথা কোরানে লেখা আছে! হতেই পারে না।" যখন কোরান খুলে দেখানো হয়, তখন বলেন, "প্রকৃত কোরান আরবী ভাষায় লেখা, এই অনুবাদটি ঠিক অনুবাদ নয়।" অথচ এরা নিজেরাও আরবী জানেন না। তারপর ধরুন, পাঁচটা বিভিন্ন কোরানের অনুবাদ খুলে তাঁকে দেখানো হল যে ঐ একই কথা লেখা আছে, তখন শ্রীযুক্ত দুর্বুদ্ধিজীবী বলবেন, "যেখান সেখান থেকে কোরানের উদ্ধৃতি দিলেই তো হবে না, প্রসঙ্গটা তো দেখতে হবে।" তখন তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হয়, আল্লার বাণী নাকি দেবদূত জিব্রাইলের মাধ্যমে পয়গম্বর মহম্মদের মধ্যে অবতীর্ণ হত, সেই বাণীর সংকলন গ্রন্থই হল কোরান, কিন্তু আল্লার বাণীগুলি যেটা যার পরে অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই অবতরণের ক্রম অনুসারে কোরানে মোটেই সংকলিত হয়নি। কোরানের অধ্যায়গুলিকে সূরা বলে। মোট ১১৪টি সূরা আছে। প্রত্যেক সূরায় আছে বিভিন্ন সংখ্যক বাণী, যাকে আয়াত বলে। মোট ৬৬৬৬টি আয়াত আছে। একটা আয়াতের পরবর্তী আয়াতটি কিন্তু তার ঠিক পরেই অবতীর্ণ হয়নি। তা হয়ত আগের আয়াতটির পাঁচ বছর পরে কিংবা দশ বছর আগে অবতীর্ণ হয়েছিল। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এই বাণীগুলি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং কোরানের আয়াতগুলির প্রসঙ্গ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেই প্রসঙ্গেই আয়াত গুলি বলা হোক না কেন কোরানের প্রতিটা আয়াত প্রতিটি মুসলিমের কাছে অবশ্য পালনীয় (২/১। নীচের কোরানের উদ্ধৃতিগুলিতে সূরা এবং আয়াতের নম্বরগুলি বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে।

এইভাবে মেকী সেকুলার শ্রীমান দুর্বুদ্ধিজীবী কোরানের পক্ষে ওকালতি করতেই থাকেন। যখন তার সব যুক্তি শেষ হয়ে যায় তখন প্রশ্ন করেন, "ইসলাম যখন চোদ্দশ বছর চলেছে তখন তা কী করে খারাপ হতে পারে? বিশ্বের একশ ত্রিশ কোটি মুসলমান কি করে তা মানবেন?" এই প্রশ্নটি কিন্তু খুব যুক্তিযুক্ত। এর উত্তরও খুব পরিষ্কার। কোরানের বিষয়ে অমুসলমানদের জ্ঞানের অভাবের কারণেই ইসলাম ধর্ম (?) এতদিন চলতে পেরেছে। অমুসলমানরা যেদিন জানতে পারবেন কোরানে লেখা আছে সমস্ত অমুসলমানদের হত্যা করা (৯/৫), তাদের সম্পত্তি ও স্ত্রীদের লুণ্ঠন করাই (৮/৬৯, ৪/২৪) মুসলমানদের পরম পবিত্র কর্তব্য—সেদিন ইসলাম পৃথিবী থেকে নিশ্চহ্ন হবে। আর বিশ্বের একশ ত্রিশ কোটি মুসলমান? তাঁদের মধ্যে যাঁদের মানবিকতা বোধ, যুক্তিবোধ এখনও অবশিষ্ট আছে তাঁরা অন্য মুসলমানদের ভয়ে চুপ করে থাকেন, কারণ ইসলামের বিধান হল, কোন মুসলমান ইসলামের সমালোচনা করলে, অন্য যে কোনও মুসলমান তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য থাকবেন। সুতরাং কোন মানবতাবাদী মুসলমান নিজের ঘনিষ্ঠ মহলে, এমনকি পরিবারের মধ্যেও ইসলামের সমালোচনা করতে সাহস পান না। সুতরাং

সন্ত্রাসই হল ইসলামের মূল চালিকা শক্তি (৮/১২)। সন্ত্রাসের দ্বারাই ইসলাম এত বছর টিকে আছে, আবার ওসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসের ফলেই আজ ইসলামের অস্তিত্ব এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে; কারণ সারা পৃথিবীর মানুষ আজ বুঝতে পারছে সন্ত্রাসকে আর ভয় করে লাভ নেই; অমুসলমানকে হত্যা করে কিংবা বলপূর্বক মুসলমান করে (৮/৩৯) সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রসার করাই ইসলামের একমাত্র উদ্দেশ্য, সুতরাং মুখ বুঁজে থাকলেও যখন মরতে হবে, তার থেকে প্রতিবাদ করে মরা অনেক ভাল। ভয় যখন মাত্রাছাড়া হয়ে যায় তখনই মানুষ অকুতোভয় হয়ে যায়। তাই আজ সারা বিশ্বে শত শত ব্যক্তি শত শত বই লিখছেন ইসলামের স্বরূপ উদঘাটন করে। কজনের মাথার দাম ধরবে? কটা বই নিষিদ্ধ করবে? কত লক্ষ মানুষের মুখ চাপা দেবে?

ইসলামের চোদ্দশ বছর টিকে থাকার পেছনে সন্ত্রাসের ভূমিকাই প্রধান হলেও আরো কতকগুলো কারণ উল্লেখ করতে হয়। যেমন—

১। মানুষের যতরকম কুপ্রবৃত্তি আছে, যেমন জিঘাংসা, অন্যের সম্পত্তি, স্ত্রী কেড়ে নিয়ে ভোগ করা, বহুবিবাহ, নিষ্ঠুরতা, এসবই কোরানে উৎসাহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়া আয়াতগুলি দেখলেই তা বোঝা যাবে। জল যেরকম উঁচু থেকে নীচুর দিকে গড়িয়ে আসে, মানুষের চরিত্রও তেমনি আদিমতার দিকে ছুটে যেতে চায়। ধর্মের কাজই হল সংযমের মাধ্যমে মানুষকে আদিমতা ও পশুত্ব থেকে সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ে যাওয়া, তাই প্রকৃত ধর্মের চর্চা কঠিন। কিন্তু ইসলাম মানুষকে আদিমতার দিকে নিয়ে যেতে চায়, এই পথ নিম্নগামী ও পিচ্ছিল। তাই যে সব মানুষ বর্বর প্রকৃতির তাদের কাছে ইসলাম স্বভাবতই জনপ্রিয় হবে।

২। মৃত্যুর পর স্বর্গেও রাখা হয়েছে অপরিমিত 'যৌনসম্ভোগের' ব্যবস্থা, যা লঘুমতি মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে।

৩। অমুসলমানদের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করা এবং এই যুদ্ধ বা জেহাদকেই ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে প্রতিষ্ঠা করা।

৪। দিনে পাঁচবার নামাযের মধ্যে দিয়ে নিরক্ষর মুসলমানদেরও এই জেহাদের তত্ত্ব বারংবার শোনানো।

৫। প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বর্জন করে ছোটবেলা থেকেই ইসলামের জেহাদী শিক্ষায় সকলকে শিক্ষিত করা। তবে দেখা গেছে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরাও কম জেহাদী নয়।

৬। ইসলামের সমালোচনাকারীদের জন্য চূড়ান্ত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সমালোচনার মুখ বন্ধ করা।

৭। কোরানের একটি অক্ষরও যাতে পরিবর্তন করা না যায়, তার ব্যবস্থা করা।

৮। একটা সমাজ বিরোধী মতবাদকে একটা 'ধর্ম' বলে ঘোষণা করে সারা বিশ্বের চোখে ধূলো দিয়ে অন্যান্য ধর্মের মত একটা মর্যাদা লাভ করা।

৯। জীবন্ত পশুকে নিষ্ঠুরভাবে তিলে তিলে জবাই করে খাবার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে নিষ্ঠুরতার চর্চা ইসলামে করা হয়, তাই-ই একজন মুসলমানকে নৃশংস যোদ্ধায় পরিণত করে।

১০। ইসলামিক বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণা প্রচারের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে চূড়ান্ত ঐক্য সৃষ্টি করা।

১১। ইসলামের পেছনে অন্ততঃ পঞ্চাশটি দেশের পরিপূর্ণ সমর্থন আছে। এরা হাজার হাজার কোটি টাকা, অস্ত্র ও কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে জেহাদীদের সাহায্য করছে, আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। অপর পক্ষে অন্য কোনও ধর্মের পেছনে পরিপূর্ণভাবে কোনও রাষ্ট্রশক্তি নেই বললেই চলে।

১২। অমুসলমান সভ্য জগতের 'সভ্যতা' ও 'ন্যায়নীতি বোধই' ইসলামের প্রধান অস্ত্র। এ কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যখন কোনও বর্বর শক্তির সাথে সভ্য শক্তির সংঘর্ষ হয়, বর্বর শক্তি সর্বদাই সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে কারণ তারা যে কোনও রকম অনৈতিক আঘাত করতে পারে। ইসলামিক যোদ্ধারা সমস্ত রকম ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে যেখানে সেখানে যখন তখন নারী-শিশু নির্বিশেষে যাকে খুশী হত্যা করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, কারণ তারা জানে সভ্য শক্তি এর উত্তরে মুসলমান মহল্লার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না, কেবলমাত্র জেহাদী দুষ্কৃতিটিকেই খুঁজে বার করে বিচার করার চেষ্টা করবে এবং মুসলমান জনগণ প্রাণপণে সেই দুষ্কৃতিকে আড়াল করবে। মুসলমান জেহাদীরা নিশ্চিন্তে হিন্দু মন্দিরে, বাচ্চাদের স্কুলে বিস্ফোরণ ঘটায়; কারণ তারা জানে সভ্য হিন্দুরা এর জবাবে কখনও কোনও মসজিদে বা মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ ঘটাবে না। অমরনাথের তীর্থযাত্রীদের হত্যা করে গর্ববোধ করতে জেহাদীদের বুক কাঁপে না কারণ তারা জানে সুসভ্য হিন্দুরা কখনই এর প্রত্যুত্তরে হজগামী বিমান ধ্বংস করবে না। দৈবক্রমে কোথাও কোনও মুসলমানের গায়ে হাত পড়লে হিন্দু সমাজই প্রতিবাদে ও নিন্দায় ফেটে পড়বে। **সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সভ্য সমাজের সভ্যতাই হল ইসলামিক বর্বরতার প্রকৃত শক্তি।**

কোরানের বিষয়বস্তুর মধ্যে যাবার আগে মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের কয়েকটা বহুল প্রচলিত কায়দার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মুসলমানদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত। তারা বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসবাদী আঘাত হেনে আবার সাধারণ মুসলমান জনসমাজে মিশে যায়। তাহলে তথাকথিত ''সাধারণ মুসলমানের'' ভূমিকাটি কি? কেন তারা নিজেদের মহল্লায় সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দিচ্ছেন, কেন তাদের চিহ্নিত করে দিচ্ছেন না? কেন তাদের খাদ্য দিচ্ছেন? অর্থ দিচ্ছেন, লুকিয়ে রাখছেন? পুলিশ মুসলমান মহল্লায় তল্লাশি করতে গেলে সহযোগিতা তো করছেই না বরং বাড়ির মেয়েদের শ্লীলতাহানি করছে পুলিশ—এরকম মিথ্যা অভিযোগ করে পুলিশকে হেনস্তা করছে। তাহলে জেহাদীদের সহযোগী এই তথাকথিত ''সাধারণ মুসলমানদের'' কি বলা হবে? হাতে গোনা কয়েকজন সালাম আজাদ বা আনোয়ার শেখকে দেখিয়ে সারা বিশ্বের একশ ত্রিশ কোটি মুসলমানদের মহত্ত্ব প্রমাণ করা যাবে কি? ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টার আক্রমণের পর সারা বিশ্বের কোটি কোটি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মুসলমানের যে উদ্দাম উল্লাস টেলিভিসনে দেখা গেছে—তার তাৎপর্য কি? কারা জেহাদী—কারা সাধারণ মুসলমান?

জেহাদ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে বাকী মুসলমানরা বলে, ''ওরা সন্ত্রাসবাদী, ওরা মন্দ, ওদের কাজের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, ওরা ইসলাম-বিরোধী কাজ করছে।'' এখন সারা বিশ্বে কোটি কোটি অমুসলমান যে কোরান পড়ে ফেলেছে সেই খেয়ালই তাদের নেই, তাই মুসলমানরা এখনও অমুসলমানদের বিভ্রান্ত করে রাখতে চাইছে।

মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা যখন জোর গলায় চিৎকার করে বলছে, ''হ্যাঁ আমরা যা করেছি ইসলামের নির্দেশ অনুসারেই করেছি, এটাই আমাদের কোরান নির্দেশিত পবিত্র জেহাদ। বেশ করছি''—তখনও মুসলমান ও হিন্দু দুর্বুদ্ধিজীবীরা হাল ছাড়ে না, তারা বলে, ''ঐ সন্ত্রাসবাদীরা কোরানের অপব্যাখ্যা করছে, ইসলাম শান্তির ধর্ম।'' এই কায়দাটা মুসলমানরা সম্পূর্ণ জেনে বুঝেই করছে। ঠিক যেমন কোন পকেটমার যখন ধরা পড়ে যায়, তখন তার সঙ্গী পকেটমাররা তাকে ''পকেটমার'', ''পকেটমার'' বলে মারতে মারতে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সবাই মিলে একসাথে পালিয়ে যায়। এ-ও তেমনি।

মনে প্রশ্ন জাগে, কোরান যদি এমনই একটি বই হয়, পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষ যা পড়ে 'ভুল বুঝে' অমুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করে গর্ববোধ করছে, তাহলেও সেই বইটি একটু বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত নয় কি? **আসলে মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশই সমস্ত মানবিকতা, লজ্জা-শরম পরিত্যাগ করে নিজেদের সম্পূর্ণ নগ্ন করে ফেলে জেহাদের উদ্দাম আনন্দে নৃত্য করছে। আর অমুসলমানরা নিজেদের ভব্যতাবোধেই সেই নগ্নতা দেখার থেকে বাঁচার জন্য চোখ বন্ধ করে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন।**

মুসলমানরা তো তাদের উদ্দেশ্য মোটেই গোপন করছে না, তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরানে এবং অজস্র ইসলামিক পত্র-পত্রিকায় অমুসলমানদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে তা খোলাখুলি লেখা আছে। সন্ত্রাসবাদীরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করছে যে তাদের জেহাদ ইসলামের নির্দেশ অনুসারেই করা হচ্ছে। অমুসলমানরা দুই কানে হাত চাপা দিয়ে মন্ত্রের মত আওড়াচ্ছে, ''না না, ওরা ভুল বলছে, ওরা কোরানের অপব্যাখ্যা করছে, ইসলাম শান্তির ধর্ম।'' **মুসলমানদের জেহাদী কাজের যত দায়, যত লজ্জা সব যেন ভারতীয় হিন্দুদের।**

যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে কোরান শান্তির কথাই বলে, সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করে না, বা অন্ততঃপক্ষে এর একটা শান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা একে ভুল বুঝে এর অপব্যাখ্যা করে সন্ত্রাসী কাজকর্ম করছে, মানুষ মারছে। এখন কথা হল পৃথিবীর একশ ত্রিশ কোটি মুসলমানের মধ্যে যদি মাত্র শতকরা এক ভাগ অর্থাৎ এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মুসলমান কোরানের সন্ত্রাসবাদী ব্যাখ্যাটাকেই ঠিক মনে করে এবং সেই অনুযায়ী যাবতীয় অমুসলমানদের যেখানে সেখানে মেরে ফেলতে থাকে তবে অমুসলমানরা কী করবে? পৃথিবীর সব কটি বড় বড় দেশের সৈন্য সংখ্যা যোগ করলেও এক কোটি হবে কিনা সন্দেহ; তাহলে ঐ এক কোটি ত্রিশ লক্ষ নৃশংস জেহাদীদের কে রুখবে? শান্তিপ্রিয় ভালোমানুষ মুসলমানরা—যারা কোরানের শান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করেন বলে দাবী করেন—তারা কি করবেন? তারা কি অমুসলমানদের বাঁচানোর জন্য অস্ত্র ধরবেন? দার-উল্-হারব্-কে দার-উল্-ইসলাম বানানোর তীব্র ধর্মীয় আবেগকে অগ্রাহ্য করে তারা জেহাদীদের বিরোধিতা করতে পারবেন? না যদি পারেন তবে অমুসলমানরা কি করবেন? শান্তিপ্রিয় মুসলমান থেকেই বা লাভ কি? আর জেহাদী মুসলমানের সংখ্যা যদি শতকরা দুই ভাগ বা তার বেশি হয়? সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত নৃশংস অথচ কুশলী এবং ধনী কয়েক কোটি জেহাদীকে তখন কে রুখবে? মানব সভ্যতা বাঁচবে কিভাবে? 'সাধারণ মুসলমান' যাঁরা জেহাদী নন বলে দাবী করেন, তাঁরা কি বলেন?

''সাধারণ মুসলমান'' বলতে কি বোঝায়? যিনি সম্পূর্ণভাবে কোরান বিশ্বাস করেন (৪/১৫০), তিনিই মুসলমান বা মোমিন, তাই না? তাহলে কোরানে কি লেখা আছে সেটাই তবে দেখা যাক। সাধারণ মুসলমান কি বিশ্বাস করেন, কি চর্চা করেন, জেহাদী মুসলমানদের সাথে তাদের কোনও তফাৎ আছে কিনা তাও বোঝা যাবে।

অনেক পণ্ডিত বলেন, ''ইসলাম'' শব্দটির অর্থই হল শান্তি। কোথা থেকে পাওয়া গেল এই অর্থ? আরবী ভাষায় 'সালাম' শব্দের মানে নাকি শান্তি; আর 'ইসলাম' শব্দের মধ্যে 'সালাম' ধ্বনিটি রয়েছে, অতএব ইসলাম মানে শান্তি। এর থেকে বড় বৌদ্ধিক জোচ্চুরি আর কিছু হতে পারে কিনা সন্দেহ। 'ইসলাম' ও 'সালাম' কথাদুটির মধ্যে

কিছু ধ্বনিগত সাদৃশ্য মাত্র রয়েছে, কিন্তু ইসলাম শব্দের সঙ্গে সালাম শব্দের কোনও ধাতুগত বা অর্থগত সম্পর্ক নেই। ঠিক যেমন আম ও আমড়া শব্দের মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকলেও দুটি শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা, এ-ও তাই। ফুল আর ফুলুরি কি এক জিনিস? আলু আর আলু-বখ্‌রা কি এক? কাম আর কামরাঙা কি এক? চাল আর চালতা কি এক জিনিস? "ইসলাম" শব্দের প্রকৃত অর্থ "আল্লার ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ"। খুব ভাল কথা। তাহলে দেখা যাক আল্লার ইচ্ছাটি কি?

কোরান গ্রন্থটির আর একটি নাম হল 'আল ফুরকান'। 'ফুরকান' মানে হল যা বিভেদ সৃষ্টি করে। কিসের বিভেদ? মুসলমান ও অমুসলমানের বিভেদ। উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

কোরানে "কাফের" শব্দটি শত শত বার ব্যবহৃত হয়েছে। কাফেরদের নির্বিচারে হত্যা করতে বলা হয়েছে, তাদের গর্দানে আঘাত করতে বলা হয়েছে (৪৭/৪), তাদের ডান হাত ও বাম পা কিংবা বাম হাত ও ডান পা কেটে ফেলতে বলা হয়েছে (৫/৩৩)। প্রশ্ন হল কারা এই কাফের, তাদের জন্য হাজার রকম নৃশংস শাস্তির ব্যবস্থাই বা কেন। আজকালকার দুর্বুদ্ধিজীবীরা বোঝাতে চায়, কাফের মানে, পাপী, অন্যায়কারী বা অবিশ্বাসী। সুতরাং পাপীকে শাস্তি দিলে আর কী খারাপ। কিন্তু কাফের শব্দের আসলে মানে হল 'যে কোরান মানে না' অর্থাৎ সমস্ত অমুসলমান। কাফের শব্দের এই অর্থ কোরানেই পরিষ্কার করে বলা আছে (৫/৪৪)। সুতরাং হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্শী সবাই কাফের এবং মুসলমানের কাছে বধযোগ্য। কাফের আবার দুই রকম। খ্রিস্টান, ইহুদী প্রভৃতি যারা মূর্তিপূজা করে না, তারা অপেক্ষাকৃত ভাল কাফের। এরা জিজিয়া কর দিয়ে বাঁচলেও বাঁচতে পারে। কিন্তু হিন্দুরা অর্থাৎ যারা মূর্তিপূজা করে, তারা নিকৃষ্টতম, ইসলামের চোখে তাদের বাঁচবার কোনই অধিকার নেই (৪/১১৬)। নীচের উদ্ধৃতিগুলি দেখলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই উদ্ধৃতিগুলি বেশীরভাগ নেওয়া হয়েছে হরফ প্রকাশনী দ্বারা প্রকাশিত, মওলানা মোবারক করীম জহর অনূদিত কোরান থেকে। যেগুলি অন্য প্রকাশনার কোরান থেকে নেওয়া হয়েছে সেগুলোর বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হল। কোরানের বাংলা অনুবাদেও অনেক আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়। বোঝার সুবিধার জন্য আরবী শব্দের পাশে বন্ধনীতে উপযুক্ত বাংলা শব্দ দেওয়া হল।

সূরা ৯ (তওবা), আয়াত ৫

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা (অনুশোচনা) করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত (দান) দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

কোরানের এই আয়াতটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কোরানের প্রতিটি বাণী আল্লার চিরন্তন আদেশ, কেবল একটা উক্তিমাত্র নয়। মুসলমানরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আরবী কোরান পড়ে, কিংবা আরবী পড়তে না পারলেও আরবী কোরানের মূল ভাব ও বক্তব্য তারা মাদ্রাসায় বা বাবা ঠাকুরদার কাছে মুখে শুনে শুনে রপ্ত করে নেয়। সেইজন্য যখনই কোন কোরান বাংলা, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় তারা অনুবাদ করে তখন অনুবাদটি এমনভাবে করে যাতে অমুসলমানরা তা পড়লেও তার প্রকৃত মানে ঠিকমত বুঝতে না পারে। এরজন্য তারা কোরানের কয়েকটা দরকারী শব্দের মানেটা ঘোলাটে করে দেয়। যেমন কাফের শব্দের মানে কিভাবে বিকৃত করা হয় তা আগেই বলা হয়েছে। এই আয়াতটির মধ্যে মারতে কাটতে বন্দী করতে বলা হচ্ছে ''অংশীবাদীদের''। এই অংশীবাদী কারা? অংশীবাদী কথাটা মূল আরবী 'মুশরিক্' শব্দের অনুবাদ। 'মুশরিক্' শব্দের সোজা মানে হল পৌত্তলিক। অর্থাৎ যারা মূর্ত্তি পূজা করে, যেমন হিন্দুরা। যারা বিভিন্ন মূর্তিকে ভগবানের অংশ হিসাবে পূজা করে তারাই হল অংশীবাদী, অর্থাৎ সেই পৌত্তলিক। যাতে সরল অবোধ হিন্দুরা বুঝতে না পারে যে কোরানে তাদেরকেই বধ করতে, বন্দী করতে বলা হচ্ছে। তাই সুচতুর কোরান অনুবাদক 'পৌত্তলিক' কথাটি না বলে ঘুরিয়ে ''অংশীবাদী'' বলে হিন্দুদের বোকা বানাবার চেষ্টা করেছে। আচ্ছা, এবার দেখা যাক কী করলে এই পৌত্তলিকদের ছেড়ে দেওয়া হবে। 'তওবা' করলে, 'যাকাত' দিলে এবং 'নামায' পড়লে। এখানেও বাংলা অনুবাদেও সুচতুরভাবে আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যাতে বাঙালি হিন্দুরা এর কোন মানে বুঝতে না পারে। 'তওবা' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল অনুশোচনা করা। কিন্তু এর প্রকৃত ইসলামি তাৎপর্য হল অনুশোচনা করা মানে পৌত্তলিক ব্যক্তির মুসলমান না হওয়ার জন্য অনুশোচনা করা, অর্থাৎ সোজা কথায় মুসলমান হওয়া। কিন্তু কেউ যদি কেবল মুখে বলে, ''হ্যাঁ, আমি মুসলমান হলাম'' তাহলেই কিন্তু তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। তাকে মুসলমানদের মত যথাযথভাবে নমায পড়তে হবে এবং যাকাত অর্থাৎ দান করতে হবে। এরও তাৎপর্য গভীর। যাকাত কথার আক্ষরিক অর্থ ''দান'' হলেও এর একটা বিশেষ ইসলামিক মানে আছে। এটা কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত দান নয়। প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মের (ইসলামের) জন্য প্রদেয় **বাধ্যতামূলক** অনুদান যা মহম্মদ নিজে বা তাঁর পরবর্তী কালে তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলিফারা পাবেন। এই অর্থ ব্যয় করা হবে অমুসলমানকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য এবং অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য (৯/৬০)। বর্তমানে যাবতীয় সন্ত্রাসবাদী কাজের অর্থই আসছে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেওয়া যাকাতের টাকা থেকে। বড় বড় শেখ জেহাদের জন্য শত শত কোটি টাকা দাউদ ইব্রাহিম, লাদেন প্রভৃতি জেহাদীকে দান করছে। অর্থাৎ যে অমুসলমানরা মুসলমান হয়েছে বলে দাবী করবে, সে যে সত্যই ইসলামের অনুরাগী হয়েছে তা বোঝাতেই তাকে এই দান দিতে হবে। অর্থাৎ

আন্তরিকভাবে মুসলমান না হলে পৌত্তলিকদের বধ করা হবে। অর্থাৎ বোঝা যায়, ''হয় মুসলমান হও নয়তো মর''—এটাই অমুসলমানদের প্রতি ইসলামের বাণী। ইসলামের মহত্ত্ব, সহনশীলতা, দান, ক্ষমা প্রভৃতির যে রূপকথা গড়ে উঠেছে তা সবই মিথ্যা প্রচার। এক কথায় ''ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যু'' এটাই হল ইসলামের মূলকথা। এই কথাটিই কোরানের অজস্র আয়াতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়েছে। কোরানের মত একটি প্রকাশ্য বইতে লেখা আছে, 'হিন্দুদের (পৌত্তলিকদের) যেখানে পাবে সেখানে বধ করতে হবে'—অথচ যে এর প্রতিবাদ করবে তাকেই ''সাম্প্রদায়িক'' বলা হবে। কোরানের অনুবাদেও অজস্র আরবী শব্দ ব্যবহার করার ফলেই সাধারণ হিন্দুরা কোরান পড়লেও তার আসল মানে কিছুই বুঝতে পারে না।

এই আয়াতটিতে নিষিদ্ধমাসের কথা বলা আছে। এর মানে হল ইসালামের আগের যুগ থেকেই আরবে চারটি মাসকে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যে সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ বা রক্তপাত নিষিদ্ধ থাকবে। সেইজন্য নিষিদ্ধ মাসগুলি পার হয়ে গেলে তারপর পৌত্তলিকদের যেখানে সেখানে হত্যা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু একবার মহম্মদের কিছু অনুগামী এই নিষিদ্ধ মাসেই বেশকিছু পৌত্তলিক আরবকে সম্পূর্ণ বিনাদোষে হত্যা করে বসে। তাই নিয়ে সারা আরবময় মহম্মদের নিন্দা তীব্র হয়ে ওঠে। তখন মহম্মদের সম্মান বাঁচাতে আল্লাহ্ একটি আয়াত পাঠিয়ে দিলেন—

''পবিত্র মাসে (অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসে) যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে (অর্থাৎ অমুসলমানরা) তোমাকে (মুসলমানদের) জিজ্ঞাসা করে, বল, 'সে সময়ে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, কাবা শরীফে উপাসনায় বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়, এবং **বিদ্রোহ,** হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়।'' [সূরা ২ বাকারা) আয়াত ২১৭ কোরান শরীফ]।

মহম্মদের অনুগামীরা যাদেরকে হত্যা করেছিল, তারা এই সব কাজের কিছুই করেনি, নিজের মনে বাণিজ্য করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তারা ছিল অমুসলমান, পৌত্তলিক। অর্থাৎ পৌত্তলিক হওয়াটাকেই বলা হচ্ছে আল্লার পথে বাধা দেওয়া। 'বিদ্রোহ' কথাটি লক্ষ্য করুন। আরবী **'ফিত্‌না'** শব্দের অনুবাদে এখানে 'বিদ্রোহ' কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে। এটা কোরান অনুবাদের জোচ্চুরির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ 'ফিতনা' শব্দের আসল মানে ''আল্লার পথ না মানা'' অর্থাৎ সোজা বাংলায় ইসলাম না মানা। এই অর্থটি মেশকাত শরীফ হাদিসে এবং বুখারী হাদিসে খুব পরিষ্কার করে বলা আছে। এই আয়াতটির অর্থ দাড়াল, ইসলাম কবুল না করাটা হত্যার থেকেও অনেক খারাপ। অতএব মহম্মদের অনুগামীরা বিনা প্ররোচনায় পৌত্তলিক আরবদের নিষিদ্ধ মাসেই হত্যা করে কোনও অন্যায় করেনি। **এর তাৎপর্য কিন্তু গভীর। অর্থাৎ যে চারটে মাস পৌত্তলিকদের**

হত্যা করা থেকে অব্যহতি দেওয়া হচ্ছিল, সেই চার মাসের মধ্যেও পৌত্তলিকদের হত্যা করলে কোন দোষ নেই। এই কারণেই মহম্মদের জীবনীর (সিরাতুন-নবী) সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে কোরান না পড়লে এর আসল মানে অমুসলমানদের কাছে পরিষ্কার হবে না।

অনেক মেকী সেকুলার দুর্বুদ্ধিজীবীরা কোরানের একটা লাইনও না পড়েই বলবেন যে কোরানের এরকম ব্যাখ্যা ঠিক নয়। ঠিক ব্যাখ্যাটা যে কী, সেটা কিন্তু তারা কোনও দিনও বলবেন না, বলতে পারবেনও না, কারণ এর অন্য কোনও ব্যাখ্যা হয় না। **তাছাড়া আমরা কোরানের কোনও ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাই করছি না, কেবল কোরানকে উদ্ধৃত করে তাতে কী লেখা আছে তাই বোঝার চেষ্টা করছি।**

নামায কথাটা খুবই সুপরিচিত। মুসলমানদের প্রায়ই দেখা যায় রাস্তাঘাট অবরোধ করে নামায পড়তে। কিন্তু এর প্রকৃত তাৎপর্য হিন্দুদের অজানা, যদিও তারা হাজার বছর ধরে মুসলমানদের রাস্তা অবরোধ করে নামায পড়ার দৃশ্য দেখে আসছে। মহম্মদ নিজে সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। আরবের বেশীরভাগ লোকই তখন নিরক্ষর ছিল। তিনি ভাবলেন পৃথিবীতে অনেক ধর্মগ্রন্থই তো লেখা হয়েছে, কিন্তু খুব কম লোকই সেসব পড়ে। তাছাড়া নিরক্ষর লোকেরা পড়বেই বা কি করে। তাহলে কোরানের বাণী মানুষকে জানাবার উপায়টা কি হবে। তখনই প্রবর্তন করলেন নামাযের। প্রত্যেক নামাযে কোরানের খানিকটা পাঠ করা হয়, পরবর্তী নামাযে তার পর থেকে আরেকটু পাঠ করা হয়। এইভাবে ক্রমাগত নামাযের দ্বারাই সম্পূর্ণ কোরানটি নিরক্ষর মুসলমানকেও জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা হল। তাছাড়া দিনে পাঁচবার করে নামায পড়ার ফলে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন বাড়বে, ব্যায়ামও হবে, আবার ধর্ম ছাড়া অন্য কিছু ভাববারও সময় থাকবে না। নামাযের পর ইমাম একটি ভাষণ দেন। তাতে কোরান ও হাদিসের ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদের জেহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এই ভাষণ বা মগজ ধোলাইকে বলে খুত্‌বা। পৃথিবীর বিভিন্ন দরকারী ঘটনা বা কখন দাঙ্গা করতে হবে সেসবও এই খুত্‌বার সময়ে বলে দেওয়া হয়। অবশ্য জেহাদে অংশ নেবার সময়ে নামায স্থগিত রাখা যাবে।

মন্দের বিরুদ্ধে লড়াই

'জেহাদ' কথাটাও কোরানে বার বার এসেছে। জেহাদ না বুঝলে ইসলামকে বোঝা যাবে না। হিন্দু পণ্ডিতরা বোঝাবার চেষ্টা করেন যে 'জেহাদ' হল পাপের বিরুদ্ধে লড়াই, অধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই। কেউ কেউ আবার আরো এক কাঠি এগিয়ে বলেন, মানুষের নিজের মনের মধ্যে যেসব কুপ্রবৃত্তি আছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামই হল জেহাদ। কিন্তু জেহাদ মানে এসব কিছুই নয়, ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য অমুসলমানদের

বিরুদ্ধে সবরকমভাবে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করাই জেহাদ। **আরবী 'জেহাদ' শব্দের আক্ষরিক মানে হল 'উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা'**। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট—তা হল সারা পৃথিবীতে যেন তেন ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। 'সর্বাত্মক প্রচেষ্টা' বলতে শুধুমাত্র সশস্ত্র লড়াই-ই বোঝায় না, ইসলামের পক্ষে অমুসলমানেদের বিরুদ্ধে যে কোন রকম কাজই বোঝায় (হাদিস বুখারী শরীফের কিতাব্-উল-জিহাদ অধ্যায়টি দেখুন)। সশস্ত্র জেহাদীদের অর্থ সাহায্য করা, খাদ্য, আশ্রয় দেওয়া, প্রয়োজনে লুকিয়ে রাখা, জেহাদীদের পক্ষে ওকালতি করা, প্রবন্ধ লেখা, ইসলামের পক্ষে জনমত তৈরী করা, প্রবন্ধ লিখে, তথ্য বিকৃত করে বা যে কোনও উপায়ে অমুসলমানদের বিভ্রান্ত করা, বোকা বানানো, প্রবঞ্চিত করা, ভুলিয়ে ধরে এনে হত্যা করা, ছলে বলে কৌশলে অমুসলমান নারী অপরহণ বা ধর্ষণ করা, অমুসলমানদের ভয় দেখানো, কিংবা তাদের অর্থ দিয়ে বশীভূত করে অমুসলমানদের দিয়েই অমুসলমানদের জব্দ করা, দমন করা, লুণ্ঠন করা বা আর্থিক ক্ষতি ঘটানো—এসবই জেহাদ।

প্রায়ই দেখা যায় মুসলমান যুবকরা হিন্দু মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করে বা বিয়ের আগেই শারীরিক সম্পর্ক করে বিয়েতে বাধ্য করে—এটাও জেহাদ। এতে যেমন একটি হিন্দু মেয়েকে মুসলমান করা গেল, আবার একটি হিন্দু পরিবারকেও কব্জা করা গেল। হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের হাত করে তাদের দিয়ে ক্রমাগত হিন্দুবিরোধী প্রবন্ধ লিখিয়ে হিন্দু-সমাজকে হিন্দু ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলাও জেহাদ। আবার হিন্দুদের চোখের সামনে গো-হত্যা করে তাদের মনে কষ্ট দেওয়াটাও জেহাদ। অমুসলমানদের অপহরণ করে অর্থ আদায়—যা মহম্মদ বহুবার করেছেন—কিংবা অমুসলমানদের মাদকদ্রব্য বিক্রি করে অর্থলাভের সাথে সাথে অমুসলমানদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করাও জেহাদ। ন্যায়-অন্যায় যে কোনও ভাবে জেহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাও বৈধ এবং তা-ও জেহাদ। মদ্যপান, সুদ গ্রহণ প্রভৃতি যেসব আচরণ কোরানে সাধারণভাবে নিষিদ্ধ, জেহাদের জন্য প্রয়োজন হলে সে সবই মুসলমানরা করে থাকে।

অনেক মুসলমানকে দেখা যায় তাঁরা হিন্দুদের পত্রিকায় ইসলামকে একটা মহান, সহনশীল ধর্ম হিসাবে দেখিয়ে হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রবন্ধ লিখে হিন্দু সমাজে "মহান-উদার-সেকুলার মুসলমান" হিসাবে নাম কেনেন। খোঁজ করলে দেখা যাবে এঁদের অনেকেরই হিন্দু স্ত্রী আছে। অর্থাৎ এঁরা হিন্দু নারী বিয়ে করে জেহাদের একটি অবশ্যকর্ম সম্পন্ন করে এখন মিথ্যা প্রবন্ধ লিখে হিন্দুদেরকে বোকা বানাতে এসেছেন। যাতে হিন্দুরা ইসলামের স্বরূপ কখনও বুঝতে না পারে। এরা আসলে আরো বড় জেহাদী। সেই কারণেই মুসলমানরা এদের কিছু বলে না। এরা যদি প্রকৃতই হিন্দু-দরদী হত, মুসলমানরা তাদের অনেক আগেই হত্যা করত। কারণ ইসলামে **'মুনাফিক্'** বলে একটি কথা আছে, এর অর্থ যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েও জেহাদ করে না বা অমুসলমানদের প্রতি বন্ধু

ভাবাপন্ন—অর্থাৎ এক কথায় "ভণ্ড"; এই মুনাফিকদের জন্য কিন্তু কাফেরদের মতোই কঠিন শাস্তির বিধান আছে (৩৩/৬১, ৬৬/৯, ৯/৭৩)।

ইসলামে **'মুর্তাদ'** বলে একটি কথা আছে; এর অর্থ ধর্মত্যাগী। কোনও মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে মুর্তাদ বলে এবং যে কোনও মুসলমানের অধিকার আছে মুর্তাদকে হত্যা করার। মুশরিক্ ও মুর্তাদকে হত্যা করাটাও জেহাদের অঙ্গ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে জেহাদের অর্থ অতি ব্যাপক। জেহাদের প্রকৃত অর্থ হিন্দুদের বুঝতে না দেওয়ার জন্য মুসলমান এবং তাদের অনুগত হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন। **কারণ জেহাদের সাফল্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের ভবিষ্যৎ আর জেহাদের প্রকৃত মানে সময় মতো বুঝতে পারার উপর নির্ভর করছে হিন্দুদের অস্তিত্ব।**

কোরানে এবং হাদিসে জেহাদের মানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। কোনও মহানুভবতা, আধ্যাত্মিকতা এর মধ্যে নেই, ইসালমের স্বার্থে অমুসলমানদের যে কোনও ভাবে হত্যা করা, জব্দ করা, লাঞ্ছিত করা, ভীত করা, লুণ্ঠন করাই জেহাদ। ইসলাম বিপন্ন হলে যুদ্ধ করাটা নিশ্চয় জেহাদ কিন্তু তাছাড়াও সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় অমুসলমানদের আক্রমণ করা, তাদের মন্দির বা দেবতার মূর্তি ধ্বংস করাও জেহাদের অবশ্য কর্তব্য। মহম্মদ নিজে বহুবার তা করেছেন।

আরেকটা কথা বুঝতে হবে, জেহাদই কিন্তু ইসলামের প্রথম এবং সর্বোচ্চ অবশ্য কর্তব্য। কোনও মুসলমান ব্যক্তিগত জীবনে মহান হলেও বা প্রচুর দানধ্যান করে সৎ জীবন যাপন করলেও সে কিন্তু স্বর্গে যেতে পারবে না, যদি না সে জেহাদে অংশ গ্রহণ করে। নীচের আয়াতগুলো দেখলেই জেহাদের মানে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সুরা ৯ (তওবা), আয়াত ১৯-২০

যারা হাজীদের জল সরবরাহ করে এবং পবিত্র কাবার রক্ষণাবেক্ষণ করে, তোমরা কি তাদের সাথে ওদের সমজ্ঞান কর যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম (জেহাদ) করে? আল্লাহ্র নিকট তারা সমতুল্য নয়। যারা ইসলামে বিশ্বাস করে এবং ইসলামের জন্য গৃহত্যাগ করে সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম (জেহাদ) করে, আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় তারাই শ্রেষ্ঠ।

সুরা ৯ (তওবা), আয়াত ৪১

অভিযানে বের হয়ে পড় (অমুসলমানদের বিরুদ্ধে) লঘু রণসম্ভারে হোক অথবা গুরু রণসম্ভারে হোক এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম

(জেহাদ) কর। এটিই তোমাদের (মুসলমানদের) জন্য শ্রেষ্ঠ, যদি তোমরা জানতে।

সূরা ৯ (তওবা) আয়াত ৩৯

যদি তোমরা অভিযানে (অমুসলমানদের বিরুদ্ধে) বের না হও তবে তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান।

সূরা ৯ (তওবা), আয়াত ২৯

যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে (ইহুদী ও খ্রিস্টানরা) কিন্তু যারা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ এবং তার রসুল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা-ও নিষিদ্ধ করে না এবং যারা সত্যধর্ম (ইসলাম) অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ (জেহাদ) করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ নিজহাতে জিজিয়া কর দেয়।

'জিজিয়া' কথাটা খুব পরিচিত হলেও এর প্রকৃত তাৎপর্য অনেকরই জানা নেই। এই করটি অমুসলমানরা নিজে হাতে নত হয়ে মুসলমান শাসকদের দেবেন, নিজেদের প্রাণ রক্ষার বিনিময়ে। উপরের আয়াতটি থেকে বোঝা যায় জিজিয়া কর দিয়ে প্রাণ ধারণের অধিকার কেবল ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরই আছে কারণ তাদের ধর্মও মুসলমানদের মতো একেশ্বরবাদী এবং পৌত্তলিকদের ঘৃণা করে। কোরান ও হাদিসের অন্যত্র বলা আছে পৌত্তলিকদের বাঁচবারই অধিকার নেই। যদিও ভারতের মতো হিন্দু দেশে মুসলমান শাসকরা কোটি কোটি হিন্দুকে মেরে ফেলতে না পেরে হিন্দুদের থেকে জিজিয়া কর নিত, কিন্তু ইচ্ছামত যখন তখন হিন্দুদের হত্যা করত এবং তাদের নারীদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে অসীম অত্যাচার করত, ঠিক যা এখন ইসলামিক বাংলাদেশে করা হচ্ছে। কিন্তু জিজিয়া কর শুধু দিলেই হবে না, নত হয়ে থাকতে হবে। এভাবে যারা ইসলামিক দেশে জীবন ধারণ করে তাদের 'জিম্মী' বলে। এর শর্তাবলী শুনুন—

১। অমুসলমানরা নতুন করে কোন উপাসনা গৃহ তৈরী করতে পারবে না।

২। মুসলমানরা কাফেরদের যেসব উপাসনা গৃহ ধ্বংস করেছে সেগুলো আর পুনঃর্নিমাণ করা যাবে না।

৩। অমুসলমানরা কোনও রকম অস্ত্র বহন করতে পারবে না।

৪। তারা গদি আঁটা বা লাগাম লাগানো ঘোড়ায় চড়তে পারবে না, কোনও মুসলমানকে যেতে দেখলে নেমে দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে সম্মান জানাতে হবে।

৫। তারা কোন মুসলমান চাকর রাখতে পারবে না।

৬। তারা কোন অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে করতে পারবে না, **আত্মীয়রা মারা গেলেও জোরে কাঁদতে পারবে না।**

৭। তাদের এমন মলিন ও বিশেষ পোষাক পরতে হবে যা দেখলেই বোঝা যাবে যে তারা নিম্নস্তরের এবং মুসলমানদের থেকে ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ।

৮। কোনও মুসলমান যদি তাদের গৃহে থাকতে চায় তবে তিনদিন পর্যন্ত তাদের গৃহে রেখে রাজার মত সেবা করতে হবে এবং সেই মুসলমান তাদের মেয়েদের সাথে শুতে চাইলে তাও দিতে হবে। সেই মুসলমান যদি বলে যে সে অসুস্থ বোধ করছে তবে যতক্ষণ না সে সুস্থ বোধ করবে ততদিন তাকে থাকতে দিতে হবে।

জিজিয়া করের এইরকম সব অপমানকর এবং অত্যাচারমূলক কুড়িটি শর্ত আছে যা বিভিন্ন হাদিস ও ইসলামিক বইতে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইসলামের প্রসঙ্গে হাদিস কথাটিও বার বার এসে পড়ছে। আল্লার যে বাণী মহম্মদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল তা কোরানে সংকলিত আছে। কিন্তু আল্লার বাণী ছাড়া অন্যান্য যা যা কথা বা নির্দেশ মহম্মদ বলেছিলেন, যা যা সারাজীবনে করেছিলেন, যে সব ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিলেন কিংবা যা যা দেখেও আপত্তি করেননি—সে সবই হল পবিত্র উদাহরণ বা হাদিস। এই কথাটির অর্থ Tradition বা সংস্কার। কিন্তু ইসলামে হাদিস কেবল সংস্কারমাত্র নয়, প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। বিভিন্ন গ্রন্থে এই হাদিসগুলি সংকলিত হয়েছে, যেমন শাহী আল্ বুখারী বা বুখারী হাদিস, শাহী আল্ মুসলিম বা মুসলিম হাদিস। এই দুটিই সবচেয়ে প্রচলিত। এছাড়া মেশকাত শরীফ, আবু দায়ুদ শরীফ প্রভৃতি কয়েকটি হাদিস গ্রন্থ প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হয়। প্রত্যেকটি হাদিসের একটি নম্বর থাকে যা দিয়ে একে চিহ্নিত করা হয়। **হাদিস কিন্তু কোরানের মতই মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং ইসলামিক শাস্ত্রের স্তম্ভ স্বরূপ (৪/৮০, ৪/১৫০, ৪/৫৯, ২৪/৫৪)।**

জেহাদের উপরোক্ত আয়াতগুলি থেকে এটুকু বোঝা গেছে যে জেহাদ কেবল আত্মরক্ষার বা ইসলামকে রক্ষার যুদ্ধই নয় এটা ইসলাম প্রসারের জন্য অমুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ। আরো কিছু জেহাদের আয়াত শুনুন।

সূরা ৩ (ইমরান), আয়াত ১৪২

"তোমরা কি মনে কর যে তোমরা স্বর্গে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জেহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা না জানছেন!"

মন্তব্য ঃ অর্থাৎ জেহাদ না করলে স্বর্গে যাওয়া যাবে না।

মিশকাতুল মাসিবি, হাদীস নং ৪৫১২

"আবু হুরায়য়া বললেন, মহম্মদ বলেছেন, যে মুসলমানরা জেহাদ না করে বা জেহাদ করার শপথ না নিয়েই মারা গেছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে ভণ্ড (মুনাফিক)"।

সূরা ৬৬ (তাহ্‌রীম্), আয়াত ৯

"হে নবী (মহম্মদ) যারা ইসলামে বিশ্বাস করে না এবং যারা ভণ্ড (মুনাফিক) তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম (জেহাদ) কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নম, তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যবর্তন স্থল।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে মুসলমানরা জেহাদ করে না তারা ভণ্ড এবং প্রকৃত মুসলমানদের তাদের বিরুদ্ধেও জেহাদ করতে হবে। সুতরাং যে মুসলমানদের আমরা শান্তিপ্রিয় এবং ভাল মুসলমান বলছি, তারা সত্যিই শান্তিপ্রিয় হলে ইসলামের চোখে তারাও ভণ্ড এবং বধযোগ্য। তাদের জন্য নিকৃষ্ট নরক নির্দেশিত আছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে প্রকৃত মুসলমান যদি কাউকে হতে হয়, তাকে জেহাদ করতেই হবে, নাহলে সে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানই নয়। **সুতরাং ভাল শান্তিপ্রিয় মুসলমান এবং জেহাদী-সন্ত্রাসবাদী মুসলমান—এই দুই ভাগে মুসলমানদের ভাগ করা অর্থহীন। ইসলাম একই রকম এবং তা জেহাদ-নির্ভর।**

সূরা ৮ (আনুফাল), আয়াত ৫৯

"অবিশ্বাসীরা (অমুসলমান) যেন কখনও মনে না করে যে তারা আমাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে; তাদের সে ক্ষমতাই নেই।"

সূরা ১৭ (বণি ইসরায়েল), আয়াত ১৬

"আমি যখন কোন সুখী, সমৃদ্ধ অমুসলমান নগরী ধ্বংস করতে চাই তখন দূত পাঠিয়ে তাদের ইসলাম কবুল করতে বলি, কিন্তু তারা যদি ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে তবে তাদের সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করি।" (মহম্মদ মারমাডিউক পিকথালের ইংরাজী কোরানের বঙ্গানুবাদ)।

মন্তব্য ঃ এই আয়াতটি প্রমাণ করছে জেহাদ মোটেই আত্মরক্ষার যুদ্ধ নয়, বরং সুখী শান্তিপূর্ণ অমুসলমান নগরী সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ করে থাকে মুসলমানরা।

শাহী মুসলিম, হাদিস নং ৪৩২৭

"ইসলাম প্রবর্তনের আগে লুটের মাল ভোগ করা বৈধ ছিল না, কিন্তু আল্লা আমাদের দুর্বলতা ও দুর্দশা দেখে লুটের মাল ভোগ করা বৈধ করেছেন।"

প্রকৃতপক্ষে **ইসলাম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে** লুটপাট ও ধর্ষণ, জেহাদের অন্যতম প্রেরণা। **এই লুটের মালকে মাল-এ-গণিমত বলা হয় এবং অমুসলমানের টাকা, সম্পত্তি এবং নারীরাও লুটের মাল বলে গণ্য হয়। এই লুট করে আনা সম্পত্তি ভোগ ও নারীদের বলাৎকার করাকে ইসলাম স্বীকৃতি দিচ্ছে। পরবর্তী আয়াতগুলি তে তা আরো স্পষ্ট হবে। এটাই ইসলামের** জনপ্রিয়তার কারণ।

সূরা ৮ (আন্‌ফাল), আয়াত ১

''লোকে তোমাকে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে **প্রশ্ন করলে বোলো, 'যুদ্ধলব্ধ** সম্পদ আল্লাহ্ এবং রসূলের, সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং **নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন** কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের **আনুগত্য কর**।''

এই আয়াতটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'আনফাল' কথাটির মানেই হল যুদ্ধ**লব্ধ সম্পত্তি বা** সোজা কথায় লুটের মাল। এই লুটের মাল কিভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা হবে **তা নিয়েই** এই অধ্যায়টি রচিত হয়েছে। লুটের মালের ভাগ নিয়ে যাতে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে সেটাও এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। এতে লুটপাটকে শুধু বৈধই করা হচ্ছে না, আল্লাহ্ নিজেও লুটের মাল চান। বাহবা আল্লাহ্ বাহবা। এই আয়াতে দেখা যাচ্ছে শুধু আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলেই হবে না, তাঁর রসূল অর্থাৎ দূত মহম্মদেরও আনুগত্য করতে হবে।

সূরা ৮ (আনফাল), আয়াত ৪১

আরও জেনে রাখ, ''যুদ্ধে (জেহাদে) যা তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসূলের, রসূলের স্বজন, পিতৃহীন দরিদ্র এবং পথচারীদের জন্য।''

অর্থাৎ আল্লাহ এবং পিতৃহীনদের নাম করে মহম্মদ নিজেই লুটের এক পঞ্চমাংশ নিতেন। এই এক-পঞ্চমাংশ লুঠের মালকে বলা হয় 'খুম'। এটি ইসলামে খুবই পবিত্র জিনিস! **মহম্মদের জীবনীগ্রন্থ 'সীরাতুন নবী' এবং বিভিন্ন হাদিসে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে এই লুটের মালের মধ্যে জোরকরে ধরে আনা অমুসলমান মেয়ে এবং সধবা স্ত্রীলোকও থাকত। মহম্মদ তাঁর ভাগের স্ত্রীলোকদের কখনও নিজে ভোগ করতেন যৌন-ক্রীতদাসী হিসাবে, কখনও বন্ধুদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। (স্যার উইলিয়াম মুর রচিত এবং ভয়েস অফ ইণ্ডিয়া প্রকাশিত মহম্মদের জীবনী গ্রন্থের ৩১৬-৩২২ পৃষ্ঠা দেখুন) অপূর্ব ধর্ম। যেহেতু কোরানের একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা যায় না, এখনও সব মুসলমান এরকমই বিশ্বাস করতে ও মেনে চলতে বাধ্য।**

সূরা ৮ (আনফাল), আয়াত ৬৯

''যুদ্ধে (জেহাদে) তোমরা যা লাভ করেছ (সম্পত্তি ও অমুসলমান নারী) তা বৈধ

ও উত্তম বলে ভোগ কর ও আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।''

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আল্লাকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু বলে উল্লেখ করাটা বিদ্রূপের মত শোনাচ্ছে না?

যে মুসলমান যুদ্ধে জিতবে, তারা অমুসলমানদের সম্পত্তি ও নারীদের ভোগ করবে। কোনও মুসলমান কাফের নিধন করতে পারলে তাকে **'গাজী'** উপাধি দেওয়া হয়। গাজী নামধারী বহু মুসলমান হিন্দু সমাজেও মহা সম্মানিত, কিন্তু হিন্দুরা জানে না, কারো নাম গাজী হলে, হয় তারা নিজেরা কিংবা তাদের পূর্বপুরুষরা হিন্দু হত্যাকারী। যেসব মুসলমান জেহাদ করতে গিয়ে নিহত হবে, তারা তবে কী পেল? জেহাদে নিহতদের বলা হয় **'শহীদ'**। তাদের জন্য ইসলামিক স্বর্গে অঢেল ভোগসুখের ব্যবস্থা আছে। স্বর্গে তারা চিরযৌবন পাবে, তাদের যৌনক্ষমতা একশ গুণ বেড়ে যাবে এবং তারা প্রত্যেকে ৭২ জন সুন্দরী যুবতী হুরী ও ২৮ জন সুন্দর বালক পাবে যৌন সম্ভোগের জন্য। অর্থাৎ স্বর্গে সমকামও চলবে। আনোয়ার শেখের 'ইসলাম-সেক্স অ্যাণ্ড ভায়োলেন্স' গ্রন্থে এবিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। প্রত্যেকটি যৌন সঙ্গম ৬০০ বছর স্থায়ী হবে। পৃথিবীতে মুসলমানদের মদ্যপান নিষিদ্ধ হলেও স্বর্গে মদের নদী বইবে (৪৭/১৫), অপূর্ব ফল ও মাংসও পাওয়া যাবে। হুরীরা হবে উদ্ভিন্ন যৌবনা ও চির যুবতী, তাদের বয়স বাড়বে না, তাদের স্তন হবে উন্নত, নিতম্ব গুরুভার, পোষাক ও শরীর হবে স্বচ্ছ, লজ্জাবনত আয়তন নয়না, তাদের ঋতু হবে না, যে কোনো ভাবে পীড়ন করলেও তাদের বেদনা অনুভব হবে না। আর বালকরা হবে ডিমের কুসুমের মতো বর্ণ ও মুক্তোর মতো কান্তি সম্পন্ন। স্বর্গে সব খাবারই নিঃশেষে হজম হয়ে যাবে, মলমূত্র হবে না। হুরীদের চেহারার বর্ণনা পর্ণোগ্রাফির মত দেওয়া আছে, তাই সেই আয়াতগুলি এখানে উদ্ধৃত না করে শুধু নম্বরগুলি দেওয়া হল, উৎসাহী পাঠকরা নিজেরা পড়ে নিন এবং কেন মুসলমানরা জেহাদ করে **'শহীদ'** হবার জন্য পাগল তা নিজেরা বিচার করুন। কিন্তু মুসলমান মেয়েরা স্বর্গে গেলে কী পাবে বা আদৌ কিছু পাবে কিনা তার কিন্তু কোন উল্লেখ কোরানে নেই। স্বর্গের বর্ণনার জন্য সূরা ৭৮/৩৩, ৩/১৫, ৩/১৬৯-১৭১, ৪৭/১৫, ৫২/১৯-২৮, ৫৫/৪৬-৭৮, ৫৬/১৫-৩৮, ৭৮/৩১-৩৪, ৭৬/১১-২২, এবং মিশকাত হাদিস, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ৮৩-৯৭, তিরমিযীদী হাদিস দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৫-৪০ এবং পৃ. ১৩৮ এবং ইসলামিক পণ্ডিত আনোয়ার শেখের 'ইসলাম—সেক্স অ্যাণ্ড ভায়োলেন্স' বইটি দেখুন। বুখারী হাদীসেও স্বর্গের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

অতএব জেহাদে জিতলেও লাভ, অমুসলমানদের ধনসম্পত্তি ও নারীদের ভোগ করা যাবে; শহীদ হলে তো কথাই নেই, অনন্ত যৌন-আনন্দ লাভ। এখন প্রশ্ন হল এই জেহাদ কতদিন ধরে চলবে, এর শেষ কোথায়? যেহেতু জেহাদের লক্ষ্য সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা, সুতরাং যতদিন পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম বা ধর্মাবলম্বী মানুষ

জীবিত থাকবে ততদিন জেহাদ করে যেতে হবে। কোরানেই বলা আছে, ''কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না আল্লার ধর্ম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়'' (৮/৩৯)। ব্যাপারটা আরেকটু বুঝতে হলে 'উম্মা' বা 'মিল্লত' সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। 'উম্মা' বা 'মিল্লত' হল 'গোটা পৃথিবীর মুসলমান সমাজ।' ইসলাম সারা পৃথিবীকে দুইভাগে ভাগ করে। একভাগ হল 'দার-উল্-ইসলাম' অর্থাৎ যেসব দেশ ইসলামের দ্বারা শাসিত। দ্বিতীয় ভাগটি হল 'দার-উল-হার্ব' অর্থাৎ যেসব দেশে ইসলামের শাসন নেই। 'হার্ব্' কথার মানে হল 'যুদ্ধ'। অমুসলমানদের দেশে ক্রমাগত যুদ্ধ বা জেহাদ করে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তাই অমুসলমানদের দেশকে 'যুদ্ধের দেশ' বা 'দার-উল্-হারব্' বলা হচ্ছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্ত 'দার-উল্-হারব্', 'দার-উল-ইসলামে' পরিণত হচ্ছে, ততক্ষণ জেহাদ চালিয়ে যেতে হবে।

অর্থাৎ পৃথিবীতে যতক্ষণ না সমস্ত অমুসলমান নিশ্চিহ্ন হচ্ছে ততক্ষণ জেহাদ চলবে। 'ইসলামিক বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ' বলে একটি কথা খুব শোনা যায়। এর মানেটিও স্পষ্ট। পৃথিবীর সব দেশের মুসলমানই পরস্পরের ভাই কুল্লু মুসলেমীন ইখুয়াতন। আপাতদৃষ্টিতে শুনতে ভালই লাগে, আপত্তিরও কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু মুসলমান সমাজের কাজকর্ম একটু খতিয়ে দেখলেই এর অসুবিধাটা বোঝা যাবে। কোরানে লেখা আছে, ''মহম্মদ আল্লার দূত। তাঁর সহচরগণ অবিশ্বাসীদের (অমুসলমানদের) প্রতি কঠোর, এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল...'' (৪৮/২৯) (ডঃ ওসমান গনীর বঙ্গানুবাদ)। এখানেই ইসলামিক ভাতৃত্ববোধের অন্ধকার দিকটা বোঝা গেল। **মুসলমানদের শুধু নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ থাকলেই হবে না, অমুসলমানদের প্রতি হতে হবে চরম নির্দয়।** এর ফলে কোন অমুসলমান দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের অমুসলমান সরকারের প্রতি কোনও আনুগত্যের দায় থাকবে না (২৫/৫২), বিদেশী ইসলামিক রাষ্ট্র তাদের দেশ আক্রমণ করলে তারা আক্রমণকারী ইসলামিক রাষ্ট্রকেই সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। একথা ড. আম্বেদকর, রবীন্দ্রনাথ প্রমূখ অনেক মনীষীই আলোচনা করেছেন। ঠিক এই কারণেই সাধারণ মুসলিম জনগণ ইসলামিক জেহাদীদের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার করতে বাধ্য থাকেন, তাদের ধরিয়ে দেওয়া বা সন্ত্রাস দমনে অমুসলমান সরকারকে সাহায্য করা তাদের ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। কোনও মুসলমান প্রশাসনিক বা সাংবিধানিক যে পদেই থাকুন না কেন, তাদের 'মুসল্লি ভাইদের' প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য। ভারতে মুসলমানদের মধ্যে এই মানসিকতার প্রকাশ আমরা সর্বত্র এবং সর্বস্তরে দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখেছি ভারতের মুসলমান রাষ্ট্রপতি গুজরাটে দাঙ্গা-পীড়িত মুসলমানদের দেখতে ছুটে গেছেন কিন্তু কাশ্মীরে মুসলমানদের দ্বারা সীমাহীন অত্যাচারিত হিন্দু শরণার্থীদের দেখতে যাওয়া দূরের কথা, তাদের প্রতি কোনও সহানুভূতি সূচক বিবৃতি দিতেও তাঁকে দেখা যায়নি। ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধের অসুবিধা

হল আবদুল কালামের মতো মহান মুসলমানকেও একপেশে করে ফেলে।

মেয়েদের সম্বন্ধে কোরানে লেখা আছে, মেয়েরা নাকি শস্যক্ষেত্র, যেমনভাবে খুশী তাদের ব্যবহার ও ভোগ করা যাবে (২/২২৩), নারীরা স্বামীর অবাধ্য হলে তাকে চাবকানো যাবে (৪/৩৪)। নারীরা অবাধ্যতা করলে তাদের আমৃত্যু একটা ঘরে বন্দী রাখতে হবে (৪/১৫)। চারজন স্ত্রী এবং অসংখ্য যৌন দাসী রাখা যাবে (৪/৩)। ইচ্ছামত স্ত্রীদের তালাকও দেওয়া যাবে (২/২২৯)।

সূরা ৪ (নিসা), (নিসা অর্থ স্ত্রীলোক) আয়াত ২৪

বিবাহিত পরস্ত্রী তোমাদের কাছে নিষিদ্ধ, কিন্তু যেসব বিবাহিত অমুসলমান-স্ত্রীদের তোমরা জেহাদে ধরে এনেছ তারা তোমাদের জন্য বৈধ। এটা আল্লা তোমাদের বিশেষ অধিকার প্রদান করছেন। (মহম্মদ পিকথলের ইংরাজী কোরানের বঙ্গানুবাদ)।

এই আয়াতের দ্বারা জেহাদে অমুসলমানদের বিবাহিত বা কুমারী সব রকম মেয়েদের ধরে এনে ধর্ষণ করতে প্ররোচিত করা হয়েছে। হায়! ধন্য ইসলাম।

অমুসলমান নারীকে পথে ঘাটে শ্লীলতাহানি করা হতে পারে এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তাই মুসলমান নারীদের চেনবার জন্যই বোরখার বিধান (৩৩/৫৯)। **অমুসলমান নারীদের জোর করে ধরে এনে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করানোকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে কোরানে (২৪/৩৩)।**

যে প্রসঙ্গ দিয়ে কোরানের আলোচনা শুরু হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে এবার আসা যাক। হিন্দুদের বিরুদ্ধে কেন এত রাগ মুসমলানদের। কোরানে পৌত্তলিকতাকে পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ বলা হয়েছে (৮/৫৫), পৌত্তলিকতা যতক্ষণ না পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয় ততক্ষণ পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের তীব্র যুদ্ধ (জেহাদ) চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে (২/১৯৩, ৮/৩৯) এবং অজস্র আয়াতে পৌত্তলিকদের হত্যা করতে বলা হয়েছে এবং পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উজার করে দেওয়া হয়েছে (৯/৭, ২১/৯৮-১০০, ৯/৩৩ প্রভৃতি)। এখন সারা পৃথিবীতে পৌত্তলিক বলতে প্রধানতঃ হিন্দুদেরই বোঝায়। হিন্দুরা সংখ্যাতেও ৮৫ কোটি। সুতরাং হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করা গেলে পৃথিবী থেকে পৌত্তলিকতা শেষ হবে। তাই হিন্দুদের বিরুদ্ধেই তাদের সবচেয়ে রাগ। কিন্তু পৌত্তলিক বা এই হিন্দুরা তো ইসলামের বা অন্য কারো কোনও ক্ষতি করেনি, নিজের মনে, নিজের নিরীহ বিশ্বাসে মূর্তি পূজা করছে, কাউকে মারতে, কাটতে তো বলছে না। পৌত্তলিকদের প্রতি আল্লার এই অকারণ রাগ বড় আশ্চর্য। আফগানিস্তানের বামিয়ানে তালিবানরা যখন প্রাচীন বুদ্ধমূর্তিগুলি ভাঙছিল তখন অনেক হিন্দু পণ্ডিত বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে ইসলামে কোথাও মূর্তি ভাঙার কথা নেই, অতএব তালিবানরা যা করছে তা তাদের নিজের বুদ্ধিতেই তারা করেছে, এতে ইসলামের কোন হাত নেই।

এর থেকে মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। কোরানে শুধু মূর্তি ভাঙার কথাই নেই, মূর্তির পুজকদেরও হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করতে বলা হয়েছে, বন্ধনীর মধ্যে উপরের আয়াতগুলি দেখুন। মহম্মদ নিজেই কাবায় ৩৬০টি দেবমূর্তি ও অন্যত্রও অজস্র মূর্তি ভেঙেছিলেন। মনে রাখতে হবে মহম্মদ যা করেছিলেন, সে সবই ইসলামের পবিত্র কর্তব্য (৪/৮০, ৪/৫৯, ৪/১৫০, ২৪/৫৪)।

কোরানে ক্রীতদাস প্রথাকেও সমর্থন করা হয়েছে নানা আয়াতে (৪/২৫ ও অন্যান্য)

কোরানের হয়ে যেসব হিন্দুরা ওকালতি করেন, তাঁরা প্রশ্ন করেন কোরানে কি একটিও 'ভাল' আয়াত নেই? উত্তর হল, হ্যাঁ আছে। মোট ৬,৬৬৬টা আয়াতের মধ্যে খুঁজলে ৫ ১০টা আয়াত পাওয়া যাবে যেগুলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলছে। এবং আরো কিছু আয়াত আছে যেগুলো ভাল বা মন্দ কোনটাই নয়, সাধারণ কোনও উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যেমন একটি আয়াত হল, "তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার (১০৯/৬)।" শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু শত শত ভয়ংকর, অসহিষ্ণু আক্রমণাত্মক আয়াতের মধ্যে ২-৫টা সহনশীল আয়াতের অস্তিত্বর কারণ খুঁজতে গেলে মহম্মদের জীবনীটি ভাল করে জানা দরকার। মহম্মদ নবী হবার পর প্রথম দশ বছর তার অনুগামীর সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। তাদের নিয়ে তিনি ক্যারাভ্যানের ব্যবসায়ীদের উপর 'লুটপাট' করার চেষ্টা করতেন। 'লুটপাট' কথাতে যদি মুসলমানদের রাগ হয় তবে 'জেহাদ' করতেন বলা যয়। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই পরাজিত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে হত। এই অবস্থায় বা এই যুগে যেসব আয়াত অবতীর্ণ হত সেগুলি তত ভয়ংকর ছিল না, বিশেষ করে মহম্মদের নিজেরই যখন প্রাণ সংশয় হত তখন তিনি আপোষ করতেন। ১০৯/৬ আয়াতটির পশ্চাৎপটটি এইরূপ: কোরেশদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে মহম্মদ ও কোরেশরা উভয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাসের হাদিস থেকে জনা যায় যে কোরেশরা মহম্মদকে নানারকম সন্ধি প্রস্তাব দিচ্ছিল। একসময় মহম্মদকে তাদের পৌত্তলিক ধর্মগ্রহণ করতে বললে মহম্মদ বলেন তিনি আল্লার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে তারপর তাঁর উত্তর জানাবেন। তখন আল্লা এই আয়াত পাঠান। এই বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মহম্মদ তখন সামরিক দিক থেকে খুবই দুর্বল অবস্থায় ছিলেন বলেই কোরেশদের এরকম প্রস্তাবও তাঁকে বিবেচনা করতে হয়েছিল। **সুতরাং এই আয়াতটিকে মেকী-সেকুলারবাদীরা ইসলামের পরধর্ম সহিষ্ণুতার নিদর্শন হিসাবে সর্বত্র তুলে ধরলেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটি কোনওমতেই মহম্মদের পরধর্ম সহিষ্ণুতার প্রমাণ নয়, নেহাৎই বাধ্যবাধকতার ফল। তাছাড়া পরে যখন মহম্মদ কোরেশদের জয় করেছেন তখন তাদের ৩৬০টি দেবমূর্তি ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে চরম অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুতরাং ইসলামে প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতটির কোনই মূল্য নেই।**

কিন্তু বদরের যুদ্ধে জয়লাভের পর মহম্মদের শক্তি ও ক্ষমতা বাড়তে থাকে। মহম্মদ মদিনাতে পালিয়ে যান, তখন সেখানে অনেক সমর্থক পান। মদিনাতে পালানোর এই ঘটনাকে হিজরত বলে (৬২২ খ্রিস্টাব্দে)। এর আগে আয়াতগুলো যদিও সবগুলো মক্কাতে অবতীর্ণ হয়নি তবুও সেই আয়াতগুলোকে মাক্কী আয়াত বলে, এগুলোর মধ্যেও ভয়ংকর অসহিষ্ণু আয়াত থাকলেও তা কম, এবং বেশীরভাগই কিছুটা নরম। হিজরতের পরের আয়াতগুলো সবই মদিনাতে অবতীর্ণ হয়নি, তবুও এদের 'মাদানী' আয়াত বলে। এগুলির বেশীর ভাগই অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও আক্রমণাত্মক। হিজরতের পরেই একটি অসহিষ্ণু আয়াত অবতীর্ণ হল: ''যখনই আমি কোনও শহরে দূত (নবী) পাঠিয়ে থাকি, তখনই তার অমুসলমান জনগণকে বিপর্যয় ও দুর্ভাগ্যের দ্বারা অবনত করি।'' (৭/৯৪)। কী অপূর্ব ধর্ম! আল্লার দূত শান্তি ও সৌভাগ্যের বদলে ধ্বংস ও দুর্বিপাক ডেকে আনে। **কিন্তু মূল কথাটা হল একটা নতুন উইল যখন করা হয় তখন পুরানো উইলগুলি স্বভাতই বাতিল হয়ে যায়। চরম অসহিষ্ণু মাদানী আয়াতগুলি যখন অবতীর্ণ হল, তখন পুরানো মাক্কী আয়াতের কোনও মূল্য থাকে কি? মনে করুন আপনাকে এক বাটি মধুতে কয়েক ফোঁটা তীব্র বিষ মিশিয়ে কিংবা এক বাটি বিষে কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে খেতে দেওয়া হল। আপনি তা খেতে পারবেন কি?** মুসলমানরা ভয়ংকর মাদানী আয়াতগুলির সাহায্যে তাদের জেহাদীদের শিক্ষা দেয় সমস্ত অমুসলমানকে হত্যা করে বা ভয় দেখিয়ে, ধর্ষণ করে, মুসলমান করে সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আর কিছু মেকী সেকুলার দুর্বুদ্ধিজীবী মুষ্টিমেয় ২-৫টা নরম আয়াত শেয়ালের কুমিরছানা দেখানোর মতো করে বার বার সর্বত্র উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামকে মহান সহনশীল শান্তির ধর্ম বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। সেইজন্য এই মাক্কী আয়াত ও মাদানী আয়াতের ব্যাপারটা বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। **সেই জন্যই আমরা বলি কারোর কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে সব অমুসলমানদের উচিত নিজে কোরানটা ভাল করে পড়ে বুঝে দেখা। কারণ এই বোঝার উপরই হিন্দুদের ও মানব সভ্যতার অস্তিত্ব নির্ভর করছে।**

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোরানের কিছু বাণী

মূর্তি পুজকদের সম্বন্ধে কোরান

মনে রাখতে হবে হিন্দুরাও মূর্তিপূজক। মন্তব্যগুলি সংকলকদের।

সূরা ২ (বাকারা), আয়াত ১৯৩

আর তোমরা (মুসলমানরা) তাদের (অমুসলমানদের) সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ধর্মদ্রোহিতা (ইসলাম বিরোধিতা) দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত না হয়।

মন্তব্য ঃ এই আয়াতের অর্থ যতক্ষণ না সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বা একজনও অমুসলমান পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে—ততক্ষণ মুসলমানদের অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে—যাকে মুসলমানরা জেহাদ বলে এবং এটাই ওরা সারা পৃথিবী জুড়ে করছে যাকে অমুসলমানরা সন্ত্রাসবাদ বলছে।

সূরা ৯ (তওবা), আয়াত ৩৩

অংশীবাদীগণ (মূর্তিপূজকরা) অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্মসহ (ইসলামসহ) তাঁর রসূল (মহম্মদকে) প্রেরণ করেছেন।

মন্তব্য ঃ এই আয়াতের দ্বারা অন্য ধর্মের সাথে ইসলামের সহাবস্থান অসম্ভব ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা ৯ (তওবা), আয়াত ২৮

হে বিশ্বাসীগণ! অংশীবাদীরা (মূর্তিপূজকরা) তো অপবিত্র .....

সূরা ৯ (তওবা), আয়াত ৭

আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের নিকট অংশীবাদীদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে?

মন্তব্য ঃ মূর্তিপূজকদের সাথে করা চুক্তির কোনও মূল্য নেই ইসলামে। ৯/১ এবং

৯/৩ আয়াতগুলিও দেখুন। **এই কারণে পাকিস্তানের সাথে ভারতের কোন চুক্তি করার কোনও মূল্য নেই। তাছাড়া অমুসলমানদের সাথে সন্ধির প্রস্তাব করাও মুসলমানদের নিষিদ্ধ (৪৭/৩৫)।**

সূরা ২১ (আম্বীয়া), আয়াত ৯৮-১০০

তোমরা (মূর্তিপূজকরা) এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর (অর্থাৎ দেবদেবীর) সেগুলি তো জাহান্নমের ইন্ধন; তোমরাই ওতে প্রবেশ করবে। যদি ওরা (দেবদেবীরা) উপাস্যই হত তবে ওরা জাহান্নমে প্রবেশ করত না; ওদের সকলেই ওতে চিরকাল থাকবে, সেখানে অংশীবাদীরা (মূর্তিপূজকরা) চিৎকার করবে এবং সেখানে ওরা কিছুই শুনতে পাবে না।

যুদ্ধ ও জেহাদ সম্বন্ধে কোরান

সূরা ২ (বাকারা), আয়াত ২১৬

তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ, কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

মন্তব্য ঃ অকারণ যুদ্ধকে কল্যাণকর বলে মুসলমানদের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে।

সূরা ৮ (আনফাল), আয়াত ১২-১৪

যারা (ইসলামে) অবিশ্বাস করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব, সুতরাং তাদের স্কন্ধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর—এ কারণে যে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে এবং যে আল্লাহ্ ও তার রসূলের বিরোধিতা করবে—(তারা মনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। সুতরাং এর আস্বাদ গ্রহণ কর এবং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নরক শাস্তি।

মন্তব্য ঃ এই আয়াতের দ্বারা অমুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ করতে মুসলমানদের বিধান দেওয়া হচ্ছে।

সূরা ৮ (আনফাল), আয়াত ৬৫

হে নবী! বিশ্বাসীদের (মুসলমানদের) সংগ্রামের **জন্য উদ্বুদ্ধ কর,** তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্য্যশীল থাকলে তারা দু'শত জনের **উপর বিজয়ী হবে** এবং তাদের মধ্যে **একশত** জন থাকলে এক **সহস্র অধিবাসীর উপর বিজয়ী হবে।** কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই।

সূরা ৮ (আনফাল), আয়াত ৬৭

দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়, তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ্ চান পরকালের কল্যাণ, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

মন্তব্য ঃ এই আয়াতটির মানে অতি সাংঘাতিক। অমুসলমানদের দেশ আক্রমণকালে মুসলমানরা যেন দাস-দাসীর লোভে অমুসলমানদের হত্যা না করে বন্দী করে না, কারণ বেশ কিছু সংখ্যক অমুসলমানকে নিধন করে না নিলে মুসলমানরা নিরাপদ হবে না, তারা সুযোগ পেলে বিদ্রোহ করতে পারে। **তাই যেসব হিন্দুরা ভাবছেন, মুসলমানরা ভারত দখল করে নিলে তাঁরা রাতারাতি মুসলমান হয়ে প্রাণ বাঁচাবেন, তাঁরা এই আয়াতটির তাৎপর্য্য একবার বুঝে দেখবেন। বিরাট সংখ্যক হিন্দুকে হত্যা করে হিন্দুজাতিকে সম্পূর্ণ হীনবল করার আগে মুসলমানরা বন্দী নেবে না, সুতরাং সব লোক মুসলমানদের দাস হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্রাণ বাঁচাবার সুযোগ পাবে না।** এই প্রসঙ্গে ৫/৩৪ আয়াতটিও লক্ষ্যণীয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যেসব অমুসলমানরা মুসলমানদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হবার আগেই ইসলাম কবুল করেছে, কেবল তাদেরই ছেড়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ অমুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য কেউ ইসলাম ধর্ম নিতে চাইলে, তাকে যে বাঁচতে দেওয়া হবেই এমন গ্যারাণ্টি ইসলাম দিচ্ছে না।

সূরা ৯ (তওবা), আয়াত ১৪

তোমরা তাদের (অমুসলমানদের) সাথে যুদ্ধ করবে। **তোমাদের (মুসলমানদের) হাতে আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দেবেন, ওদের লাঞ্ছিত করবেন,** ওদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ী করবেন ও বিশ্বাসীদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন।

মন্তব্য ঃ ইসলাম ধর্ম না মানার জন্য কিংবা মূর্তিপূজা করার জন্য অমুসলমানদের যদি কেবল মৃত্যুর পর নরকে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ্ শাস্তি দিতেন, তবে এই পৃথিবীতে অন্ততঃ অমুসলমানদের চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু এই আয়াতটিতে এই পৃথিবীতেই মুসলমানদের হাত দিয়ে অমুসলমানদের শাস্তি দিতে এবং লাঞ্ছিত করতে বলা হয়েছে। এর ফলেই মুসলমানরা, অমুসলমানদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করাটা ধর্মীয় অধিকার ও ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে। এই মনোভাবই সারা পৃথিবীর সমস্ত অশান্তির মূল কারণ।

সূরা ৯ (তওবা), আয়াত ৭৩

হে নবী! অবিশ্বাসী ও মুনাফেকদের (ভণ্ডদের) বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর এবং ওদের প্রতি কঠোর হও। নরক ওদের আবাসস্থল এবং তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম।

মন্তব্য ঃ এখানে মুনাফেক বা ভণ্ড বলতে সেইসব মুসলমানদের বোঝাচ্ছে যারা জেহাদ করতে চায় না, আয়াত ৬৬/৯ তা পরিষ্কার করে দিয়েছে।

সূরা ৯ (তওবা), আয়াত ১২৩

হে বিশ্বাসীগণ (মুসলমানগণ)! অবিশ্বাসীদের (অমুসলমানদের) মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক।

সূরা ২৫ (ফুরকান), আয়াত ৫২

সুতরাং তুমি (মহম্মদ) অবিশ্বাসীদের (অমুসলমানদের) আনুগত্য করো না এবং তুমি কোরানের সাহায্যে ওদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও।

মন্তব্য ঃ এই আয়াতটির তাৎপর্য্য অসীম। এখানে আল্লাহ্ মুসলমানদের আদেশ দিচ্ছেন যে তারা যেন কখনও অমুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার না করে। সেইজন্য অমুসলমান দেশে যেখানেই কিছু সংখ্যক মুসলমান এক জায়গায় থাকে তারাই সেই স্থানে স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে লিপ্ত। একারণেই কাশ্মীর, চেচনিয়া, দাগেস্তান, বসনিয়া, কসোভো, জোলো (ফিলিপিন্স্) প্রভৃতি স্থানে মুসলমানরা সেকুলার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদরত। এই আয়াতটিতে কোরানের দ্বারা যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে কোরানই এই সমস্ত যুদ্ধ, জেহাদ ও সন্ত্রাসবাদের প্রেরণা এবং কারণ।

সূরা ৩৩ (আহ্যাব), আয়াত ৬১

অভিশপ্ত ওরা (কপট মুসলমান যারা জেহাদ করতে চায় না—সংকলক); ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

সূরা ১৫ (হিজ্র), আয়াত ২

কখনও কখনও অবিশ্বাসীরা চাইবে যে, তারা মুসলমান হলে ভালো হত।

মন্তব্য ঃ অমুসলমানদের নিদারুণ ভয় দেখান হচ্ছে।

সূরা ৪৯ (হুজোরাত), আয়াত ১৫

তারাই বিশ্বাসী (মুসলমান) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস করবার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।

মন্তব্য ঃ আবারও প্রমাণ হচ্ছে জেহাদ না করলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না।

ইসলামে অমুসলমানদের শাস্তি কি?

সূরা ২২ (হজ্ব), আয়াত ১৯-২২

এ দুটি দল (মুসলমান ও অমুসলমানগণ), এরা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে; যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার উপর ফুটন্ত জল ঢেলে দেওয়া হবে, যাতে ওদের চামড়া এবং ওদের উদরে

যা আছে তা গলে যাবে, এবং ওদের জন্য থাকবে লৌহ মুদ্গর। যখনই ওরা (অমুসলমানরা) যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে ওতে, ওদেরকে বলা হবে, 'আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা'।

সূরা ১৮ (কাহাফ), আয়াত ২৯

আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের (অমুসলমানদের) জন্য অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি, যার বেষ্টনী ওদের পরিবেষ্টন করে থাকবে। ওরা পানীয় চাইলে ওদের দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা ওদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে; কী ভীষণ সে পানীয় আর কি নিকৃষ্ট তাদের অগ্নিময় আরামের স্থান!

সূরা ৩৩ (আহ্যাব), আয়াত ৬৪-৬৬

আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের (অমুসলমানদের) অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন—যেখানে ওরা স্থায়ী হবে এবং ওরা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমণ্ডল উলটে-পালটে দগ্ধ করা হবে সেদিন ওরা বলবে; 'হায় আমরা যদি আল্লাহ্ ও রসূলকে মান্য করতাম!'

সূরা ৭৬ (দাহ্র), আয়াত ৩-৪

আমি তাকে (মানুষকে) পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।

মন্তব্য ঃ এই আয়াত দুটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে 'অকৃতজ্ঞ' বলতে বোঝাচ্ছে, যারা কোরানের পথ স্বীকার করে না, অর্থাৎ অমুসলমানরা। এইভাবে কোরানের অনুবাদে 'অমুসলমান' বোঝাতে কখনও 'অবিশ্বাসী', কখনও 'সীমালঙ্ঘনকারী', 'অত্যাচারী', 'যালেম', 'অংশীবাদী', 'সত্যপ্রত্যাখানকারী', কখনও বা 'অকৃতজ্ঞ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, হিন্দু তথা অমুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য, যাতে তারা সহজে বুঝতে না পারে যে কোরানে পাতার পর পাতা বীভৎস, নৃশংস নানারকম শাস্তির কল্পনা সব তাদেরই জন্য।

সূরা ৪ (নিসা), আয়াত ৫৬

যারা আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে, তখনই ওর স্থলে নূতন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা (অমুসলমানরা) শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সূরা ৫ (মায়েদাহ্), আয়াত ৩৩

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ

করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে, অথবা ক্রুশ বিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে, পৃথিবীতে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।

মন্তব্য ঃ এই আয়াতটি দেখিয়ে হিন্দু দুর্বুদ্ধিজীবীরা বোঝাতে চান যে ইসলামে যাবতীয় শাস্তির ব্যবস্থা কেবল ইসলামের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছে, তাদের জন্য; অর্থাৎ এটা মুসলমানদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা মাত্র। কিন্তু ২/১৯৩, ৯/৩৩, ২/২১৬, ৮/৬৫, ৯/১৪, ৭/৯৪, ৭/১৬ প্রভৃতি অজস্র আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে যে ইসলামের জেহাদ মোটেই আত্মরক্ষার যুদ্ধ নয়। মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যারা করেছিল তারা অবশ্যই নিজের প্রাণ, ধর্ম এবং নারীদের রক্ষা করার জন্যই করেছিল। ইসলাম গ্রহণ না করাটাই ইসলামের বিচারে 'অশান্তি', 'ধ্বংসাত্মক কাজ', 'বিদ্রোহ' বা 'ফিত্না'। অর্থাৎ যাবতীয় অমুসলমানদের জন্যই এই সব শাস্তির ব্যবস্থা। ঠিক কী ভাবে অমুসলমানদের শাস্তি দিলে উপযুক্ত হবে তা যেন আল্লাহ্ ভেবেই পাচ্ছেন না। বিপরীত দিক থেকে হাত, পা কাটার অর্থ হল ডান হাত ও বাঁ পা, কিংবা ডান পা ও বাঁ হাত কেটে ফেলা। এভাবে কাটলে যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়। কিভাবে মানুষকে চরম যন্ত্রণা দেওয়া যায়, তা নিয়ে মহম্মদের যথেষ্ট গবেষণা ছিল।

সূরা ৩৮ (স্বোয়াদ), আয়াত ৫৫-৫৮

.....সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম—জাহান্নাম, সেখানে ওরা (অমুসলমানরা) প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সে স্থান! এই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য। সুতরাং ওরা আস্বাদন করুক ফুটন্ত জল ও পুঁজ। এছাড়া রয়েছে এরূপ আরও বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।

সূরা ৬৯ (হাক্কাহ্), আয়াত ৩০-৩৭

ফেরেশ্তাদের (দেবদূতদের) বলা হবে, 'ধর ওকে (অমুসলমানদের), গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও এবং নিক্ষেপ কর জাহান্নমে, পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে, সে মহান আল্লাহ্তে বিশ্বাসী ছিল না এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে অন্যকে উৎসাহিত করত না'। অতএব সেখানে তার কোন সুহৃদ থাকবে না এবং ক্ষতনিঃসৃত স্রাব ব্যতীত কোন খাদ্য থাকবে না, যা অপরাধী ব্যতীত কেউ খাবে না।

মন্তব্য ঃ এখানে বলা হয়েছে, শাস্তি দেওয়া হবে তাকেই যে আল্লাহ্তে অবিশ্বাসী ও যে দরিদ্রকে অন্নদান করতে অন্যকে উৎসাহিত করত না। শুনে মনে হয় ইসলাম এত মহান যে নিজে কেবল দরিদ্রকে অন্নদান করলেই হবে না, অন্যকেও দান করতে উৎসাহ না দিলে ভয়ংকর শাস্তি। প্রথমতঃ এখানে 'অভাবগ্রস্ত' বলতে অবশ্যই কেবল

'মুসলমান অভাবগ্রস্তর' কথাই বলা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ হাজার দান খয়রাত করলেও যদি কেউ ইসলামে বিশ্বাস না করে বা জেহাদ না করে সে মোটেই শাস্তি এড়াতে পারবে না। আল্লাহ্ই সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ৯/১৯-২০ আয়াতে। শাস্তির ধরণগুলিও অত্যন্ত বিকৃত মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে। আরবে বিস্তীর্ণ মরুভূমি থাকার জন্য বিশুদ্ধ জল পান করতে পারাটাই আরববাসীর কাছে স্বর্গসুখ এবং চরম দুর্বলতা। তাই পুঁজ, রক্ত, ফুটন্ত জল ইত্যাদি জঘন্য জিনিস পান করতে দেওয়া হবে বলে বার বার ভয় দেখানো হচ্ছে। **কোরানে, হাদিসে মহম্মদের জীবনীগ্রন্থে কেউ এমন একটা উদাহরণ দেখাতে পারবে, যেখানে কোনও অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ না করেও কেবল দান বা ভালো কাজ করত বলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?**

সূরা ৫৮ (মুজাদালা), আয়াত ৩৫

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের অপদস্থ করা হবে তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায়; আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি; অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

সূরা ১০ (ইউনুস), আয়াত ৪

যারা অবিশ্বাসী তারা অবিশ্বাস করত বলে তাদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

মন্তব্য ঃ অমুসলমানদের জন্য কোরানে বর্ণিত এতসব শাস্তি যদি শুধুমাত্র মৃত্যুর পর নরকেই কেবল দেওয়া হত তবে হিন্দুদের ভাবনার কিছু ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্ মুসলমানদের হাত দিয়ে ইহলোকেই অমুসলমানদের শাস্তি দিতে চান—আর এতেই হয়েছে যাবতীয় সমস্যা। মুসলমানরা ভাবছে যাবতীয় অমুসলমানদের নিধন করা, যন্ত্রণা দেওয়া, ধর্ষণ করা তাদের আল্লাহ্ নির্দেশিত পরম পবিত্র কাজ এবং তাদের ধর্মীয় অধিকার। পূর্বোক্ত ৯/১৪ আয়াতটি থেকেই আল্লাহ্র মনোভাব স্পষ্ট হবে। নীচের আয়াতটিতে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ্ অমুসলমানদের সৃষ্টি করেছেন এবং বাঁচিয়ে রেখেছেন কেবল শাস্তি দেবার জন্যই।

সূরা ৩ (ইমরান), আয়াত ১৭৮

অবিশ্বাসীরা (অমুসলমানরা) যেন কিছুতেই মনে না করে যে আমি তাদের মঙ্গলের জন্য (শাস্তির) কাল বিলম্বিত করি, আমি কালবিলম্ব করি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

মন্তব্য ঃ এখানেও চরম বিকৃত মানসিকতা প্রকাশ পাচ্ছে।

অমুসলমানদের বিরুদ্ধে কোরানে ঘৃণার প্রচার।

সূরা ৮ (আনফাল), আয়াত ৫৫

নিশ্চয়, আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা সত্য (ইসলাম) প্রত্যাখ্যান করে এবং (কোরানে) অবিশ্বাস করে (অর্থাৎ যাবতীয় অমুসলমানরা—সংকলক)।

সূরা ৫ (মায়েদাহ্), আয়াত ৫১

হে বিশ্বাসীগণ! ইহুদী ও খৃস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে (অমুসলমানদের) সৎপথে পরিচালিত করেন না।

সূরা ৯৮ (বায়-য়্যেনা), আয়াত ৬

গ্রন্থধারী (ইহুদী ও খ্রিস্টান) ও অংশীবাদীদের (মূর্তিপূজক) যারা বিশ্বাস করে তারা জাহান্নমের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; ওরাই তো সৃষ্টির অধম।

সূরা ৯ (তওবা), আয়াত ২৩

হে বিশ্বাবাসীগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসকে শ্রেয় জ্ঞান করে তবেওদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদের অভিভাবক করে, তারাই অপরাধী।

সূরা ৪ (নিসা), আয়াত ১৪৪

হে বিশ্বাসীগণ! বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কোর না। তোমরা কি আল্লাহ্‌কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

সূরা ৩ (ইমরান), আয়াত ১১৮

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের আপনজন (মুসলমান) ব্যতীত অন্য কাওকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা (অমুসলমানরা) তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না, যা তোমাদের বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং যা তাদের অন্তর গোপন রাখে তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর।

মন্তব্য ঃ এই আয়াতটি এবং এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ চিরস্থায়ী ঘৃণার বিষ উজার করে দেওয়া হয়েছে তাতে কোরানে বিশ্বাসী কোনও মুসলমান কখনও কোনও অমুসলমানের সাথে সহাবস্থান করতে পারবে না

সূরা ৩ (ইমরান), আয়াত ৮৫

কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে

হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।

মন্তব্য ঃ এই আয়াত পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়; অর্থাৎ যাবতীয় অমুসলমানরাই হল কাফের, যালেম, সীমালঙ্ঘনকারী, অত্যাচারী, **অবিশ্বাসী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী পথভ্রষ্ট, অকৃতজ্ঞ এবং কপটচারী।**

সূরা ৫ (মায়েদাহ্) আয়াত ১৭

নিশ্চয় তারা অবিশ্বাস করে যারা বলে, 'মরিয়ম-তনয় **মসীহই (যীশু) আল্লাহ্।**' বল, আল্লাহ্ মরিয়ম-তনয় মসীহ্ তার মাতা এবং পৃথিবীর সকলকে **যদি ধ্বংস করতে ইচ্ছা** করেন তবে তাঁকে বাধা দেবার শক্তি কার আছে?

মন্তব্য ঃ এখানে যীশুর প্রতি ইসলামের গভীর অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাচ্ছে। যেসব **খৃস্টানরা** মুসলমান জেহাদীদের সাহায্য করছেন তারা যেন এই আয়াতটি মনে রাখে।

সূরা ৫ (মায়েদাহ্), আয়াত ৬৪

ইহুদীগণ বলে, 'আল্লাহ্ ব্যয়কুণ্ঠ', তারাই ব্যয়কুণ্ঠ এবং তারা যা বলে তার জন্যে তারা অভিশপ্ত। বরং আল্লাহ্‌র উভয় হস্তই মুক্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। **তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত (শেষ বিচারের দিন) পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি।** যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে ততবার আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করেন এবং তারা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, বস্তুত আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তদের ভালোবাসেন না।

মন্তব্য ঃ এই আয়াতে ইহুদীদের প্রতি ইসলামের মনোভাব পরিষ্কার হয়েছে। অনেকে বলতে চায় কোরানে যেসব পরধর্মবিদ্বেষের কথা আছে তা সাময়িক এবং মহম্মদের যুগেই সীমাবদ্ধ; **কিন্তু এই আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে মুসলমানদের ইহুদী বিদ্বেষ সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্ত বজায় থাকবে। এখানে শুধু ইহুদীদের কথা উল্লেখ করলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত মুসলমানদের এই পরধর্ম বিদ্বেষ হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্য সব ধর্মের বিরুদ্ধেই সমানভাবে প্রযোজ্য।** এখানে বলা হয়েছে ইহুদীরা নাকি পৃথিবী জুড়ে ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে, কিন্তু আমরা ইতিহাস থেকে জানি যে ইহুদীরা মোটেই ধ্বংসাত্মক কাজ করেনি, বরং পৃথিবী জুড়ে ধ্বংসাত্মক কাজ করে চলেছে মুসলমানরা। মহম্মদই বার বার ইহুদীদের অকারণে আক্রমণ করেছিলেন।

সূরা ৬০ (মুমতাহানা), আয়াত ৪

...... তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন কর।

মন্তব্য ঃ এটি একটি বড় আয়াতের অংশ যেখানে ইব্রাহিম তাঁর মূর্তিপূজক প্রতিবেশীদের একথা বলছেন এবং আল্লাহ্ একে পরিপূর্ণ সমর্থন করেছেন। **সুতরাং মূর্তিপূজক হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের চিরশত্রুতার বিধান দেওয়া হচ্ছে কোরানে।**

নারীদের সম্বন্ধে কোরান

নারীদের সম্বন্ধে কোরানে রাশি রাশি আপত্তিকর কথা বলা আছে। দু-একটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আরো কয়েকটি বলা হল।

সূরা ২ (বাকারাহ্), আয়াত ২২৩

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শষ্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।

মন্তব্য ঃ এখানে 'শষ্যক্ষেত্র' বলতে বোঝানো হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ। 'যেভাবে ইচ্ছা' কথাটি লক্ষ্যণীয় এবং বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। এব্যাপারে পাঠকরা আনোয়ার শেখের 'ইসলাম, সেক্স অ্যাণ্ড ভায়োলেন্স' গ্রন্থটি দেখতে পারেন।

সূরা ৪ (নিসা), আয়াত ৩৪

পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে (পুরুষকে) অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এজন্য যে পুরুষ স্ত্রীলোকের জন্য ধন ব্যয় করে। .... স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদের তিরস্কার কর, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদের প্রহার কর। .... (এন. জে. দাউদের কোরানের অনুবাদ)।

সূরা ৪ (নিসা), আয়াত ১১

..... এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান

মন্তব্য ঃ মুসলমানরা বলেন চোদ্দশ বছর আগে কন্যাকে উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়াটাই যথেষ্ট প্রগতিশীলতা। হতে পারে, কিন্তু কোরান যেহেতু পরিবর্তন করা যায় না, তাই আজকের নারী-পুরুষের সমান অধিকারের যুগেও মুসলমান নারীদের পুরুষদের অর্ধেক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। তাছাড়া বর্তমানে নানা আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাক-ইসলামিক যুগে আরবে নারীরা অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে স্বাধীনভাবে চলাফেরা, ব্যবসা ইত্যাদি করতে পারতেন। মহম্মদের প্রথমা পত্নী খাদিজাই তার প্রমাণ। খাদিজা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতেন, মহম্মদ তাঁর কর্মচারী ছিলেন এবং খাদিজা যতদিন

বেঁচে ছিলেন, ততদিন মহম্মদ দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারেননি।

সূরা ৪ (নিসা), আয়াত ১৫

তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চার জনের সাক্ষ্য নেবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে **তাদের (স্ত্রীদের) গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয়** অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন।

মন্তব্য ঃ সম্রাট আকবরের নর্তকী আনারকলি আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরকে ভালোবাসত বলে আকবরের ধারণা হয়েছিল। সেই অপরাধে আকবর আনারকলিকে একটা ঘরে আটকে রেখে দরজা জানালা ইঁট দিয়ে গেঁথে দিয়েছিল বলে কথিত আছে। নবাব সিরাউদ্দৌল্লা ফৈজীবাঈকে একইভাবে হত্যা করেছিল কারণ সে বিশ্বস্ত নয় বলে সিরাজ সন্দেহ করেছিল। বিশুদ্ধ ইসলামিক শাস্তি। বস্তুতঃ এই আয়তটির দোহাই দিয়ে মুসলমানরা ইচ্ছামত স্ত্রীদের হত্যা করেছে ইতিহাসে।

সূরা ৩৩ (আহ্যাব), আয়াত ৩৭

..... অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সে সব রমণীকে বিবাহ করায় বিশ্বাসীদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

মন্তব্য ঃ এই আয়াতটির পেছনে একটি কাহিনী আছে। মহম্মদ তার পালিত পুত্র যায়েদের অতীব সুন্দরী স্ত্রী যয়নবের প্রেমে পড়েন এবং তার সাথে গোপনে দেখা করতে থাকেন। যায়েদ ব্যাপারটা জানতে পারেন এবং স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হন। তখন মহম্মদ যয়নবকে বিবাহ করেন। কিন্তু সেই যুগেও আরবে পালিত পুত্রকে নিজের পুত্র বলেই মনে করা হত—যা সমস্ত সভ্যসমাজেই করা হয়। তাই মহম্মদ যয়নবকে বিবাহ করলে আরববাসী নিন্দায় ফেটে পড়ে। তখন মহম্মদের মুখ বাঁচাবার জন্য আল্লাহ্ এই বাণী পাঠিয়ে দেন!!! এই আয়াতের দ্বারা মুসলমান সমাজে পুত্র তালাক দিলে পুত্রবধূকে বিবাহ করার প্রচলন আছে; অর্থাৎ মুসলমান সমাজে বধূরা শ্বশুরের কাছেও নিরাপদ নয় একথা অনেক মুসলমান মহিলা আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন।

(৩৩/৫০) আয়াতটি মহম্মদকে নিজের মাসতুতো, মামাতো, পিসতুতো বোনদের বিবাহ করার অধিকার দিয়েছে। যদিও আয়াতটিতে স্পষ্ট বলা আছে যে এই অধিকার কেবলমাত্র নবী মহম্মদের, অন্য মুসলমানদের নয়; তবুও এর ফলে মুসলমান সমাজে মাসতুতো, পিসতুতো ভাই-বোনে বিবাহ করার ব্যাপক প্রচলন আছে। এরফলে মুসলমান মেয়েরা তাদের মাসতুতো-পিসতুতো ভাইদের কাছেও নিরাপদ বোধ করে না। একথাও

মুসলমান মহিলারা আমাদের বলেছেন।

সূরা ৩৩ (আহ্‌যাব), আয়াত ৫১

তুমি স্ত্রীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। ......

মন্তব্য ঃ মুসলমানরা বলে ইসলাম বহুবিবাহ স্বীকার করলেও সব স্ত্রীদের প্রতি সমব্যবহার ও সুবিচার বাধ্যাতামুলক। কিন্তু এই আয়াতটি ঐসব সমব্যবহার এবং সুবিচারের মিথ্যে গল্প ফাঁস করে দিয়েছে। এই আয়াতটি যে কোনও স্ত্রীকে যখন তখন বিনা কারণে বর্জন করা বা দূর করে দেবার অধিকার দিচ্ছে। অনেক মৌলবী এই ব্যাখ্যায় আপত্তি করলেও মুসলমান সমাজে বাস্তবে স্ত্রীরা কেমন ব্যবহার পাচ্ছে, মানুষ তা ভালোই জানে। এই আয়াতটির পরবর্তী আয়াতটি (৩৩/৫২) পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে অধিকারভূক্ত দাসী বা জেহাদে ধরে আনা অমুসলমান নারীদের ক্ষেত্রে কোনও বিধি-বিধানই প্রযোজ্য নয়, অর্থাৎ তাদের নিয়ে যা খুশী করা যেতে পারে, যা বাংলাদেশে হিন্দু মেয়েদের নিয়ে মুসলমানরা করছে।

সূরা ৩৩ (আহ্‌যাব), আয়াত ৫৯

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের (মুসলমানদের) রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের মুখমণ্ডলের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের (মুসলমান বলে) চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না।

মন্তব্য ঃ এই আয়াতে পরিষ্কার বলা হচ্ছে অমুসলমান নারীদের উত্যক্ত বা ধর্ষণ করা যেতে পারে, তাই মুসলমান নারীদের যাতে চেনা যায় তার জন্য বোরখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হায়, ধন্য ইসলাম !!!

সূরা ২ (বাকারাহ্‌), আয়াত ২৩০

অতঃপর স্ত্রীকে যদি সে (মুসলমানগণ) তালাক দেয় তবে যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করছে এবং এই দ্বিতীয় স্বামী ঐ স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে, সে ঐ স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না।

মন্তব্য ঃ এই আয়াতটির গভীর সামাজিক তাৎপর্য আছে। অনেক সময় মুসলমানরা সাময়িকভাবে স্ত্রীর উপর রেগে গিয়ে তিন তালাক উচ্চারণ করে ফেলে, যদিও সে সত্যি সত্যি স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় না। কিন্তু একবার তিন তালাক বলে দিলে ঐ মুসলমান আর তার স্ত্রীকে ঘরে রাখতে পারে না। তখন ঐ স্ত্রীকে তিন মাস (ইদ্দতকাল)

অপেক্ষা করে অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে হবে। তারপর ঐ স্বামীর সাথে সহবাসের পর ঐ দ্বিতীয় স্বামী যদি আবার তাকে তালাক দেয় তবে আবার তিন মাস অপেক্ষা করার পর ঐ স্ত্রী পূর্বের স্বামীকে আবার বিবাহ করতে পারবে। এই আয়তটির জন্য এই অহেতুক বিপর্যয়টি মুসলমানদের সমাজে প্রায়ই হয়।

সূরা ২৪ (নূর), আয়াত ৩৩

নিজে অর্থ উপার্জনের জন্য তোমার দাসীদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করিও না। কিন্তু যদি কেউ জোর করে তাদের দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করায় তবে আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন ও দয়া করবেন।

(এন. জে. দাউদের কোরানের অনুবাদ)

মন্তব্য ঃ এটিই সম্ভবত মেয়েদের সম্বন্ধে সবচেয়ে জঘন্য, বর্বর আয়াত। বলাবাহুল্য 'দাসী' বলতে ক্রীতদাসী এবং জেহাদে ধরে আনা অমুসলমান নারীদেরও বোঝাচ্ছে। নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করিয়ে অর্থ উপার্জন করাকে স্পষ্ট ভাষায় বৈধতা দেওয়া হল কোরানে। ধন্য ইসলাম! ধন্য মানব সভ্যতা।

ইসলামে ক্রীতদাস প্রথা

পরিশেষে ইসলামে ক্রীতদাস প্রথার স্থান সম্বন্ধে দু-চার কথা না বললে ইসলামের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইসলামে দাস প্রথা মেনে নেওয়া হয়েছে, দাসপ্রথা তুলে দেবার কথা কোথাও বলা হয়নি। বরং জেহাদে ধরে আনা ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী যে ইসলামে ধর্মের প্রধান আকর্ষণ তাতে সন্দেহ নেই। এইসব অমুসলমান ক্রীতদাসী মেয়েদের যেভাবে ইচ্ছা ধর্ষণ ও ব্যবহার করা যায়, যে কোনও সংখ্যায়। ২৪/৩৩ আয়াতে দেখা গেছে এদের দিয়ে জোর করে বেশ্যাবৃত্তি করানো যায়। নীচের আয়াতটিতে এবং ৪/৩, ৩৩/৫০, ৮/৬৯ প্রভৃতি বহু আয়াতে ইসলামে ক্রীতদাস প্রথার সমর্থন পাওয়া যায়।

সূরা ৪ (নিসা), আয়াত ২৫

তোমাদের মধ্যে কারও স্বাধীনা বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত বিশ্বাসী যুবতী (দাসী) বিবাহ করবে।

মন্তব্য ঃ ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক দেশেই ক্রীতদাস প্রথা বৈধ ছিল। তাই কোরানে ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীর ব্যবহারের উল্লেখ স্বাভাবিক; কিন্তু মুশকিলটা হল যে কোরান যেহেতু মুসলমানদের কাছে আল্লার চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় বাণী সেজন্য তারা মন থেকে দাস প্রথাকে নিন্দা করতে পারে না এবং এখনও পৃথিবীর বহু ইসলামিক রাষ্ট্রে প্রকাশ্যে বা গোপনে ক্রীতদাস প্রথা চলছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ সব জেনেও চোখ বন্ধ করে

আছে, ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে।

ইসলামে মুসলমানদের অনুপ্রবেশে উৎসাহদান

সূরা ৪ (নিসা) আয়াত ৯৭ এবং ১০০

....তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে— আল্লাহ্‌র দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না?

যে আল্লাহ্‌র পথে দেশ ত্যাগ করবে সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্যলাভ করবে এবং কেউ আল্লাহ্ ও রসূলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হয়ে বের হলে এবং সে অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্‌র উপর, বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মন্তব্য ঃ এই আয়াতদুটিতে মুসলমানদের নিজেদের দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে অনুপ্রবেশ করতে আদেশ দেওয়া হচ্ছে; বলা হচ্ছে এতেই সমৃদ্ধি আসবে এবং যে এটা করে না, সে নরক বা জাহান্নমে যাবে। আমরা ভাবছি বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী মুসলমানরা বোধহয় এমনিই নিজেদের প্রয়োজনে ভারতে অনুপ্রবেশ করছে, কিন্তু এটা আসলে কোরানের নির্দেশ। এই জন্য কোরান পড়লে মুসলমানদের অনেক আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ দিয়েই ইসালমের আলোচনা শুরু হওয়া উচিত; কিন্তু কোরানের বাণীগুলির সাথে পরিচয় না থাকলে 'জেহাদ' জিনিসটা বোঝা যাবে না। আবার 'জেহাদ' ভালোভাবে না বুঝলে ইসলাম বা এর পাঁচ স্তম্ভের আসল তাৎপর্যই বোঝা যাবে না, তাই এই পাঁচ স্তম্ভের আলোচনা সবার শেষে দেওয়া হল।

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ হল কলেমা, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ।

কলেমা হল ইসলামের মূল স্তম্ভ। এটি হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মহম্মদুর রসূলুল্লাহ্"—এর অর্থ আল্লা ছাড়া উপাস্য নেই। মহম্মদ আল্লার রসূল। এটি যে মানবে সেই-ই হল মুসলমান। এটি মানার অর্থ কোরান গ্রন্থটি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা এবং সব আয়াতগুলি পুরোপুরি মেনে চলা (৪/১৫০), কেউ যদি বলে সে কোরানের কয়েকটি আয়াত মানে, কয়েকটি মানে না, তবে তাকে কিন্তু মুসলমান বা মোমিন বলা যাবে না; ইসলামে তাকে বলা হবে 'মুনাফেক' অর্থাৎ ভণ্ড বা কপটচারী। এদের জন্য অমুসলমানদের মতই নিষ্ঠুর শাস্তি নির্দেশিত আছে (২/৮৫)। **কিন্তু জেহাদ না করলে কেউ প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না, কারণ জেহাদ করাটাই ইসলামের আসল উদ্দেশ্য, জেহাদের জন্যই তৈরী হয়েছে ইসলাম। ইসলামের বাকী চারটি স্তম্ভ তৈরী হয়েছে জেহাদকে সম্ভব ও সাহায্য করার জন্য।**

নামাযের কথা আগেই বলা হয়েছে। এর দ্বারা যে ব্যায়ম হয় তা জেহাদের উদ্দেশ্যেই শরীরকে ফিট রাখার জন্যই। কখন জেহাদ করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, সে সব মুসলমানদের জানিয়ে দেবার জন্যই সমবেত হয়ে নামায পড়ার নিয়ম।

যাকাত মানে দান—সেটাও আগে বলা হয়েছে। এই দান কিন্তু স্বেচ্ছা দান নয়, বাধ্যতামূলক ধর্মীয় কর (৯/৯৮)। এই অর্থ মুসলমান গরীব দুঃখীর সাহায্যে কাজে লাগাবার কথা বলা হলেও, এর আসল উদ্দেশ্য হল জেহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা (৯/৬০)। একই কারণে সুদ নেওয়াও নিষিদ্ধ হয়েছে, কারণ মহম্মদকে জেহাদের জন্য অনেক টাকা ধার করতে হত। এইরূপ সুদবিহীন ঋণকে বলা হয় কার্জে হাসানা বা উত্তম ঋণ (২/২৪৫)।

রোযা মানে উপবাস। কিন্তু হিন্দু ধর্মের উপবাসের সাথে এর অনেক পার্থক্য আছে। রোযা একমাস ধরে চলে। সূর্য্য ওঠার আগে খেয়ে নিয়ে সারাদিন উপবাস করে আবার সূর্যাস্তের পর একবার খাওয়া যায়। এতে শরীরে ওজন কমে এবং সারাদিন খাবার

ও জল না খেয়ে থেকে যুদ্ধ করার অভ্যাস হয়। মরুভূমিতে যুদ্ধ করার জন্য মুসলমানদের তৈরী করার জন্য এটা আসলে এক ধরণের সামরিক সহনশীলতার শিক্ষা (Endurance Training)।

সমস্ত সমর্থ মুসলমানকে জীবনে অন্ততঃ একবার হজ করতে মক্কা আসতেই হয়। এতে মুসলমানরা পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন তাদের প্রথম ও শেষ আনুগত্য যে মক্কার প্রতি সেটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জেহাদ করার শপথ নিয়ে ফিরতে হয়। **পৃথিবী বিখ্যাত ইসলামিক পণ্ডিত লন্ডন নিবাসী আনোয়ার শেখ তাঁর 'ইসলাম—আরবদের সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলন' বইতে বলেছেন, ইসলাম হল আসলে আরব সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ এবং হজ হল আরব সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের একটা প্রধান হাতিয়ার। তাছাড়া হজে তীর্থ যাত্রার থেকে আরবের যে আয় হয়, পেট্রলের খনিগুলি আবিষ্কার হবার আগে সেটাই ছিল আরবের প্রধান আয়।**

মুসলমানরা হজে এসে কাবাগৃহের মধ্যে রক্ষিত একটি কালো পাথরকে ঘিরে ঘিরে ঘোরে এবং চুমু খায় কিংবা ভীড়ের জন্য চুমু খাওয়ার সুযোগ না পেলে একটি লাঠিতে চুমু খেয়ে লাঠিটা কাবাগৃহের দিকে বাড়িয়ে দেয়। এই কালো পাথরটিকে ওরা 'হাজরে আসোয়াদ' বলে। এটি নাকি স্বর্গ থেকে এসেছে, কেয়ামতের অর্থাৎ মহা প্রলয়ের দিনে স্বর্গে ফিরে যাবে।

মহম্মদ যখন মক্কার ৩৬০টি দেবমূর্তি চূর্ণ করেন তখন মক্কাবাসীর সাথে এক চুক্তি বলে মক্কাবাসীদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাস্থল এই পাথরটি না ভেঙে ইসলাম ধর্মের শ্রদ্ধাস্থল হিসাবে এটিকে মেনে নেন। তাছাড়া প্রাক-ইসলামিক যুগ থেকেই যেহেতু সারা পৃথিবী থেকে মানুষ ওখানে তীর্থ করতে আসত, তাই ওটি ভেঙে ফেললে মহম্মদের সমূহ আর্থিক ক্ষতি হত। ইসলাম মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে যতই বিষোদ্গার করুক এবং মূর্তি পূজকদের কেটে ফেলাটাই ইসলামের সর্বোচ্চ কর্তব্য বলে বর্ণনা করুক, মুসলমানরাও আসলে মক্কাতে এক ধরণের মূর্তি পূজাই করে চলেছে—নিয়তির এমনই লীলা। এ বিষয়ে মুসলমানদের ব্যাখ্যা হল যে তারা ঐ পাথরটিকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু ভগবান বলে মনে করে না। হতে পারে; কিন্তু তাহলে মূর্তিপূজক হিন্দুরা কি দোষ করল? তারাও তো অনাদি অনন্ত এক ঈশ্বরকেই পূজা করে, কিন্তু বিভিন্ন রূপের মধ্যে তাঁর প্রকাশ উপলব্ধি করে এবং তাদের পূজা করে। আসল কথাটা হল মূর্তিপূজার নিন্দা করাটা ইসলামের একটা অজুহাত মাত্র। আসলে অন্যান্য অসুরবাদী ধর্মের মত ইসলামেরও আসল উদ্দেশ্য হল সারা পৃথিবীর মানুষকে কোরানে বিশ্বাসী ও কোরানে অবিশ্বাসী— এই দুই ভাগে বিভক্ত করে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লাগাতার যুদ্ধ, লুটপাট ও ধর্ষণের

বিধান দেওয়া। **পৃথিবীতে দুটো দল না থাকলে জেহাদটা হবে কার বিরুদ্ধে?**

পৃথিবীতে সব জাতির মধ্যেই স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান বললেই চলে। তাই যদি হয়, তবে একজন মুসলমান পুরুষ চারজন নারীকে বিয়ে করবে কিভাবে? যুদ্ধের সময়ে বহু নারী বিধবা হবে ঠিকই, কিন্তু চিরদিন এই ব্যবস্থা চলবে কিভাবে? এর উত্তর খুবই সহজ, আবার খুবই ক্রূর। জেহাদে মুসলমানরা অন্য ধর্মের নারীদের অপহরণ করে জোর করে মুসলমান করে বিয়ে করবে—যা ধর্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মুসলমান পাঠকদের প্রতি প্রশ্ন

মূর্তিপূজক হিন্দুরা অত্যন্ত খারাপ, তাদের সাথে থাকা সম্ভব নয় বলে আপনারা, মুসলমানরা ভারত ভেঙে পাকিস্তান আদায় করে নিলেন, কিন্তু অর্ধেকেরও বেশী মুসলমান ভারতেই থেকে গেলেন। এর থেকে কি প্রমাণ হয় না যে হিন্দুপ্রধান ভারতে থাকতে আপনাদের কোনই অসুবিধা নেই বা ছিলও না?

পাকিস্তান যখন হাসিল করলেনই তবে পাকিস্তানে পরিপূর্ণ শরিয়তী আইন চালু করলেন না কেন? ভারতেও আপনারা নিজেদের জন্য আলাদা ইসলামিক আইন করে নিয়েছেন, তা সত্ত্বেও ভারতের ব্যাঙ্কে টাকা রেখে সুদ নেন কোন যুক্তিতে? আর শুধু দেওয়ানী (civil) ইসলামি আইনই বা কেন, ইসলামি ফৌজদারী (criminal) আইনই বা নয় কেন? কোরানের (৫/৩৮) আয়াতে চুরি করলে হাত কেটে দেবার কথা আছে। অন্যত্র, বিশ্বাসঘাতকতা করলে চোখ উপরে নেবার এবং ব্যভিচার করলে ঢিল মেরে হত্যা করার বিধান আছে (জেনার শাস্তি রজম্)। **আপনারা নিজেদের জন্য এইসব শরিয়তী শাস্তির আইন প্রবর্তন করার জন্য ভারতে বা পাকিস্তানে আন্দোলন করেন না কেন?** নিজেদের জন্য শরিয়তী ইসলামি আইন প্রবর্তন করার সাহস নেই, কোনও বিষয়ে যুক্তি দিয়ে তর্ক করার সাধ্য নেই, কেবল মানুষের মাথার দাম ধরতে পারেন আর নাশকতাকারী, বিস্ফোরণকারী জেহাদীদের প্রশ্রয় দিতে পারেন। কি বলছেন? সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেন না? সন্ত্রাসবাদীরা যে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে, তা যে আপনাদেরই দেওয়া যাকাতের টাকা, তা বুঝি জানেন না? সন্ত্রাসবাদীদের কোটি কোটি টাকা কি আকাশ থেকে আসছে? তারা কাশ্মীরে, আসামে, পশ্চিমবঙ্গে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করছে, তা যদি সফল হয়, ধরুন, যদি আসামে একটা স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্র তৈরী হয়, সেখানে কারা থাকবে? আই. এস. আই. (পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা) এর দুশো-পাঁচশো এজেন্ট, না লাদেন, নাকি আপনাদের মত 'সাধারণ শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা'?

বাংলাদেশ থেকে আগত ধর্ষিতা হিন্দু মহিলাদের মধ্যে অনেকে বলেছেন যে মুসলমানরা তাদের অপহরণ করে তাদের নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাবা-মা, ভাইবোন, এমনকি নিজের স্ত্রীর সহায়তায় তাদের বারংবার ধর্ষণ করেছে এবং তাদের কয়েকদিন বাড়িতে আটকে রেখে অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুদের ডেকে এনেছে ঐ হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ করার জন্য। নারী ধর্ষণ কোন সমাজে না হয়? কিন্তু বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুমেয়েদের ধর্ষণ করার এই ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা আসছে কিভাবে? এটা কি কোরানের শিক্ষার ফল? 'এসব কথা মিথ্যা'— এই বলে এড়িয়ে যাওয়াটা ঐ সব ঘটনার সক্রিয় সমর্থনেরই নামান্তর।

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ (?) ভাঙা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে মুসলমানরা ভারতে ও বাংলাদেশে দাঙ্গা করে শত শত হিন্দু মন্দির ভেঙেছে, হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা ও ধর্ষণ করেছে। এ নিয়ে প্রশ্ন করলে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই বলেছে, 'এ তো হবেই, এ তো বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতিক্রিয়া'। আচ্ছা বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতিক্রিয়ায় যদি শত শত মন্দির ধ্বংস ও হাজার নারী ধর্ষণ করা বৈধ হয়, তবে ইসলামিক শাসনে ত্রিশ হাজার মন্দির ভেঙে মসজিদ করার প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত? মুসলমান পাঠকরা, আপনারা একটা কথার উত্তর সততার সঙ্গে দিন তো। আচ্ছা, মক্কার কাবা যদি খ্রিস্টানরা দখল করে (আল্লাহ্ করুন, যেন এরকম কখনও না হয়) কাবার উপরে একটা গীর্জা তৈরী করে এবং যদি চারশ বছর পরে মুসলমানরা কাবা পুনরাধিকার করতে পারে, তবে মুসলমানরা তখন কি করবে? গীর্জাটি বাঁচিয়ে রাখবে, না তা ভেঙে ফেলে কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণ করবে?

মুসলমানদের প্রতি আর একটা প্রশ্ন। কোরানে 'মোমিন' (মুসলমান) শব্দের জায়গায় 'কাফের' (অমুসলমান) এবং 'কাফের' শব্দের জায়গাতে 'মোমিন' শব্দ বসিয়ে কোরানটি কোনও দিন পড়ে দেখেছেন কি? ৯/৫, ৮/১২-১৪, ১০/৪, ১৭/১৬, ২/১৯৩ প্রভৃতি আয়াতগুলি ঐভাবে পড়ে দেখে একটু জানাবেন কেমন লাগছে?

চতুর্থ অধ্যায়

'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ'

হিন্দু পাঠকদের প্রতি

অনেক শিক্ষিত হিন্দু ভাবেন যে কাশ্মীর পাকিস্তানকে দিয়ে দিলে কিংবা কাশ্মীরে একটা স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্র করে দিলে বোধহয় ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মিটে যাবে এবং সম্প্রীতির বন্যা বয়ে যাবে। এরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। ইসলাম যারা বোঝে, তারা জানে, শুধু কাশ্মীর বা ভারত নয়, ইসলামের লক্ষ্য গোটা পৃথিবী। সুতরাং কাশ্মীর ছেড়ে দিলে, পরদিন আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এবং লাক্ষাদ্বীপে স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের দাবী উঠবে। কাশ্মীর ছেড়ে দিলে কাশ্মীরের বেশীরভাগ মুসলমানরা হিমচল প্রদেশে চলে আসবে এবং কুড়ি বছর পর সেখানে যথেষ্ট জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে এবার হিমাচলকে ইসলামি রাষ্ট্র করার জন্য জেহাদ বা সন্ত্রাসবাদ আরম্ভ করবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ না পৃথিবীতে একজনও অমুসলমান জীবিত থাকে। সাতটি প্রক্রিয়াতে ইসলাম ভারতকে গ্রাস করার পরিকল্পনা করছে—

১। দেশের অভ্যন্তরে বিপুল মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা।

২। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটানো।

৩। টাকা দিয়ে বিভিন্ন দলের রাজনীতিক, সাংবাদিক, সম্পাদক, বুদ্ধিজীবীদের কিনে নিয়ে, তাদের দ্বারা ক্রমাগত হিন্দু বিরোধী আইন প্রবর্তন করিয়ে, হিন্দু-বিরোধী প্রবন্ধ লিখেয়ে এবং সংবাদ বিকৃত করে হিন্দুদের কোণঠাসা করা।

৪। সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যেই মুসলমানরা ব্যাপক সংখ্যায় ঢুকেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরী মন্ত্রকগুলি অধিকার করেছে। জেহাদের কর্মকাণ্ডে বাধা দিলে মুসলমানদের ভোট হারাতে হবে—এই বলে সব রাজনৈতিকদলগুলিকে ব্ল্যাকমেল করে রেখেছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মতো বাম-রাজ্যগুলিতে সবকটি দলেরই পেশীশক্তি ভীষণভাবে মুসলমানদের উপর নির্ভরশীল।

৫। যাদেরকে টাকা দিয়ে বশ করা যাবে না তাদেরকে ভয় দেখিয়ে দমন করা।

৬। ভারতের মধ্যে বিভিন্ন মুসলিম প্রধান অঞ্চল থেকে অত্যাচার করে হিন্দুদের অন্যত্র তাড়িয়ে দিতে দিতে বহু এলাকা হিন্দুশূন্য করে ফেলা।

৭। সারা দেশে ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসবাদী কাজ করে হিন্দু সমাজকে সন্ত্রস্ত রাখা। এই লক্ষ লক্ষ সন্ত্রাসবাদীরা আসলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অঙ্গীকারবদ্ধ ইসলামিক সৈনিক, যারা প্রকাশ্য যুদ্ধে নামার জন্য উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

রাজনীতিকদের প্রতি

ভারতবর্ষের ইসলামিকরণে রাজনীতিকদের দোষই সবচেয়ে বেশী। মধ্যযুগেও ভারতীয় হিন্দু রাজারা তাদের প্রতিপক্ষ ও প্রতিবেশী হিন্দু রাজাদের জব্দ করার জন্য বহিরাগত মুসলমানদের সাহায্য নিয়েছিল। জয়চাঁদ, তার জামাতা পৃথ্বীরাজকে জব্দ করার জন্য মহম্মদ ঘোরীকে সাহায্য করেছিল; বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী নিজে রাজা হবার বাসনায় বখতিয়ার খিলজীর সাহায্য নিয়েছিল। তাদের প্রতিপক্ষ রাজারা জব্দ হল বটে, কিন্তু তারপর তারা নিজেরাই মুসলমানদের হাতে নিহত হল।

আর আপনারা আজকের রাজনীতিকরা, ভোটে জিতবার জন্য কোটি কোটি বাংলাদেশী মুসলমানকে ভারতে ঢুকিয়েছেন, ভাবছেন, 'এখন তো মুসলমানদের জাল ভোটের সাহায্য নিয়ে ক্ষমতা বজায় রাখি, পরে ঠিক সময়মত মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ করে ফেলব'। কিন্তু যারাই এভাবে মুসলমানদের সাহায্যে ক্ষমতা দখল করতে বা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে, তারা কেউই শেষরক্ষা করতে পারেনি। **মুসলমানরা যেই অমুসলমানদের সাহায্যে ক্ষমতা দখল করে, সবার আগে তাদেরই কেটে ফেলে, চোদ্দশ বছরের ইসলামের ইতিহাসে এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি।** সব হিন্দু রাজনীতিকরাই ভেবেছিল, তাদের পূর্বসূরীদের থেকে তারা অনেক চালাক, কিন্তু মুসলমানরা একটু ক্ষমতাশালী হওয়ামাত্রই সবার আগে তারা নিজেরাই কাটা পড়েছিল। চোদ্দশ বছরে মুসলমানদের সাহায্য নিয়ে কোনও অমুসলমান রাজনীতিক শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারেনি। আপনারা কি এতই বুদ্ধিমান যে চোদ্দশ বছরের ইতিহাসের ব্যতিক্রম ঘটাবেন? পারবেন? পারবেন না যে, তার প্রমাণ ৫-২-০৩ তারিখে নদীয়া জেলার ধানতলা থানার আইসমালি গ্রামের দারুল-উলুম আশমানী মাদ্রাসায় মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু বরযাত্রীদের সর্বস্ব লুণ্ঠণ ও তাদের নারীদের ব্যাপক গণধর্ষণের ঘটনা। এই হিন্দুরা প্রায় সকলেই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ (পড়ুন মুসলিম তোষণকারী) সি.পি.এম. পার্টির সক্রিয় কর্মী। এরা সারাজীবন কমিউনিস্ট রাজনীতি করে এবং মুসলমানদের তোষণ করেও কেন নিজেদের মা, বোন, স্ত্রী-কন্যা ও ঠাকুমাদের বাঁচাতে পারল না? এদের পুরুষদের বাসের ছাদে তুলে দিয়ে চোখের সামনে দিয়ে সব মহিলাদের মাদ্রাসায় টেনে নিয়ে রাতভর গণধর্ষণ ও অকল্পনীয় শারীরিক অত্যাচার করল। আচ্ছা, ঐ গণধর্ষণকারী মুসলমান জনতার মধ্যে কেউ একজনও ভাবল না তো—এরা হিন্দু হলেও, এরা তো কমিউনিস্ট, আমাদের ভালোবাসে, আমাদের ইচ্ছামত দাঙ্গা করতে দেয়, আমাদের হয়ে ওকালতি করে, আমাদের নানারকম অবৈধ সুবিধা পাইয়ে দেয়, আমাদের জন্য জমি, চাকরি সংরক্ষণ করে, হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে মাইকে আজান দেবার ব্যবস্থা করে দেয়—অতএব এদের মেয়েদের কেন ধর্ষণ করব?

না, কমরেড, ওরা তা ভাববে না। ওদের জন্য যতই করুন, ওদের কাছে আপনার 'হিন্দু' পরিচয়টাই আপনার মা, স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট; আপনার 'কমিউনিস্ট' পরিচয়টা ওরা তখন ভুলে যাবে। আপনাদের স্ত্রীদের নগ্ন দেহ নিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মাতবে—আর পরদিন সকালে আপনাদেরই পোষা কমিউনিস্ট পুলিশদের প্রশ্রয়ে আপনার মা, বোন, স্ত্রী-কন্যা ও ঠাকুমার ছিন্ন অন্তর্বাসগুলি পুড়িয়ে দেবে, তাদের নিষ্পেষিত শরীর থেকে নির্গত রক্ত ধারা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবে, ঠিক যা করা হয়েছে ধানতলায়।

আর কমরেড, আপনি তখন কী করবেন? আপনার পার্টির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আর্জব তত্ত্ব মাথায় করে দেয়ালে মাথা কুটবেন, পুলিশকে কিছু জানাতে পারবেন না, জানালেও কিছু লাভ হবে না—ও যে আপনাদেরই সযত্ন লালিত 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির' পুলিশ। সাংবাদিকরা আসবে, কিন্তু আপনাকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতে হবে, মুখ খুলতে পারবেন না—পার্টি যে আপনার ধর্মনিরপেক্ষ! অন্য দলের রাজনীতিকরাও আসবে, আসবে হিন্দুত্ববাদিরাও। কিন্তু তারা আপনাদের কোনই কাজে আসবে না। সারা দেশময় রটবে সি.পি.এম.-এর অন্তর্দ্বন্দ্বের তত্ত্ব। আপনারই গড়া ধর্মনিরপেক্ষতার যূপকাষ্ঠে আপনার বলি হল, আপনার মা, স্ত্রী-কন্যার রক্ত নিয়ে হোলি খেলল আপনারই প্রিয়তম 'ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান কমরেডরা'। ঐ গণধর্ষণের নায়ক কমরেড শহিদুল কারিগর, কমরেড মুফতি বিশ্বাস, কমরেড মোমিন মণ্ডলদের কি শাস্তি দেওয়া যাবে? ধন্য কমরেড, এই তো সবে শুরু; এভাবেই চুকাতে হবে আপনাদের ধর্মনিরপেক্ষতার দাম। শুধু আপনাদের নয়। আপনাদের পাপের মূল্য দিতে হবে সমগ্র হিন্দু জাতিকেই।

কিন্তু কমরেড, এটাই আপনাদের উপর আপনাদের প্রিয় মুসলমানদের প্রথম আক্রমণ নয়, মনে পরে ১৯৯০ সালের ৩০শে মে কসবার কাছে বানতলায় কি হয়েছিল? প্রায় পাঁচশ মুসলমান কমরেড সরকারী স্বাস্থ্যদপ্তরের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মহিলা অফিসারদের গাড়ি আটকে চালককে হত্যা করে মহিলাদের নৃশংস অত্যাচার করে হত্যা করল। তাঁদের হাঁটু, কনুই ভেঙে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিল, স্তন থেকে খুবলে খুবলে নিল মাংস, যোনির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল নানা জিনিস। নগ্ন নিথর দেহে রাস্তায় পড়ে থাকলেন অনিতা দেওয়ান শরীরে ৪১টা ক্ষতচিহ্ন নিয়ে। ইনিও কিন্তু এক হিন্দু কমরেডের স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের একমাত্র দোষ ছিল তাঁরা মুসলমান মহিলাদেরও জন্মনিয়ন্ত্রনের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন—যা কিনা ইসলাম বিরোধী, তাই মুসলমান সমাজ তাদের এমন দৃষ্টান্তমূলক অত্যাচার করে হত্যা করল যাতে কেউ আর মুসলমানদের জন্ম নিয়ন্ত্রনের কথা বলার সাহস না করে। 'কিছু মুসলমান দুষ্কৃতীর কাজ' না বলে 'মুসলমান সমাজ' বলছি কোন সাহসে? হ্যাঁ, নিশ্চয় বলব, কারণ সেখানে পাঁচশ মুসলমান এলাকা ঘিরে এই কাজ করেছে, একজনও পুলিশে খবর দিতে যায়নি—সেক্ষেত্রে সমগ্র মুসলমান

সমাজকে এর দায়ভাগ নিতে হবে।

আর, আপনারা তখন কী করলেন কমরেড? মুসলমানদের এই নারকীয় পৈশাচি কীর্তি চাপতে আমদানি করলেন নানা আজব, অলীক তত্ত্ব। প্রথম বললেন, ছেলেধর বলে এদের ভুল করা হয়েছিল, তা ধোপে টিকছে না দেখে বললেন, ওষুধের চোর কারবার ফাঁস হয়ে যাওয়াতেই এই কাণ্ড। কেউ বা বলল, এদের 'আনন্দমার্গী' বলে ভুল করা হয়েছিল। যেন 'আনন্দমার্গী' হলেই হত্যা করার জন্য কমরেডদের লাইসেন্স দেওয়া আছে। আপনাদেরই কমরেডের স্ত্রীদের ক্ষতবিক্ষত নিথর দেহটার কথা ভেবে একবারও মনে ইচ্ছা হল না সত্যটা ফাঁস করে দিতে? কি করে দেবেন, আপনারা যে ধর্মনিরপেক্ষ, মুসলমানদের যাবতীয় কুকর্ম ঢেকে বেড়ানোটাই যে আপনাদের সারা জীবনের ব্রত। এই ব্রত পালন করতে গিয়ে অনেক মূল্য দিয়েছেন, আরো দিতে হবে কিন্তু কিছুই তো গোপন করতে পারছেন না, সবই তো ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। নানা ভয়ংকর সব ঘটনা গোপন করে করে তা আপনারা এক একজন কমরেড, একেকটি নীলকণ্ঠ হয়ে বসে আছেন, কিন্তু আপনারা তো আর মহাদেব নন, ঐ বিষ আপনারা ধারণ করতে পারবেন না—জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবেন। ইসলামের স্বরূপ আর কবে বুঝবেন কমরেড? গ্রামবাসীরা কিন্তু ইসলামকে চিনেছে কমরেড, তারা বলছে 'গণধর্ষণের দ্বারা ধানতলার ঐ মাদ্রাসাকে মুসলমানরা ইসলামিক পদ্ধতিতে শোধন করে উদ্বোধন করেছে'। ঘটনার বিবরণের জন্য ১৯-২-০৩ তারিখের স্টেটস্‌ম্যান কাগজের নবম পৃষ্ঠা দেখুন।

রাজনীতিকদের হাত করার ফলে পুলিশ-প্রশাসন কয়েকটি রাজ্যে মুসলমানদের হাতে এসে গেছে। সেসব রাজ্যে বিভিন্ন এলাকা থেকে হিন্দুদের ক্রমশঃ তাড়িয়ে দিলেও হিন্দুদের অভিযোগ জানাবার কোনও জায়গা নেই। সুতরাং যেসব হিন্দুরা ভাবছেন ভবিষ্যতে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ভারতে বা পশ্চিমবঙ্গে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। **চোদ্দশ বছরের ইসলামের ইতিহাসে কোথাও কোনও দেশ জয় করতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে হয়নি, সংখ্যালঘু হয়েও তারা তা করতে পেরেছে। কিন্তু আবার বলছি, যাদের সাহায্যে তারা ক্ষমতা দখল করে সবার আগে তাদেরই কেটে ফেলে—চোদ্দশ বছরে এ ঘটনার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি বামপন্থী বন্ধুরা, ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন।** সংখ্যালঘু হয়েও তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আটশ বছর রাজত্ব করেছে। **যে সব রাজ্যে বিভিন্ন মুসলিম এলাকা থেকে হিন্দুদের পালাতে হচ্ছে, আপনারা জানবেন, সেই সব রাজ্য আসলে লোকচক্ষুর অন্তরালে ইসলামিক শাসনে পতিত হয়েছে।** কোনও রকম অশান্তি সৃষ্টি করা এই বই-এর উদ্দেশ্য নয়, বরং হিন্দুরা যাতে সত্যকে জানতে পারেন এবং নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হন—সেটাই এই বই-এর উদ্দেশ্য। হিন্দুদের স্বার্থের কথা বলতে

কেন তাকে সাম্প্রদায়িক বলা হবে? যে কোনও সম্প্রদায়েরই তাদের স্বার্থ রক্ষা করার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে।

পুলিশদের প্রতি

হে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির' পুলিশ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করাই আপনাদের একমাত্র কাজ, তাই না? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পূজারী হিন্দু কমরেডদের অবস্থা আপনাদের থেকে ভালো আর কে জানে? আচ্ছা, আপনাদের কখনও মনে হয় না, এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির করাল গ্রাস আপনাদের পরিবারেও একদিন থাবা দেবে? দেবে কি, দিয়েছে বহুবার। ধানতলার ঐ অভিশপ্ত বাসটিতে আপনাদের এক সহকর্মিনী ছিলেন—স্থানীয় এক মহিলা পুলিশ। তাঁর কি হয়েছে আপনারা কি কিছুই খবর রাখেন না? সেই হিন্দু মহিলা কমরেড পুলিশ নাকি নিজে অত্যাচারিত হয়েও ঘটনা চাপা দেবার জন্য অন্য অত্যাচারিতদের চাপ দিচ্ছেন, এবং এই ঘটনা যে হিন্দু-মুসলমনের সংঘর্ষ নয় এটা প্রতিপন্ন করতে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন! এটাই বোধ হয় সাম্প্রতিক কালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি রেকর্ড। আচ্ছা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্য ঐ মহিলা পুলিশকে নোবেল প্রাইজ দিলে হয় না? আচ্ছা ওনাকে কি মহিলা কমরেড এবং পুলিশ বলে চিনতে পেরে শুধু জিনিস লুঠ করেই ছেড়ে দিয়েছিল? ঐ ধর্ম শিক্ষাস্থল (পড়ুন, ধর্ষণ শিক্ষার স্থল) মাদ্রাসাতে ওনাকে টেনে নিয়ে যায়নি তাহলে? ২৩ জানুয়ারী মালদহ জেলার চাঁচলে মুসলমানরা এক হিন্দু যুবককে গাছে বেঁধে রেখে তার সামনে তার সাত মাসের গর্ভবতী স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে—সে কথাও আমরা ভুলে যাইনি।

ভারতীয় পুলিশরা, একটা কথা মনে রাখবেন, আপনাদের সহায়তা ছাড়া মুষ্টিমেয় বিদেশী মুসলমান কিংবা মাত্র পঁচিশ হাজার ব্রিটিশ কখনই ভারতে রাজত্ব করতে পারত না, আবার আপনাদের সহায়তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে ইসলামিক শাসন কিছুতেই কায়েম হতে পারে না। আপনারা ভালোই বুঝতে পারছেন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও কেরালার নানা জায়গায় ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নদীয়া জেলার ধানতলা থানার মনিরুল হোসেন উত্তর ২৪-পরগণা জেলার বাগদা থানার সরিষাখালি গ্রামে গিয়ে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা করছে, আপনারা এ-ঘটনার কোনই প্রতিকার করতে পারছেন না। আপনারা এক বারও ভাবছেন না, এ সাহস ওরা কোথা থেকে পাচ্ছে? বুদ্ধদেববাবুর পর কোন মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী হলে কী হবে কল্পনা করতে পারছেন? **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মানে নিশ্চয় এই নয় যে ভারতবর্ষকে বর্বর ইসলামিক শাসনের দিকে ঠেলে দিতে হবে। একটু ভেবে দেখুন, তখন আপনাদের পরিবারের কী অবস্থা হবে।** আজ

যাদের কথায় মুসলমান দুষ্কৃতীদের প্রশ্রয় ও সাহায্য দিতে হচ্ছে সেই নেতারা আপনাকে বাঁচাবে তো? আপনাদেরও ধন-মান সর্বস্ব খুইয়ে 'কিছুই তো হয়নি, কিছুই তো হয়নি'— এই জপ করতে করতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির হাঁড়িকাঠে মাথা গলাতে হবে না তো? যে নেতাদের ভরসায় এ কাজ করছেন—তাদেরই অস্তিত্ব থাকবে তো? যাদের ভরণপোষণের জন্য চাকরীটি সযত্নে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন, সেই প্রিয়জনদের আপনার কাছেই রাখতে পারবেন তো? 'পরমধর্মনিরপেক্ষরা' তাদের টেনে নিয়ে যাবে না তো? একবার নিয়ে গেলে কিন্তু আর মুখ ফুটে কিছু বলতে পারবেন না, দেখবেন, আপনার প্রিয়তমা পাশের বাড়িতে এক 'পরমধর্মনিরপেক্ষর' ঘর করতে বাধ্য হচ্ছে, আর আপনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখবেন। আপনার প্রতাপ, টাকা, পদাধিকার বা নেতাদের সাথে মাখামাখি সেদিন কোনই কাজে আসবে না। ধানতলা অঞ্চলে হিন্দু গ্রামবাসীরা বলছে, সেখানে গত ছয়মাস ধরে মুসলমানরা ক্রমাগত হিন্দু নারীদের গণধর্ষণ করে চলেছে। এই গ্রামবাসীরা কিন্তু হিন্দুত্ববাদী নয়, বেশীরভাগই বামপন্থী। মনে রাখবেন, উত্তেজনা ছড়ানো এই বই এর উদ্দেশ্য নয়, বরং ন্যায় সঙ্গতভাবে, আইনসঙ্গতভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন। ইসলামিক শাসন থেকে ভারতকে কিভাবে রক্ষা করবেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র কিভাবে বজায় রাখবেন, সেই কথা ভাবুন। **'ধর্মনিরপেক্ষতা' মানে মুসলমানকে দিয়ে অবাধে হিন্দু নারী ধর্ষণ করানো নয়।**

সাংবাদিকদের প্রতি

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ আপনারা যতটা সম্ভব চেপে যাচ্ছেন, মুসলমানরা কোনও দুষ্কর্মে জড়িত থাকলে দুষ্কৃতীদের নাম বা পরিচয় চেপে যাচ্ছেন, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে গ্রামে গ্রামে যে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ হচ্ছে সেগুলোকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ বলে চালাতে চাইছেন, হেডিং দিচ্ছেন, 'রাজনৈতিক সংঘর্ষে চল্লিশটি বাড়ি ভস্মীভূত, হত কুড়ি, আহত পঞ্চাশ'। মুসলমানরা সংঘবদ্ধভাবে একই রাতে বাসের পর বাস বরযাত্রীদের আক্রমণ করে তাদের সর্বস্ব লুঠ করে, তাদের আড়াই বছর বয়স থেকে ষাট বছর বয়সের সব মেয়েদের নিকটবর্তী মাদ্রাসাতে নিয়ে গিয়ে রাতভর গণধর্ষণ করলে সে ঘটনাকেও সাধারণ ডাকাতি কিংবা সি.পি.এম.-এর অন্তর্দ্বন্দ্ব বলে চালাবার চেষ্টা করছেন, মাদ্রাসাটাকে স্কুল বলে চালাবার চেষ্টা করছেন, বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা সীমান্তবর্তী হিন্দুগ্রাম আক্রমণ করে ব্যাপক লুটপাট ও গণধর্ষণ করলে হেডিং দিচ্ছেন, 'পর পর আটটি বাড়িতে ডাকাতি—শ্লীলতাহানির অভিযোগ'—এসবই করছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য, তাই না? এইভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাধনা আর কিছুকাল চালিয়ে গেলেই দেখবেন 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' রক্ষার আর কোনও দরকারই হচ্ছে না, কারণ তখন পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের মত ইসলামিক শাসন কায়েম হয়েছে, তখন বাংলাদেশের মতো মুসলমানরা চাইলেই

হিন্দু মেয়েদের তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে, হিন্দুদের প্রতিরোধের কোনও শক্তি থাকবে না, কোনও দাঙ্গাও হবে না, সর্বত্র বিরাজ করবে 'কবরের শান্তি'। আগেও বলেছি, আবারও বলছি, সেদিন কি মুসলমানরা মনে রাখবে কোন কোন হিন্দু সাংবাদিক তাদের হয়ে ওকালতি করেছিল? সেদিন অন্য হিন্দুদের সাথে আপনার বাড়ির মেয়েদেরও টেনে নিয়ে যাবে না তো? প্রতি সপ্তাহে জঙ্গীরা রেল লাইনে নাশকতা করে 'দুর্ঘটনা' ঘটাচ্ছে—আপনারা এবং প্রশাসন সেগুলোকে 'যান্ত্রিক ত্রুটি' বলে চালাতে চাইছেন—সেই রেলে আপনার প্রিয়জন ভ্রমণ করে না তো? আপনি হয়তো ভাবছেন এখন তো সন্ত্রাসবাদীদের স্বার্থসিদ্ধি করে সম্পাদকের মন রেখে হিন্দুস্বার্থ বিরোধী স্কুপ লিখে চাকরীটা বাঁচাই! আর আপনার সম্পাদকবাবুটি ভাবছেন, এখন তো আই. এস.আই-এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে এয়ার-কন্ডিশন গাড়িতে ঘুরে নিই—পরে দেখা যাবে। মার্কিন সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লকে ইসলামিক জেহাদীরা কিভাবে গলা কেটে হত্যা করেছিল, তা জেহাদীরাই ভিডিওতে রেকর্ড করে সব সংবাদ মাধ্যমে পাঠিয়েছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে সবাই দেখেছে সে দৃশ্য, শুধু আপনাদের মতো সাংবাদিকরাই বোধহয় সে সংবাদ রাখেন না। এইভাবে সত্যকে অস্বীকার করে মুসলিম তোষণ করে চিরদিন বাঁচা যাবে?

আপনাদের ক্রমাগত সংবাদ বিকৃত করার ফলে কী হয়েছে জানেন? যেখানেই দুষ্কৃতীরা ধরা পড়েছে বা শনাক্ত হয়েছে, অথচ খবরের কাগজে তাদের নাম দেওয়া হয়নি—এটা দেখলেই জনগণ ধরে নিচ্ছে এটা মুসলমানদের কাজ। এতে মুসলমানদের প্রতি অবিচার হচ্ছে না কি? যেসব মুসলমান 'জেহাদ' সমর্থন করে না বলে দাবী করেন, ঐ সব জেহাদী দুষ্কর্মের নিন্দা করার তো তাদেরও একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। যেটা নিন্দনীয় কাজ—হিন্দু-মুসলমান, সবাই সেটা নিন্দা করবে—সেটাই তো একটা সুস্থ সমাজের লক্ষণ। তা না করে আপনারা কেন ভাবছেন যে মুসলমানদের দ্বারা কৃত দুষ্কর্মগুলো প্রকাশ হয়ে পড়লে মুসলমানরা রেগে গিয়ে দাঙ্গা করবে? হিটলারের দুষ্কর্ম তো জার্মানির ইতিহাস বইতে চেপে যাওয়া হয় না, জার্মান ও ইহুদী উভয় জাতিই তা সমানভাবে নিন্দা করে; তবে কেন মুসলমান নবাব-বাদশাদের অমানুষিক দুষ্কর্ম মুসলমানরা নিন্দা করবে না? 'ব্যতিক্রম' নিশ্চয় আছে, কিন্তু মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম দিয়ে জগত সংসার চলে না। যারা মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসার আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে, দেশে মুসলমানদের জন্য আলাদা আইন করে তাদের বহু বিবাহের ব্যবস্থা করেছে—তারাই হল 'ধর্মনিরপেক্ষ', আর যারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য একই আইন প্রবর্তন করতে চাইছে—তারা হল 'সাম্প্রদায়িক'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' প্রবন্ধে বলে গেছেন এই 'বিপরীত বুদ্ধি' বা 'উল্টো- পুরানই হল সব সর্বনাশের মূল।

"তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।"

মহামান্য বিচারপতিদের প্রতি

মহামান্য বিচারপতিগণ, আপনারাই এখন ভারতবর্ষের শেষ ভরসাস্থল। তাই ভারতের পঁচাশি কোটি হিন্দুর অধিকার রক্ষার জন্য শেষ আশ্রয় হিসাবে আপনাদের কাছে কয়েকটি বিনীত নিবেদন রাখছি।

কয়েক বছর আগে সংবাদপত্রে পড়েছিলাম, যে কোনও রকম নির্বাচনী প্রচারে 'হিন্দুর' নাম নিয়ে কোনও প্রচার করা নির্বাচন কমিশন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিভিন্ন হিন্দু রাজনীতিকগণ তাঁদের নির্বাচনী প্রচারে 'হিন্দু' শব্দ উল্লেখ করে ফেলার জন্য তাঁদের অভিযুক্ত করা হয়, দীর্ঘদিন বিচার চলে। পরিশেষে রায় বের হয়—'হিন্দুত্ব' শব্দ সাম্প্রদায়িক নয়, হিন্দুত্বের কথা বললে দোষ নেই। আচ্ছা মহামান্য বিচারপতিগণ, আমার কি একথা জিজ্ঞাসা করার অধিকার আছে যে, হিন্দু শব্দ উচ্চারণ করলে কিংবা ভারতের পঁচাশি কোটি মানুষ যে সম্প্রদায় ভুক্ত সেই 'হিন্দু সম্প্রদায়ের, স্বার্থরক্ষা করার জন্য নির্বাচনী প্রচার করলেই বা তা দোষের হবে কেন? **মহামান্য বিচারপতিদের কি মনে হয় না যে এইভাবে পঁচাশি কোটি হিন্দুর স্বার্থের কথা বলা নিষিদ্ধ করে হিন্দুদের কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে, ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের বাক্-স্বাধীনতা, রুদ্ধ করা হয়েছে তাদের স্বার্থ রক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকার।** আমরা তো সংসদে আমাদের স্বার্থরক্ষা করার জন্যই জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে পাঠাই, তাই না, মহামহিম? সব জাতিগোষ্ঠী, ধর্মগোষ্ঠী, যে কোন সম্প্রদায়—সবারই তো নিজের নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য সংসদে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার আছে, তাই না? তবে পঁচাশি কোটি হিন্দুর, হিন্দু হিসাবে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা বা তার জন্য সংসদে উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার কেন থাকবে না, মহামহিম? নির্বাচনী প্রচারে যদি 'হিন্দুস্বার্থর' কথা না বলা যায় তবে হিন্দুর স্বার্থ কিভাবে রক্ষা হবে মহামহিম?

আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি মুসলমান সম্প্রদায় কিন্তু সমস্ত নির্বাচনী প্রচারে মুসলমান-স্বার্থের কথা খোলাখুলি আলোচনা করে, মুসলমান-স্বার্থের কথা বলে ভোট চায়। নির্বাচন কমিশন কিংবা কোনও আদালতকে এব্যাপারে আপত্তি করতে শুনেছেন, মহামহিম?

হিন্দুস্বার্থের নামে ভোট চাওয়া যাবে না—এইমর্মে যদি কোনও আদালত আদেশ দিয়েও থাকেন, সেই আদেশ কেন পরিবর্তন করা যাবে না, মহামহিম? আমরা তো প্রতিনিয়ত দেখছি আদালতের আদেশ উচ্চতর আদালতে খারিজ হয়ে যাচ্ছে; সেই আদেশও আরোও উচ্চ আদালতে পাল্টে যাচ্ছে। সুপ্রীম কোর্টের আদেশ, সুপ্রীম কোর্টেরই আরেক বেঞ্চে পাল্টে যাচ্ছে। এগুলি কি প্রমাণ করে না যে বিচারপতিরাও সর্বদা অভ্রান্ত নন? পঁচাশি কোটি হিন্দুর সাংবিধানিক অধিকার যদি কোন নির্বাচন কমিশন কিংবা কোনও আদেশে [illegible] করা হয়, সেই আদেশটির সমালোচনা করার অধিকার আমাদের কেন

থাকবে না, **মহামহিম? এতে কি আদালত** অবমাননা **হবে, মহামহিম?** আযানে মাইক ব্যবহারের বিরুদ্ধে **কলিকাতা হাইকোর্টের** রায় বের হবার পর **বহু মুসলমান** নেতা কি প্রকাশ্যে সেই রায়ের **সমালোচনা করেনি, মহামহিম? তাদের কজনকে আদালত** অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করে **দণ্ড দেওয়া হয়েছে, মহামহিম? শাহবানুর কেসে সুপ্রীম** কোর্টের রায় বের হবার পর এবং এ বিষয়ে **সংবিধান সংশোধন করার পূর্বে বহু মুসলমান** নেতা কি প্রকাশ্যে **অশালীন** ভাষায় সুপ্রীম কোর্টের **নিন্দা করেনি, মহামহিম? জনতাদলের** মুসলমান নেতা ওবেদুল্লা খান আজমী কি সুপ্রীম **কোর্টের উদ্দেশ্যে বলেনি,** 'তো উসে ভি হাম জুতে কী নোক পর রাখ দেঙ্গে?' (টাইমস্ অফ **ইন্ডিয়া, দিল্লী, ২৭-৩-৯০)** তাদের কতজন আদালত অবমাননার দায়ে সাজা পেয়েছে, **মহামহিম?**

মকবুল ফিদা হুসেন সরস্বতীর নগ্ন ছবি আঁকলে সব মহলেই এটাকে **মতপ্রকাশের** স্বাধীনতা, শিল্পের স্বাধীনতা বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে **হুসেনের বিরুদ্ধে** যে মামলা হয়েছিল, আদালত তাঁর রায় দিয়েছেন কিনা, কিংবা দিয়ে থাকলে **কি রায়** দিয়েছেন, তা আমি জানতে পারিনি, কিন্তু হুসেন যে একের পর এক হিন্দু দেব-দেবীর নগ্ন ছবি এঁকেছেন, এটা সর্বজনবিদিত। কিন্তু ব্যাঙ্গালোরের এক শিল্পী, মকবুল ফিদা হুসেনের নগ্ন ছবি এঁকে প্রকাশ করলে মহামান্য আদালত কিন্তু সেটাকে শিল্পের স্বাধীনতা বলে মেনে নেননি, শিল্পীকে জেল ও জরিমানা দুই-ই করা হয়েছিল। **এই ঘটনা হিন্দু জাতির পক্ষে যে ভয়াবহ তাৎপর্য বহন করে তা আমি উল্লেখ করলে আমাকে কি কোনও দন্ড দেওয়া হবে, মহামহিম? এ ঘটনার থেকে যদি হিন্দুরা নিজেদের আদালতের চোখে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে মনে করে, তবে তাদের কি দোষ দেওয়া যাবে, মহামহিম?** আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি যে সব বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতিক ও সন্ত্রাসবাদীরা শত শত খুন করেছে এবং যখন তখন রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবার হুমকি দেয়, সরকার তাদের অভিযুক্ত করতে অক্ষম হয়ে তাদের সাথে আলোচনা করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে। এ-বিষয়ে মহামান্য বিচারপতিরা কখনও কোনও মত প্রকাশ করেছেন কি? **জনগণ যদি ধরে নেয় যে, যারা শতাধিক খুন করে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা শাসনবিভাগ বা বিচারবিভাগের নেই, তবে তাদের আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ড দিয়ে বিচারবিভাগের মর্যাদা রক্ষা করা যাবে কি, মহামহিম?**

এইভাবে বাক্-স্বাধীনতা হারিয়ে, নির্বাচনী প্রচারে নিজেদের স্বার্থের কথা বলার অধিকার হারিয়ে এবং প্রতিনিয়ত সরকারের কাছে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের আদর দেখে ভারতীয় হিন্দুরা যদি ভাবে শত শত খুন করাই সরকারের কাছে আদরণীয় হবার একমাত্র উপায়, তবে তাদের খুব দোষ দেওয়া যাবে কি, মহামহিম?

একজন মুসলমান বিচারপতি নিজে চারটি বিবাহ করেও একজন হিন্দু পুরুষকে দুটি বিবাহ করার জন্য দণ্ড দিতে পারেন—এই রকম একটি বিচার ব্যবস্থার জন্য

খুব গৌরব বোধ করেন কি, মহামহিম? যে দেশে দুটি সম্প্রদায়ের জন্য দুরকম আইন প্রচলিত, সেই দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায় কি, মহামহিম?

মহামান্য বিচারপতিরা একবার ভাবুন যে দেশে মুসলমানদের জন্য চাকুরী সংরক্ষণ, জমি সংরক্ষণ, এমনকি সংসদে আসন সংরক্ষণের ইস্যুগুলো ঘিরেই রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে সেই দেশে হিন্দুরা যদি নির্বাচনী প্রচারে হিন্দু-স্বার্থের কথা না বলতে পারে, তাহলে সেইদেশে হিন্দুরা অচিরেই রাজনৈতিক অস্তিত্ব হারিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে না কি, মহামহিম? ভারত কি সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছেনা, মহামহিম?

বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোনও মুসলমান বা খ্রিস্টান আক্রান্ত হলে বিচার বিভাগ নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু কাশ্মীরে হিন্দু পণ্ডিতরা যখন একের পর এক আক্রমণের শিকার হয়, সেখানকার সরকারের প্রশ্রয়ে বিচার বিভাগ কি কোনও দিনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তদন্ত করেছে? ২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার আইসমালি অঞ্চলে পুলিশ ও প্রশাসনের প্রশ্রয়ে মুসলমানরা যে হিন্দুনারীদের গণধর্ষণ করে চলেছে, এ ব্যাপারেই বা বিচারবিভাগের ভূমিকা কী, তা জানতে চাইলে আমার কি অপরাধ হবে, মহামহিম?

আচ্ছা মহামান্য বিচারপতিগণ, কোরানকে যেহেতু ধর্মগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তাহলে কোরান নির্দেশিত পথে মুসলমানদের দ্বারা সমস্ত পৌত্তলিক হিন্দুদের হত্যা করার অধিকারই স্বীকার করা হচ্ছে না কি? সাধারণ মানুষ বলতে পারে—'এসব কোরানের অপব্যাখ্যা', কিন্তু মহামান্য ও প্রাজ্ঞ বিচারপতিগণ কি একথা বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন? মহামান্য বিচারপতিরাও যদি বলেন, এসব কোরানের অপব্যাখ্যা, তাহলে, আসল ব্যাখ্যাটি কি—তা হিন্দুরা বিচারপতিদের কাছেই জানবার আশা করবেন। আর যদি কয়েক কোটি মুসলমান ঐ তথাকথিত 'অপব্যাখ্যাটিকে' আসল ব্যাখ্যা হিসাবে ধরে নিয়ে নির্বিচারে হিন্দুদের হত্যা করতে থাকে—যা তারা বাস্তবে করে চলেছে—তবে হিন্দুদের আত্মরক্ষা করার সাংবিধানিক অধিকার আছে কি, মহামহিম? সরকার যে হিন্দুদের রক্ষা করতে অনিচ্ছুক ও ব্যর্থ—এটা প্রমানিত সত্য নয় কি, মহামহিম?

মাত্র দুই দশক আগে কোরানকে নিষিদ্ধ করার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে যে মামলা হয়েছিল তা আমি মহামান্য বিচারপতিদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এবং ঐ মামলার বিস্তারিত বিবরণ মহামান্য বিচারপতিদের পড়ে দেখার আবেদন জানাই। দিল্লীর ভয়েস অফ ইন্ডিয়া, 'ক্যালকাটা কোরান পিটিশন' নামে সীতারাম গোয়েলের লেখা একটি বইতে এই মামলার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে।

অযোধ্যায় রাম মন্দিরের মামলা আজ বহু দশক হল আদালতের বিচারাধীন, বিচারাধীন বিষয় নিয়ে নাকি আদালতের শুনানির বাইরে কেউ কথা বলতে পারবে না। সত্যিই

কি এরকম আইন আছে, মহামহিম? সংসদে সেটা আলোচনা না করার বিধি আছে, জানি, কিন্তু মহামান্য বিচারপতিগণ একটু দয়া করে জানাবেন কি যে ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারাতে আছে যে সাধারণ জনগণ সংসদের বাইরে বিচারাধীন কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা বা মত প্রকাশ করতে পারবে না? মহামান্য বিচারপতিদের কি কোনও সন্দেহ আছে যে অযোধ্যাতে একটি সুপ্রাচীন রাম মন্দির ছিল যা জহীরুদ্দিন মহম্মদ বাবর নামে এক দুর্বৃত্ত ধ্বংস করে একটি মসজিদ তৈরী করেছিল এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দু সেই মন্দির রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছে এবং দিয়ে চলেছে? এই ঘটনার সপক্ষে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ কি মহামান্য আদালতের এজলাসে জমা পড়েনি? এই ভয়াবহ বিলম্বিত বিচার কি অবিচারের নামান্তর নয়, মহামহিম? আচ্ছা, মহামান্য বিচারপতিগণ, হিন্দুদের কোনও ধর্মস্থান যদি মুসলমানরা জোর করে দখল করে তাদের মসজিদ করে ফেলে, তবে সেই ধর্মস্থানের উপর হিন্দুদের সমস্ত দাবী কি শেষ হয়ে যায়, মহামহিম? যদি শেষ না হয়ে যায়, তবে অযোধ্যার রাম মন্দির হিন্দুদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আর যদি বলেন, হিন্দুদের ধর্মস্থান মুসলমানরা দখল করলে, হিন্দুদের আর কোনও দাবী থাকে না, তবে সেই ধর্মস্থান হিন্দুরা গায়ের জোরে পুনরুদ্ধার করলে মুসলমানদেরও ঐ স্থানের উপর আর দাবী থাকা উচিত নয়, তাই না মহামহিম?

এ-বিষয়ে আরেকটি তৃতীয় সম্ভাবনা আছে, মহামহিম। মহামান্য আদালত হয়তো অযোধ্যার রাম মন্দিরের উপর হিন্দুদের দাবীই স্বীকার করেন, কিন্তু মুসলমান সমাজের তীব্র প্রতিক্রিয়ার আশংকায় ও সরকারের চাপে হয়তো রায় দানে বিলম্ব হচ্ছে। বহু ইতিহাস, বহু সাম্প্রতিক ঘটনা চেপে যাওয়া হচ্ছে এই আশংকায় যে ঐ ঘটনা প্রকাশ পেলে মুসলমানরা রেগে গিয়ে দাঙ্গা করবে। কিন্তু মহামহিম, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে' এইসব ঘটনা, ইতিহাস চেপে না গিয়ে দাঙ্গাকারীদের দমন করাটাই সরকারের কর্তব্য নয় কি? **একটি গোষ্ঠী যখন তখন দাঙ্গা করবে—এই ভয়ের দ্বারা ব্ল্যাকমেল হয়ে যাবতীয় সরকারী কার্যকলাপ যদি নিয়ন্ত্রিত হয়, হিন্দুদের উপর একের পর এক গণধর্ষণের ঘটনা যদি চেপে যেতে হয়, ভারতের নানা অঞ্চল থেকে হিন্দুদের যদি নিঃশব্দে উৎখাৎ হতে হয়, এবং এসবের যদি কোনও প্রতিকার না থাকে তবে মহামান্য বিচারপতিরা ঘোষণা করুন যে 'ভারতে ইসলামিক শাসন কায়েম হয়েছে—এখানে হিন্দুদের কোনও অধিকার নেই'। সাধারণ মানুষ না বুঝলেও মহামান্য বিচারপতিরা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, কোনও দেশে কারা সংখ্যাগুরু এবং কারা সংখ্যালঘু তাতে কিছু এসে যায় না; ইতিহাসে অজস্রবার দেখা গেছে দুর্দান্ত প্রকৃতির সংখ্যালঘুরাই সংখ্যাগুরুদের অধীনস্থ করে রেখেছে; জীব-জগৎও এর ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু বলে তাদের মিথ্যা আত্মশ্লাঘায় ভুগতে না দিয়ে ভারতে তাদের প্রকৃত অবস্থান কী তা আপনারা জানিয়ে দিন।**

সংযোজন — ১

সংবিধানে যতদিন ব্যক্তিগত আইনের বিষবৃক্ষ থাকবে ইমরানাদের মিছিল ক্রমশ বেড়েই চলবে

গিয়াসুদ্দিন (পেশায় শিক্ষক)

উত্তরপ্রদেশের ইমরানা বেগম ধর্ষিতা হইয়া সংবাদের শিরোনামে উঠিয়াছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ধর্ষিতা হইবে— এ আর এমন কী। নারী তো জন্মায় ধর্ষিতা হইবার জন্যই। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু বেশি হৈ চৈ (প্রতিবাদ কই?) পড়িয়াছে, কারণ ধর্ষক কোনও সাধারণ দুস্কৃতী নহে, ধর্ষক স্বয়ং তাঁহার পিতৃসম শ্বশুর মহম্মদ আলি নামক একজন মানব জন্তু যাহাদের মা - মাসি চিনিতে নাই । বাংলা ভাষায় যে শব্দগুলি মানুষের মনে ঘৃণা ও ক্রোধের জন্ম দেয় 'ধর্ষণ' তাহাদের একটি কিন্তু নারী যখন পিতৃসম শ্বশুর কিম্বা পিতার কাছে (পিতার কাছেও কন্যা ধর্ষিতা হয় এই সমাজে) ধর্ষিতা হয় তখন 'ধর্ষণ' 'শব্দটি' অতিমাত্রায় ঘৃণা ও ক্রোধের কারণ হয়। আমার ক্ষেত্রে দুঃখের বিষয় এই যে, ধর্ষক মহম্মদ আলির বীভৎস অপরাধের বিরুদ্ধে নিন্দা, ঘণা, ক্রোধ ও প্রতিবাদ প্রকাশ করিবার সাধ্য আমার নাই। যাঁহারা পারেন, কী কারণে তাঁহারাই জানেন, তাঁহারা নীরবতা পালন করিতেছেন। তাই দু-এক কথা গুছাইয়া লিখিবার ক্ষমতা নাই জানিয়াও উক্ত পৈশাচিক ঘটনার প্রতিবাদ জানাইতে এই নিবন্ধের প্রয়াস।

ইমরানা ধর্ষিতা হইয়াছে, ধর্ষক শ্বশুরের বিচার আদালত যা ভাল বুঝিবেন কবিবেন— ব্যাপারটি যদি এই খাতে প্রবাহিত হইত তাহা হইলে অতি বিচলিত না হইলেও হয়তো চলিত। কিন্তু বিষয়টি জানাজানি হইবার পর এবং জঘন্যতম অপরাধী মহম্মদ আলিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিবার পর যে সব ঘটনা একটার পর একটা ঘটিতেছে তাহা ভীষণ উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে । কোরান- হাদিস হস্তে ধারণ করিয়া আসরে নামিয়া পড়িয়াছে, ইসলামের ধারক মানসম্ভ্রমকে ধর্ষণ করিতেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমাদের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংবিধানে ধর্ম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইনের কালা অধ্যায়টি এখনও বিদ্যমান। কিন্তু ধর্ষণ সংক্রান্ত অপরাধের বিষয়টি মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের সীমানার অন্তর্ভুক্ত নহে। তথাপি গায়ের জোরে মুফতি মাওলানারা নিজেদের সীমানা অতিক্রম করিয়া বসিয়া আছেন। অবশ্য কাজীর আদালতের অপেক্ষা না করিয়া গ্রাম্য পঞ্চায়েত বিচার করিয়া রায় ঘোষণা করিয়াছে— অতঃপর স্বামী নুর ইলাহির সঙ্গে ইমরানার বিবাহবন্ধন রহিত হইয়া গিয়াছে। ফতোয়ার আরও দুটি দিক হইল। (এক) ইমরানাকে অতপর তাঁর ধর্ষক শ্বশুরকেই স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে এবং (দুই) যে নুর এলাহির ঔরসে ইমরানা পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তাহাকেই সন্তানরূপে বরণ করিতে হইবে। শ্বশুর মহম্মদ আলি কন্যাসমা পুত্রবধূকে ধর্ষণ করিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন, গ্রাম্য পঞ্চায়েতের কাজীর ফতোয়া তাহার চেয়েও যে জঘন্যতম তাহা বলা বাহুল্য। আর এই ঘৃণ্যতম ফতোয়াকে সমর্থন জানাইয়াছেন দেওবন্দি কোরান-হাদিস বিশারদ মুফতিগণ। কাজীদের এই বিচারই প্রমাণ করে ইসলামে নারীর অধিকার আদৌ আছে কি না [illegible] নারীকে ন্যূনতম মান-সম্ভ্রম দিতে ইসলাম কত অপারগ।

যে অসহায় নারী শ্বশুরের আদিম পাশবিক কামনার শিকার হইল, কোরান-হাদিসের বিচারে সেই নারীকেই দণ্ডিত হইতে হইল। তাঁহাকে স্বামীর ঘর হইতে নির্বাসিত করা হইয়াছে, এবং তিনি এখন পিতৃগৃহে অন্তরীণ হইয়াছেন। বিচারকগণ ধর্ষককে শাস্তিদানের বদলে তাহারই স্ত্রীরূপে ইমারানাকে সমর্পিত করিবার বিধান দিয়া পুরস্কৃত করিল। শুধু ফতোয়া দিয়াই কার্য সম্পাদন করে নাই, তড়িঘড়ি কাজীর আদালত গঠন করিয়া উক্ত ফতোয়া কার্যকরী করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। সেই আদালতে ইমারানা প্রথমবার হাজির হন নাই ঠিকই, কিন্তু প্রথমে ফতোয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও প্রচণ্ড চাপে পড়িয়া শেষ পর্যন্ত ফতোয়ার পক্ষেই সম্মতি দিয়াছেন। বুঝিতে অসুবিধা হয় না, অতঃপর শ্বশুরের সহিত ইমরানা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইবেন এবং কাজী ও মুফতির দল কুখ্যাত ও ঘৃণ্যতম মানবজন্তুটিকে ফৌজদারি মোকদ্দমা হইতে যুক্ত করিয়া আনিবেন। তারপর ইমরানা আমৃত্যু তাঁর জানোয়ার শ্বশুরটির কাছে ধর্ষিতা হইতে থাকিবেন। এই কাজটি যে খুব কঠিন হইবে না তাহা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট কবিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দারুল উলুমের ধর্মীয় নেতারা পণ্ডিত, মুসলিম সমাজের ভাবাবেগ বোঝেন, ভেবেচিন্তে ফতোয়া দিয়েছেন। হায়রে ক্ষমতা! হায়রে রাজনীতি!

মুসলিম সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ যাহারা কিঞ্চিৎ শুভবুদ্ধি অর্জন করিয়াছেন কিন্তু কোরান-হাদিস যাহাদের শেষ কথা তাহারা যেন একটু লজ্জিত। উহারা ক্ষীণকণ্ঠে বিশেষজ্ঞের মত ব্যক্ত করিয়াছেন— এই ফতোয়া ইসলামের ন্যায়বিচারকে সমর্থন করে না। আহারে! ইসলাম কত মহান! এই জীবগুলো আরও ভয়ঙ্কর। কুৎসিত দিকগুলো বাক্যের ধুম্রজালে আড়াল করিয়া ধর্মকে মহানরূপে তাহারা পরিবেশন করিয়া মানুষের সঙ্গে তঞ্চকতা করেন। ধর্ষিতাকে দণ্ডপ্রদান ও ধর্ষককে পুরষ্কৃত করিবার ফতোয়া এই সমাজে তীব্র ক্ষোভ ও বিবমিষা উদ্রেক করিলেও কোরানে তাহার প্রচ্ছন্ন সমর্থন রহিয়াছে। কোরানের বিচারে নারী শস্যক্ষেত্র স্বরূপ (সুরা বাক্কাহার, আয়াত দুই শত তেইশ)। শস্যক্ষেত্র তো উৎপাদন করিবার নিমিত্ত সম্পত্তি মাত্র। সম্পত্তি মানেই উহার একজন মালিক থাকিবে এবং উহা সর্বদা হস্তান্তর যোগ্য। সুতরাং ইমরানা এতদিন নুর ইলাহির সম্পত্তি ছিল, অতঃপর নুর ইলাহির পিতার সম্পত্তি হইবে। এতদিন নুর ইলাহি ইমরানাকে আবাদ করিয়া পাঁচটি সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন, অতঃপর নুরের পিতা সেই ইমরানা নামক শস্যক্ষেত্রটির সদ্ব্যবহার করিবেন, ইহা এমন আব কী!

মুফতিগণ নিশ্চয় মহম্মদের (শেষ নবী!) জীবনের একটি ঘটনায় প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। মহম্মদ স্বয়ং তাঁহার সুন্দরী পুত্রবধূ জয়নাবের বিবাহ দিয়াছিলেন তাঁহার পালিত পুত্র জায়েদের সহিত। কিছুদিনের মধ্যেই মহম্মদের সহিত পুত্রবধূ জয়নাবের প্রণয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু বাধ সাধিল লোকলজ্জা। লোকাপবাদ কাটাইতে তিনি আল্লার বিধান (প্রত্যাদেশ) আনিলেন এবং জায়েদকে বলিলেন জয়নাবকে তালাক দিতে। জায়েদ তখন জয়নাবকে তালাক দিল, মহম্মদ তারপর জয়নাবকে বিবাহ করিয়া মনের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। কৌতুহলী ও সংশয়ী পাঠক (সুরা আহযাবের সাঁইত্রিশ নম্বর আয়াতটি দেখুন) সেইখানে আছে, '....তুমি তাকে (জায়েদ) বলেছিলে, তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না, আল্লাহকে ভয় করো। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, তুমি লোকভয় করেছিলে অথচ আল্লাহ্‌কে ভয়করা তোমার অধিকতর সঙ্গত। অতঃপর জায়েদ

যখন তার (জয়নাব) সাথে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিল, তখন আমি তাকে (জয়নাব) তোমার সাথে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করলাম।' মহম্মদের ব্যক্তিগত জীবনের এই কর্মটি হইতে আলোকপ্রাপ্ত হইয়া যদি দারল উলুম মাদ্রাসার (দেওবন্দ) মুফতিগণ উক্ত ঘৃণ্য ফতোয়াটিকে সমর্থন জানাইয়া থাকেন তবে তাহাদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তাহাদের জন্ম ভুলবশত বিংশ শতাব্দীতে হইয়া এবং আমাদের দুর্ভাগ্য তাহারা একবিংশ শতাব্দীর মানুষ, কিন্তু তাহারা তো পড়িয়া আছেন সেই ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর অন্ধকার যুগেই। কিন্তু মুশকিল হইল যে, সেই অন্ধকার যুগে যা ছিল স্বাভাবিক এই একবিংশ শতাব্দীতে তা তো ভয়ানক কুৎসিত, বীভৎস ও বর্বর ঘটনা। এই যুগে এইসব ঘটনাতো সহ্য করা যায় না, চলিতেও দেওয়া যায় না। এর প্রতিকারের ব্যবস্থাতো করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিকার কোন পথে হইবে? একটি নিবন্ধে তাহা আলোচনা সম্ভব নহে। প্রতিকারের জন্য সবচেয়ে জরুরি এবং সর্বাগ্রে জরুরি যে কার্যটি করা দরকার সেই বিষয়েই একটু আলোচনা করিয়া লেখাটি শেষ করিব। অনেকেই ইমরানাদের ওপর পাশবিক অত্যাচারের ঘটনাকে সামাজিক ব্যাধি বলিয়া ভাবেন। কিন্তু ইহা ব্যাধি নহে, ব্যাধির লক্ষণ মাত্র। ব্যাধি নিহিত আছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এবং অবশ্যই আমাদের সংবিধানে। সংবিধানে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের যে ব্যাক্তিগত আইন আছে সেইখানেই কাজী ও মুফতির সকল শক্তি নিহিত আছে। মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের জোরেই মুসলিম মৌলবাদীরা মুসলিম নারীদের ওপর এত জোর-জুলুম ও নির্যাতন চালাইয়া আসিতেছেন। যতদিন সংবিধানে মুসলিম ব্যাক্তিগত আইনের বিষবৃক্ষটি থাকিবে ইমরানাদের মিছিল ক্রমাগত দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে থাকিবে। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংবিধান হইতে ওই বিষবৃক্ষটি উৎপাটন করা। ১৯৫০ সালে বিষবৃক্ষের যে চারাটি রোপণ করা হইয়াছিল সেইটি এখন মহিরুহ। সেই মহিরুহটিকে নির্মূল করিবার দায় শুধু মুসলমানদের?

তাং— ১৩/০৭/০৫ দৈনিক স্টেটসম্যানের সৌজন্যে।

সংযোজন — ২

ধর্ষণ, নির্যাতন রুখতে মহিলাদেরই এগিয়ে আসতে হবে

সুলতানা ওয়াজেদা (পেশায় শিক্ষিকা)

উত্তরপ্রদেশের ইমরানা থেকে অসমের জ্যোৎস্না আরা, শ্বশুর কর্তৃক একই ধর্ষণের ও তজ্জনিত একইরকম ফতোয়ার শিকার হওয়ার কাহিনি। মাঝখানে দেখা দিয়েছে, বুলান্দশরের হুডোসি গ্রামের রানি যে তার শ্বশুর ইস্তিয়াকের দ্বারা ধর্ষিত হয়ে শ্বশুরবাড়ির চাপে পড়ে গত দুবছর পিত্রালয়ে নির্বাসিতের জীবনযাপন করছিল। ইমরানার সাহসী পদক্ষেপে অনুপ্রাণিত হয়ে সেও পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছে। এমনি কত রানি, ইমরানা ও জ্যোৎস্না অবস্থার চাপে চরমতম নির্যাতনের পরেও নীরবে নিভৃতে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

ধর্ষিতা ইমরানার উপর ধর্মীয় ফতোয়া জারির ঘটনায় আজ উতলা দেশ, উতলা

গণমাধ্যমগুলি, উতলা বিভিন্ন 'পরমহিতৈষী' রাজনৈতিক নেতারা, যাঁরা যেকোনও ব্যক্তিগত 'দুর্ভাগ্যের' ঘটনাকে তড়িঘড়ি রাজনৈতিক আঙিনায় এনে রাজনীতির ঘোলাপাঁকে ফেলে নিজেদের স্বার্থান্বেষী ভোটব্যাঙ্কের খরিদ্দার জোগাড়ে ব্যস্ত।

পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মুজফ্‌ফরনগরের চরথাওল নামের এক অজ পাড়াগাঁয়ের ইমরানা বিবি (২৮)-কে ধর্ষণ করে তার শ্বশুর আলি মহম্মদ (৬৫)। পরিবারের সদস্যরা ঘটনা ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পঞ্চায়েতের রায়, পাঁচ সন্তানের জননী ইমরানাকে স্বামী ছেড়ে শ্বশুরকে বিয়ে করতে হবে। শরিয়তে নাকি এরকমই বিধানই আছে। ইমরানা এ বিধান মানতে চাননি। তিনি ধর্ষক শ্বশুরের শাস্তি ও সুবিচার চেয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন ও আবেদন করেন মুসলিমদের সর্বোচ্চ আদালতে। এই আদালত দারুল উলম দেওবন্দ রায় দেয়, স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করে বিয়ে করতে হবে অপরাধী শ্বশুরকেই ও স্বামীকে পুত্ররূপে গণ্য করতে হবে। দারুল উলুমের এই বিধানকে সমর্থন জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড। ল'বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৈয়ত মহম্মদরাবে আল হাসানি নাদভী এই ফতোয়া ধর্মীয় বিধানমোতাবেক বলে স্বীকার করলেও অভিযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ ইমরানার শ্বশুরের সাজা দাবি করেন। তিনি বলেন, "শরিয়াতে ধর্ষণ হত্যার সমান অপরাধ।" আমরা আরও জানি, ধর্ষণকারীর শাস্তি, তাকে বুক পর্যন্ত সমাধিস্থ করে পাথর ছুঁড়ে মারা। এই উলেমা ও খলিফা প্রণীত শরিয়তের এক বিধান। অথচ ফতোয়াবাজরা ধর্ষণকারীকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে ধর্ষিতার যন্ত্রণাকেই আরও তীব্র করছে। প্রত্যেক ধর্মেই নারীকে হেয় ও ছোট করার প্রবণতা আছে এবং ধর্মের ফতোয়া জারি করে নারীকে নিপীড়ন করা হয়। তাইতো প্রতিবেশী বা প্রতিবেশিনীদের চোখে আজ ইমরানা 'নষ্ট মেয়েছেলে', 'স্বভাবচরিত্র' ভাল নয়। ইমরানার এই জেলাতে নির্মম ও নিষ্ঠুর আরও অনেক সম্প্রদায়গত বা গোষ্ঠীগত সমাজবিধান আছে যার বলি দরিদ্র, সাধারণ ধর্মভীরু অশিক্ষিত মানুষজন। পুলিশ-পঞ্চায়েত ও ধর্মগুরুরা 'একসূত্রে কাঁদিয়াছে প্রাণ' সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে বলবৎ রাখতে। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের 'বাল্যবিবাহ' প্রথা ভারতীয় সাধারণ আইন অনুসারে না হয়ে চিরাচরিত সামাজিক 'বিধির বিধানে' চলছে। এইসব আমাদের পশ্চাদপসরণের নমুনা।

ক'জন পাকিস্তানের মুখতারণ বিবি পাবো, ক'জন তসলিমা নাসরিন পাবো, ক'জন ফুলনদেবী পাবো যাঁরা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মুরুব্বিদের কাছে মাথা নোয়াননি, যাঁরা উচ্চবর্গেনিষ্ঠুরতার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছেন বা যাঁরা মৌলবাদীদের ফতোয়ার হুমকিতে ঘর ছেড়েও নারীর স্বাধিকার রক্ষায় বলিপ্রদত্ত।

শরিয়তি আইন বা যে কোনও ধর্মীয় আইনই সমাজ ও যুগের পরিবর্তনের তালে তালে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত এবং সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। কোনও বিধানই একেবারে স্বতঃসিদ্ধ ও চিরন্তন হতে পারে না। সমাজের উত্থান-পতনের কষ্টি পাথরে তাকে পরীক্ষিত ও উন্নীত হতে হয়। না হলে প্রবাহের মুখ বন্ধ হয়ে সহস্র শৈবালদাম গলিত পূতিগন্ধময় ও বিষাক্ত এক ধর্মীয় পরিবেশ গড়ে তুলবে যেখানে মুক্তচিন্তা, মুক্তসংস্কৃতি ও মানবতা মাথা ঠুকে মরবে। 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' সংশোধনের কথা বার বার ওঠে কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোনও আইনই সংশোধিত হয় না তা রয়ে যায় আলোচনার পর্যায়েই। ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধির আমলে বিবাহবিচ্ছেদের পরে খোরপোষ চেয়ে মামলা করেছিলেন শাহবানু। 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে' এ ধরনের কোনও খোরপোষের কথা না থাকলেও

সুপ্রিম কোর্ট শাহবানুর পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু তৎকালীন সরকার মুসলিম মহিলাদের জন্য অন্তবর্তীকালীন 'ইদ্দত'-এ খোরপোষের আইন চালু করেছিল। সরকার পাশ কাটিয়েছিলেন এই অজুহাতে ''গোষ্ঠীর ভিতর থেকে প্রতিবাদ'' না উঠলে সরকার নিজে কিছু করতে পারবে না।

দেরিতে হলেও; মুসলিম মহিলা পার্সোনাল ল' বোর্ড জেগে উঠেছে। ইমরানার উপর যে ফতোয়া জারি করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার। সংগঠনের সভানেত্রী শাঈস্তা আম্বের দেওবন্দের দারুল উলুমের জারি করা ওই ফতোয়া খারিজ করে বলেছেন, কোরান অনুযায়ী ইমরানা তাঁর স্বামীর জন্য হালাল হয়েছেন এবং তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার আছে স্বামীর সঙ্গে থাকার। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা সুধা সুন্দররমণ ইমরানার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, জাতের মিল না থাকলে বিবাহিত দম্পতিকে জোর করে আলাদা করা এবং নিপীড়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকার জাতভিত্তিক 'খাপ পঞ্চায়েতে'। হরিয়ানার পারিবারিক সম্মানের নামে এই অত্যাচারের ঘটনার বিরুদ্ধে সরবও হয়েছে সংগঠন। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন গিরিজা ব্যাস ইমরানাকে সামাজিক ও আর্থিক সুনিশ্চিয়তা প্রদানের সবরকম আশ্বাস দেন ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ব্যাপারটিকে দেখতে বলেছেন। ইমরানার উপর যে জঘন্য, নারকীয় ও বর্বরোচিত ধর্মীয় ফতোয়া জারি করেছে দারুল উলুম তা অযৌক্তিক ও সর্বোতভাবে অবাস্তব এক মধ্যযুগীয় বিধি যা 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে এখনও স্থান করে রয়েছে। এই আইনটি অবিলম্বে বিলোপ করার জন্য 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডকে কড়া ও আশু সিদ্ধান্ত নিতে হবে, নতুবা 'গোষ্ঠীর ভিতরে'র প্রতিবাদী কণ্ঠরোধ হতে হতে ফতোয়াবাজদের বজ্র-নিনাদে আমাদের আঁতকে উঠতে হবে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন মানুষের অভাব নেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাঁরা উঠুন, জাগুন। উপমহাদেশগুলিতে এই যে সম্প্রদায়গত বা গোষ্ঠীগত আইনের কবলে পড়ে কত নারী নিগৃহীতা হচ্ছেন তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। নারীর অগ্রগতি বা কল্যাণ ব্যতিরেকে সমাজ উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রবহমানতাই জীবন। অচল আবর্জনার সংস্কার করে স্বচ্ছ স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তুলি। ইমরানার 'অভিযুক্তের' শাস্তি হোক শরিয়তি আইনে নয়, দেশের সাধারণ আইন অনুযায়ী। তাছাড়া নারীদের সমস্যা সমাধানে নারীদেরই এগিয়ে আসতে হবে। অধিকার কেউ কাউকে দেয় না ছিনিয়ে নিতে হয়। বহুযুগের পরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেখানে নারী অবদমনের নীতি প্রণয়ন করা আছে সেখানে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আপমর নারীদের অধিকারবোধ গড়ে তোলা। তাই আসে শিক্ষার প্রশ্ন। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে, কেননা শিক্ষা আনে চেতনা এবং চেতনা ঘটায় বিপ্লব। শিক্ষাই এখন মুসলিম মহিলাদের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

তাং— ১৩/০৭/০৫ দৈনিক স্টেটসম্যানের সৌজন্যে।

সংযোজন — ৩

এ আমাদের সবার জয়

তসলিমা নাসরিন

দ্বি-খণ্ডিত নিষিদ্ধ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। নিষিদ্ধ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলা হল, দীর্ঘদিন সেই মামলার শুনানি চলার পর কলকাতার উচ্চ-আদালত সরকারি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। আমরা যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, মুক্তচিন্তায় এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, আমাদের কাছে এ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত। এই রাষ্ট্রই যদি গণতন্ত্রের প্রধান শর্তগুলো রক্ষা না করতে পারে, তবে এ লজ্জা ভারতের, এ লজ্জা সকল ভারতবাসীর।

আমি যখন আদালত কক্ষে রায় শুনছি, যখন আদালত কক্ষের বাইরে রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছি, লক্ষ করেছি, তীব্র কোনও উচ্ছ্বাস আমার ভিতর ছিল না। আশেপাশের অনেকে বেশ বিস্মিত দৃষ্টি নিয়েই আমার শান্ত-প্রশান্ত মুখ আর যে কোনও দিনের মতই অচঞ্চল আচরণ দেখছিল। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের পক্ষে রায় আমার কাছে খুব স্বাভাবিক একটি ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল বলেই সম্ভবত কোনও উত্তেজনা দেখা দেয়নি। এ রায় তো প্রত্যাশিত। আমার ভিতরে ভীষণ অস্থিরতা আমি লক্ষ্য করেছিলাম যখন দ্বিখণ্ডিত নিষিদ্ধ হওয়ার খবর পেয়েছিলাম। সেই খবরটি ছিল অপ্রত্যাশিত। শুধু অপ্রত্যাশিত বললে ভুল বলা হয়, ছিল অকল্পনীয়। সেই খবরটি আমাকে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগে কাঁপিয়েছিল, দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনার জলে রেখেছিল নিশ্চিতই নিমজ্জিত। বামপন্থীরা যে ধর্মীয় মৌলবাদীর মত আচরণ করতে পারে, বই নিষিদ্ধ করার মত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে, তা আমার ধারণা বা বিশ্বাসের বাইরেই শুধু নয়, উদ্ভট আর অসম্ভব কিছু কল্পনা করা আমার পক্ষে যদি সম্ভব হয়, তার মধ্যেও তা পড়ে না। এরপর, আমি বাকরুদ্ধ বসেছিলাম, যখন অনেকের লেখা থেকে জেনেছিলাম যে, এ রাজ্যের বামপন্থীরা মুসলমানের ভোট পাবার জন্য কিছু মৌলবাদীকে—যেন ওই মৌলবাদীরাই গোটা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি—তুষ্ট করে চলে। এই যদি চিত্রটি হয়, তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি মুসলমানের সত্যিকার বন্ধু তারা নয়। কোনও সমাজের মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে সেই সমাজের সত্যিকার উন্নতি করা যায় না। ইসলামকে আদরে আহ্লাদে টিকিয়ে রাখলে সবচেয়ে বেশি সর্বনাশ হয় মুসলমানদের। ইসলামের শত্রু যদি কেউ থাকে, তবেই চাইবে এটিকে দুধ কলা দিয়ে বড় করতে। ইসলাম যতটা মুসলমানের ক্ষতি করে, ততটা অন্য কোনও জাতিকে বা ধর্মকে করে না। মুসলমানের রাষ্ট্রে সমাজে সম্প্রদায়ে গোষ্ঠীতে যদি ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন, দ্বিধা, সংশয় না থাকে, যদি অন্ধত্বই আর অজ্ঞানতাই দখল করে থাকে এর সবটুকু আঙিনা, তবে এ মানুষেরই ক্ষতি, যে মানুষ কেবল জন্মসূত্রে মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, কোনও সুযোগ পায়নি চিন্তাকে প্রসারিত করার, চেতনাকে উন্মুক্ত করার, বিবেককে শাণিত করার এবং অযুক্তিকে বা ধর্মকে বর্জন করার।

মুসলমানদের মঙ্গল যদি কেউ সত্যিকারের চায়, আমি নিশ্চিত, তাকে আর যা কিছুই হওয়ার পরামর্শ দিক, ধার্মিক হওয়ার পরামর্শ দেবে না। আর যে আইনই মেনে চলতে

বলুক ধর্মীয় আইন মেনে চলতে বলবে না। মুসলমানের এক রত্তি ভালো যদি কেউ চায়, তবে আর যাকেই করুক, কোনও মুসলমানকে সে সহায়তা করবে না চৌদ্দশ বছর আগে জন্ম হওয়া ইসলাম নামের একটি ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং এটিকে যথাযথ পালন করার জন্য, যে পালনে নারীর সর্বনাশ হয়, যে পালনে অবিজ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, যে পালনে মানবতার মান যায়। মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত যেন না লাগে এ ব্যাপারে এ রাজ্যে মুসলমানদের চেয়েও বেশি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন নাস্তিক আখ্যায়িত কিছু অমুসলমান। সত্যিকার নাস্তিক হলে, আমি বুঝে পাই না, কেন তাঁরা সবরকম ধর্মের আগ্রাসন থেকে মানুষকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন না, কেন ধর্মীয় অনুভূতিকে জিইয়ে রাখতে চান, কেন এই অনুভূতিকে ভিন্ন মতে সহিষ্ণু করার, যুক্তিবুদ্ধিতে বলিষ্ঠ করার কোনও উদ্যোগ তাঁরা নেন না?

প্রশ্ন অনেক। প্রশ্নগুলো নিয়ে যখন অসহায় বসে থাকি, এদিক ওদিক থেকে উত্তর মেলে, সবই নাকি ভোটের জন্য। কেবল ভোটের জন্য গোটা সমাজের গোটা জাতির এমন সর্বনাশ কেউ করতে পারে? যদি পারে,তবে কি তাঁদের নির্দ্বিধায় বলতে পারি তাঁরা মানবতায় বিশ্বাসী, সমতায় এবং সাম্যে বিশ্বাসী?

দীর্ঘ দু'বছরের বন্দিত্ব থেকে দ্বিখন্ডিত আজ মুক্ত। দ্বিখন্ডিত ছোট একটি বই। এর লেখক তসলিমা ছোট একটি মানুষ। আপাতদৃষ্টিতে আদালতের রায় একটি ছোট তসলিমার ততোধিক ছোট দ্বিখন্ডিতকে মুক্ত করেছে বটে, আসলে কিন্তু কোটি কোটি মানুষকে মুক্ত করেছে পরাধীনতা থেকে। এ তসলিমার বাকস্বাধীনতার পক্ষে রায় নয়। এ তার একার কোনও ঘটনা নয়। এ ভারতবর্ষের একশ কোটি মানুষের বাকস্বাধীনতার পক্ষে রায়। আদালতের এই রায় একটি ছোট তসলিমা থেকে, তার *দ্বিখন্ডিত* নামের ছোট একটি বই থেকে অনেক বড়। অনেক মূল্যবান। এই রায় মানুষের কথা বলার অধিকারের পক্ষে রায়। মানবাধিকারের পক্ষে রায়।

আমাদের মত, সে যত ভিন্নই হোক, আমাদের যদি কথা বলতে না দেওয়া হয় এবং এর প্রতিবাদ যদি আমরা না করি, তবে হয়ত দেখতে হবে আমরা আর কথা বলছি না, আমরা বোবা হয়ে গেছি, কথা বলতে চাইলেও আমরা আর পারছি না। আমরা আর মানুষ নেই। পুতুলে পরিণত হয়েছি। এই আমরা কারা? আমি আপনি সে তুমি ওরা তারা সকলে। এর মধ্যে প্রগতিশীল আছে। মৌলবাদী আছে। ভালো আছে মন্দ আছে। সকলেরই কথা বলার অধিকার থাকুক। গণতন্ত্র থাকুক। কিন্তু কারও কণ্ঠ রোধ করে গণতন্ত্রকে হত্যা করার অধিকার কারও যেন না থাকে। সে যত জনপ্রিয় নেতা হোক, ভোটে জেতা শাসকই হোক।

জয় হল। এ আমাদের সবার জয়। এই জয়কে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। জয়কে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আর যেন এ রাজ্যে একটি বইকেও, একটি মতকেও, সে যত সামান্য হোক, নিষিদ্ধ না করা হয়। যদি ভালো না লাগে, নিন্দা কর, নিষিদ্ধ কোর না। কারও মানবাধিকারে, কারও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় থুতু ছিটিয়ে, তুমি, সে যত বড় কবিই হও না কেন, যত বড় মাতব্বর, মস্তান বা লাটসাহেব হও না কেন, তুমি তোমাকেই ক্ষুদ্র কর।

তাং— ২৫/০৯/০৫ দৈনিক স্টেটসম্যানের সৌজন্যে।

সংযোজন — ৪

দুই মেয়েকে ধর্ষণ বাবার দশ বছর জেল

লখনউ, ১অক্টোবর ঃ নিজের দুই মেয়েকে একাধিক বার ধর্ষণ করার অপরাধে এক ব্যক্তির ১০ বছর কারাদন্ড হয়েছে। মহম্মদ হাশিম নামে ওই ব্যক্তির স্ত্রী চান, তাঁর স্বামীর হয় ফাঁসি হোক নয়তো যাবজ্জীবন জেল হোক। তাই শাস্তি বাড়ানোর জন্য আদালতে আর্জি জানাবেন তিনি। মহম্মদ হাশিম টানা তিন বছর ধরে তার দুই মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। ভয়ে মেয়েরা কেউ বাবার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারেননি। বড় মেয়ের তিনটি পুত্রসন্তানও হয়েছে। একটি সন্তান হয়েছে ১৬ বছর বয়সী ছোট মেয়েটিরও। পরিবারের সবাই সব জানলেও হাশিমের অপরাধের কথা প্রকাশ করার সাহস ছিল না কারোরই। সহ্য করতে না পেরে গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে পুলিশের কাছে সব কথা ফাঁস করে দেয় হাশিমের ছোট মেয়ে। কিন্তু হাশিমকে সহজে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। ওই ব্যক্তি তার মেয়েদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ এনে বলেছে, বসত বাড়িটি দখল করে নিতে চায় বলেই তার মেয়েরা ওই অভিযোগ এনেছে। কিন্তু ডিএনএ পরীক্ষায় মেয়েদের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। গ্রেফতার হয় ধর্ষক বাবা। অভাবী সংসারে ঠাঁই মেলেনি শিশুগুলির। তাদের অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাং— ০১/১০/০৫ আনন্দবাজারের সৌজন্যে।

ইসলাম সম্বন্ধে কিছু মনীষীর মন্তব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"পৃথিবীতে দুটি ধর্ম সম্প্রদায় আছে, অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র—সে হচ্ছে খ্রিস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্ম পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এজন্য তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য উপায় নেই।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৭ আষাঢ়, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ; কালিদাস নাগকে লিখিত পত্র, কালান্তর, বিশ্বভারতী, ২৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৫, ১৯৮২।

স্বামী বিবেকানন্দ

"এ বিষয়ে মুসলমানরা অত্যন্ত স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। তাদের সিদ্ধবাক্য শুধু একটিই, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মহম্মদুর রসুলুল্লাহ্।' অর্থাৎ ঈশ্বর মাত্র একজনই এবং মহম্মদ তাঁর রসুল (প্রতিনিধি)। এই সিদ্ধ বাক্যের বাইরে আর যা কিছু আছে সবই নিকৃষ্ট বস্তু এবং অবিলম্বে সেগুলিকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে—এই হল মুসলমানদের কথা। এ কথায় যে বিশ্বাস করে না, সে পুরুষই হোক কিংবা নারীই হোক, মুহূর্তের হুঁশিয়ারি দিয়েই তাকে হত্যা করা হবে; যা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির অন্তর্গত নয় তাকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করতে হবে এবং এই বিশ্বাসের সাথে মিলছে না এমন যত গ্রন্থ আছে সেগুলিকে দগ্ধ করতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে শুরু করে অতলান্তিক মহাসাগর পর্যন্ত পাঁচশত বর্ষব্যাপী পৃথিবীর বুকে এই এক কারণে রক্তের বন্য বয়ে গিয়েছে। এই হল ইসলাম।"

(ক্যালিফোর্ণিয়ার প্যাসাডোনার সেক্সপীয়র ক্লাবে ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ সালে প্রদত্ত ভাষণের রামকৃষ্ণমিশন স্বীকৃত বঙ্গানুবাদ, মূল ভাষণটি 'টিচার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড' নামে অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত মায়াবতী সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডের ১২৬ পৃষ্ঠায় পাবেন।)

বি. আর. আম্বেদকর

"ইসলামের ভ্রাতৃত্ব মোটেই বিশ্বভ্রাতৃত্ব নয়, এটা কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যই, যারা মুসলমান তারাই কেবল এর সুযোগ পাবে, কিন্তু অমুসলমানরা পাবে কেবল শত্রুতা।"

(ডাঃ বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর, 'পাকিস্তান অর দ্য পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া', মহারাষ্ট্র সরকার প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৩০।)

"যেখানেই ইসলামিক শাসন রয়েছে সেটাই মুসলমানের নিজের দেশ। বস্তুত ইসলাম একজন প্রকৃত মুসলমানকে কখনওই ভারতকে তার নিজের দেশ বলে মেনে নিতে দেবে না বা হিন্দুদেরকে তার আত্মীয় বলে স্বীকার করতে দিতে পারে না।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৩০-৩৩১)

"মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক মুসলমান এবং তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মধ্যে সত্যি কোনো পার্থক্য আছে কিনা তা বোঝা দুস্কর। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ভাবাবেগ, লক্ষ্য এবং নীতিসমূহ আদৌ কংগ্রেসের সাথে মেলে কিনা বা মুসলিম লিগের থেকে তাদের আলাদা করে দেওয়ার কারণ আছে কিনা তা ঘোর সন্দেহের বিষয়।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪০৮)

"ভারতে মুসলমানরা চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, যদিও শহরগুলিতেই তাদের সংখ্যা বেশী। (পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য) ভারতকে যেভাবেই ভাগ করা হোক না কেন কোনোভাবেই বিশুদ্ধ (হিন্দু বা মুসলমান) এলাকা গঠন করা সম্ভব নয়। একমাত্র হিন্দু-মুসলমান সংখ্যালঘু লোক বিনিময় করা হলেই তা সম্ভব। যতক্ষণ না তা করা হচ্ছে, পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সমস্যা হিন্দুস্থানে পূর্বের মতোই থেকে যাবে এবং হিন্দুস্থানে ক্রমাগত জাতি-রাজনীতিগত বিরোধ হতেই থাকবে।

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ১১৭)

"এতে সন্দেহমাত্র নেই যে (ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে) সংখ্যালঘু বিনিময় করাই সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখার একমাত্র সমাধান।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১৬)

মনে রাখতে হবে একথা বলছেন বাবাসাহেব আম্বেদকর, কোনও হিন্দুত্ববাদী নয়। আম্বেদকর ছিলেন প্রধান সংবিধান রচয়িতা এবং কংগ্রেস সরকারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং একজন বৌদ্ধ।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

"জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানরা কোনো আগ্রহ দেখায়নি—মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্য। তারা ভারতকে নিজের দেশ বলে মনে করে না।"

(পৃথিবী বিখ্যাত মুসলিম-প্রেমিক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একথা বলেছেন ২৯ এপ্রিল ১৯২৫ সালের ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায়।)

স্যার উইলিয়াম মুর

হজরত মহম্মদের নিরপেক্ষ জীবনীকার ও বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুর বলেছেন—

"কোরান ও ইসলামের তরবারি মানবসভ্যতা, স্বাধীনতা ও সত্যের সবচেয়ে বড়ো শত্রু, যা আজ পর্যন্ত মানুষ দেখেছে।"

('দ্য লাইফ অফ মহম্মদ', স্যার উইলিয়াম মুর, ভয়েস অব ইন্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৯২, পৃ. ৫২২।)

আনোয়ার শেখ

ইংল্যান্ড প্রবাসী, বিখ্যাত ইসলামিক পণ্ডিত আনোয়ার শেখ লিখেছেন—

'ইসলাম এমন একটা ধর্মবিশ্বাস যা সমস্ত মানবজাতিকে দুটি চির বিবদমান জাতিগোষ্ঠিতে ভাগ করে দিয়েছে। একদল যারা আল্লাহ্ ও মহম্মদকে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ আল্লাহ্র দল, মুসলমানরা—আর এক দল হল শয়তানের দল অর্থাৎ সব অমুসলমানরা। অমুসলমানদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলাটা ইসলামে এতই জরুরী যে ইসলাম তার অনুগামীদের অর্থাৎ মুসলমানদের এর জন্য অমুসলমানদের হত্যা, লুণ্ঠন ও অমুসলমান নারী অপহরণকেই সর্বাপেক্ষা বড় ধর্মীয় কর্তব্য বলে শিখিয়েছে; এসবই ইসলামে 'জেহাদ' নামে পরিচিত এবং এসব কুকর্ম করেই কেবল মুসলমানরা স্বর্গে যাওয়া নিশ্চিত করতে পারে।"

('ইসলাম অ্যান্ড ইউম্যান রাইট্স্', আনোয়ার শেখ, লন্ডন, পৃ. ৩৭।)

রাজা রামমোহন রায়

আধুনিক ভারতের জনক এবং সবরকম সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী রাজা রামমোহন রায় বলেছেন :

"ওইসব দৈবী (হিন্দু ধর্মীয়) নির্দেশে আস্থা রাখার জন্য ইসলামধর্মীরা ব্রাহ্মণ জাতির (হিন্দুর) অনেক ক্ষতি করেছে, ও তাদের উপর অনেক নির্যাতন করেছে, এমনকি মৃত্যুভয়ও দেখিয়েছে, তবু তারা (হিন্দুরা) ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারেনি। ইসলামানুবর্তীরা কোরানের পবিত্র শ্লোকের মর্মানুসারে (যথা—পৌত্তলিকদের যেখানে পাও বধ কর ও অবিশ্বাসীদের ধর্মযুদ্ধ (জেহাদ) করে বেঁধে আন এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে মুক্ত করে দাও বা বশ্যতা স্বীকার করাও) এগুলি ঈশ্বরের (আল্লার) নির্দেশ বলে উল্লেখ করে, এবং পৌত্তলিকদের (হিন্দুদের) বধ করা ও তাদের নানাভাবে নির্যাতন করা ঈশ্বরাদেশে অবশ্য কর্তব্য মনে করে। মুসলমানদের মতে ওই পৌত্তলিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই সবচেয়ে পৌত্তলিক (ঘৃণ্য)। সেইজন্যই ইসলামানুবর্তীরা সর্বদাই ধর্মোন্মাদে

মত্ত হয় এবং তাদের আল্লার আদেশ মানবার উৎসাহে ''বহু দেবদেবাদিদের'' (অর্থাৎ হিন্দুদের) মন্দির তারা ধ্বংস করেছে ও শেষ পয়গম্বরের (মহম্মদের) ধর্ম প্রচারে ''অবিশ্বাসীদের'' (অমুসলমানদের) বধ করতে ত্রুটি করেনি।''

১৮০৪ সালে ফারসী ভাষায় রাজা রামমোহন রায় লিখিত তুহ্‌ফত্-উল-মওয়া হিদ্দিন অর্থাৎ 'একেশ্বরবাদীদেরকে উপহার' নামক গ্রন্থের শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাম কৃত বঙ্গানুবাদের ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধের 'ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ইসলাম' নামক অনুচ্ছেদ থেকে সংগৃহীত। হরফ প্রকাশনীর ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত অখণ্ড রামমোহন রচনাবলীর ৭২৬-৭২৭ পৃষ্ঠা।

রোনাল্ড রেগন

আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন বলেছেন :

''সম্প্রতি আমরা একটা ধর্মযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখছি, আক্ষরিক অর্থেই—কারণ মুসলমানরা তাদের জেহাদের মূল ধারণাতে ফিরে আসছে যে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ দেওয়াটাই তাদের স্বর্গে যাওয়ার উপায়।''

১৭ নভেম্বর, ১৯৮০ সালের টাইম পত্রিকার ৩৭ পৃষ্ঠায় 'অ্যান ইনটারভিউ উইথ রোনাল্ড রেগন;

মার্গারেট থ্যাচার

ইংলন্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী (১৯৭৯-১৯৯০) লৌহমানবী মার্গারেট থ্যাচার বলেছেন, (বঙ্গানুবাদ) :

''আজকের দিনে বলশেভিজম-এর মতো চরমপন্থী ইসলামও একটা সশস্ত্র মতবাদ। এটা একটা আক্রমণাত্মক ধর্মতত্ত্ব যা সশস্ত্র, ধর্মান্ধ অনুগামীদের দ্বারা প্রসার লাভ করছে। **কমিউনিজিমের মতো এটাকে দমন করার জন্যও সর্বাত্মক, দীর্ঘমেয়াদি রণনীতি প্রয়োজন।**''

ফেব্রুয়ারি ১২, ২০০২ তারিখের 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকায় মার্গারেট থ্যাচারের লেখা 'ইসলাম ইজ দ্য নিউ বলশেভিজম' প্রবন্ধ।

উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন

ইংলন্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন বলেছিলেন:

''যতদিন কোরান আছে ততদিন পৃথিবীতে শান্তি নেই।''

১৪০৯ শকাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা বিশ্ব হিন্দুবার্তার ১৭ পৃষ্ঠা

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

বিখ্যাত মনীষী ও চিন্তানায়ক নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেছেন :

"মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের বিধান অনুযায়ী মুসলমানও তেমনই সকল মুসলমানকে আপন ও সকল হিন্দুকে পর মনে করিতে বাধ্য। বরঞ্চ মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের জন্য অমুসলমান সম্বন্ধে তাঁহারা আরও বেশি সজ্ঞান। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশমতো মুসলিমমাত্রেরই নিকট পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত—১. দার-আল্-ইসলাম ২-দার-অল্-হরব্। দার-আল্-ইসলামের অর্থ ইসলামের দেশ, অর্থাৎ যে দেশে মুসলমান ধর্মাবলম্বী শাসক কর্তৃক অধিকৃত ও শাসিত। দার-অল্-হারবের অর্থ যুদ্ধের দেশ, যে দেশে যুদ্ধ করিয়া ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন করিতে হইবে। ইসলামের বিধান অনুসারে কোন মুসলমান অমুসলমানের অধীন থাকতে পারে না। শুধু তাই নয়, অমুসলমান জগত ও মুসলমান জগতের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ। এইজন্যই অমুসলমান জগতের নামকরণ হইয়াছে দার-অল্-হারব্, যুদ্ধের দেশ। এই নিদের্শের জন্য অমুসলমান ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে কোনো মৈত্রী হইতে পারে না; যতদিন পর্যন্ত না দার-অল্-হারব্ দার-অল্-ইসলামে পরিণত হইবে—ততদিন পর্যন্ত বিশ্বাসী মুসলমানমাত্রকেই জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ চালাইতে হইবে। জিহাদের নিয়ম অনুযায়ী অবিশ্বাসীকে হয় ১। মুসলমান হইতে হইবে, কিংবা ২। মুসলমানের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ও জিজিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া আশ্রিত (ধিম্মী) হইয়া থাকিতে হইবে, কিংবা ৩। যুদ্ধ করিতে হইবে। ইসলামের বিধান জানিলে এই তিন পথের এক পথ ভিন্ন মুসলমানের অমুসলমানের নিকট যাইবার চতুর্থ আর কোনো পথ নাই।"

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'আমার দেশ আমার শতক' গ্রন্থের 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধের গোড়ার কথা' প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। ২০০০ সালে মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স প্রা. লি. প্রকাশিত নীরদচন্দ্র চৌধুরী শতবার্ষিকী সংকলনের ৪৭০-৪৭১ পৃষ্ঠা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের (মুসলমানদের) কমিবে, তখন বুঝিবে—যে-কোনো ধর্মই হউক, তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করিবার মতো এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সে বুঝা'র এখনও অনেক বিলম্ব। জগৎশুদ্ধ লোক মিলিয়া মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোনোদিন চোখ খুলিবে কিনা সন্দেহ।"

বর্তমান হিন্দু-মুসলিম সমস্যা, দৈনিক বসুমতি, ১৯ আশ্বিন, ১৩৩৩ প্রকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জী

১। **কুরআন শরীফ** : মওলানা মোবারক করীম জওহর, ই-এস দেওবান্দ, এফ-এম কলিকাতা, এম. টি. এইচ. দিল্লী, আদীব-ই-মাহের আলিগড়, এফ-এ-লিট ইউ. পি. শিক্ষা বিভাগ। হরফ প্রকাশনী, ১২৬এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ৭০০ ০০৭; ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

২। **আল্-কুরআনুল করীম** : সৈয়দ আশরাফ আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭; ২০০২ খ্রী.।

৩। **তরজমা-এ-কুরআন মজীদ** : সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, ২৭বি লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩; ১৯৮১ খ্রী.।

৪। **কুরআন শরীফ** : শাহ্নূর বঙ্গানুবাদ—মাওলানা মোহাম্মদ শাজাহান ও মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান অনুদিত, মূল আরবী ও উচ্চারণ সহ, ইউরেকা বুক এজেন্সী, ৫৬ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩।

৫। **কুরআন শরীফ** : ডক্টর ওসমান গনী, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট. (কলি.), অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, ১৯৯১।

৬। **The Koran** : N. J. Dawood, Penguin Books, London, 2nd Edition, 1966.

৭। **The Holy Qur'aan** : Arabic-English Qur'aan, Muhammad Marmaduke Pickthall, New American Library, London, New York, Ontario ; 15th reprint.

৮। **The Holy Qur'aan** : English-Arabic Qur'aan, Abdullah Yusuf Ali, Atequa Publishing House, 1561, Kotana Street, Sui Walan, New Delhi-2, 1996.

৯। **The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari,** Arabic-English, Dr. Muhammad Mushin Khan, Islamic University, Madina Al-Munawwara, Kitab Bhawan, 1784, Kalan Mahal, Daryaganj, New Delhi-2; 1987.

১০। **The Translation of the Meanings of Sahih Al-Muslim,** Arabic-English, by the Same Publisher as above.

১১। **The life of Mohammet,** by Sir William Muir, first published in London in 1894, reprinted by Voice of India, Delhi, 992.

১২। **Mohammed and the rise of Islam** by D. S. Margoliuth, London, 1905.

১৩। **সীরাতুন নবী**, আল্লামা শিবলী নো'মানী, খায়রুন প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

১৪। **আল-জিহাদ**, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ গিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; ১৯৯৯।

১৫। **ইসলামে জিহাদ**, মওলানা মহাম্মদ আবদুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; ১৯৮৬।

১৬। **Islam and Dhimmitude**-Where civilizations collide by Bat Ye'or, Gazelle Book Service, Lancaster, U. K.

১৭। **Jihad-a Paramanent doctrine of Holy war,** by Suhas Majundar, Voice of India, Delhi.

১৮। 'The Guardian' London, Feb. 12, 2002

১৯। **Islam-sex and Violence,** Anwar Shaikh, U.K. 2001.

২০। **Islam–Arab Nationalist Movement,** by same author as above.

২১। **Islam–Arab Imperialistic Movement,** by same author as above.

২২। **Islam and Human Rights,** by same author as above.

২৩। **This is Jihad,** by same au r as above.

২৪। **'কালান্তর'**, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভা ী, কলিকাতা।

২৫। **'Pakistan or the Partition of India'** B.R. Amedkar, Govt. of Maharastra publication, 3rd Edition, 1946.

২৬। **Complete works of Swami Vivekananda,** Advaita Ashram, Mayavati Memorial Edition, 1990, Vol. 2,4,5

২৭। **'Young India'** 29.4.1925;

২৮। **Mishkatul Masabih,** Vol. 1-4, by Maulana Fazlul Karim, Islamic Book Service, 2241 Kucha Chelan, Daryaganj, New Delhi-11

২৯। **Calcutta Koran Petition** by Sitaram Goel, Voice of India, New Delhi.

৩০। **Jihad : The origin of Holywar in Islam,** R. Fire Stone, Oxford University Press, New York.

"স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে কেবল স্বাধীনতা অর্জন করাটাই যথেষ্ট নয় ; স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত নজরদারী প্রয়োজন। স্বাধীনতা রক্ষা করাটা একটা চিরন্তন ও চলমান প্রক্রিয়া। স্বাধীনতা অর্জনের পর যে জাতি আবার ঘুমিয়ে পড়ে, তার স্বাধীনতা বেশী দিন বজায় থাকে না। তাই স্বাধীনতা আবার হারাবার আগেই হিন্দুদের উচিত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে দেওয়া, কারণ একবার স্বাধীনতা হারালে বিপ্লব করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কখনও কখনও কোনো কোনো জাতি দাসত্বে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে বেড়িয়ে আসতে পারে না। ভারতবর্ষের হিন্দুদের ঠিক এটাই ঘটেছিল। মনে রাখবেন, বিদেশী শাসন যত বর্বর, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হবে, তার স্থিতিকালও তত দীর্ঘ হবে। আজকের ক্রমবর্ধমান ইসলামিক জেহাদের ব্যাপারে হিন্দুরা যে মনের কথা খুলে বলতে পারছে না, আগামী সহস্রাব্দে হিন্দুদের ভয়াবহ দাসত্বের সেটাই প্রথম ধাপ।"

(অবধূত বজ্রমূর্তি : ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের কুইন্সের মাঠে জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ)।